NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ‘প্রাদেশিক মৌলবাদ বনাম আধুনিক সনাতন ভারত’

নবগঠিত পঞ্চায়েতগুলিকে স্বাবলম্বী করতে প্রশিক্ষণ ২

কলকাতা ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ৩ আশ্বিন ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ১০২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 21.9.2023, Vol.17, Issue No. 102, 8 Pages, Price 3.00

আসছে বাংলাদেশের ইলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসবের মরশুমে বাঙালির পাতে পড়বে বাংলাদেশের ইলিশ। কারণ, দুর্গাপুজো উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে ৩,৯৫০ মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানির ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। প্রতিবেশী দেশ পশ্চিমবঙ্গে ইলিশ রপ্তানির জন্য ৭৯টি প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দিয়েছে। যদিও ইলিশ রপ্তানির অনুমোদন চেয়ে ১০০-রও বেশি সংস্থা আবেদন করেছিল। অনুমোদিত সংস্থাগুলির প্রতিটিকে ৫০ টন করে ইলিশ রপ্তানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, আজই পেট্রাপোলে সীমান্তে চলে আসছে অনুমোদিত কয়েক টন ইলিশ।

মুম্বইগামী বিমানের জরুরি অবতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিমানের জানলার কাঁচে চিড় ধরায় মাঝ আকাশ থেকে ফিরতে হল কলকাতা থেকে মুম্বইগামী বিমানকে। বিমানবন্দর সূত্র মারফত খবর, সকাল ৬টা ১৭ মিনিট নাগাদ কলকাতা থেকে ১৭৬ জন যাত্রী ও ৬ জন কেবিন ক্রু নিয়ে মুম্বইয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে একটি বিমান। বিমান বন্দর সূত্রে খবর, মাঝ আকাশে বিমানের জানালায় ফাটল দেখতে পান কেবিন ক্রু। তৎক্ষণাৎ পাইলটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। যাত্রীদের মধ্যে যাতে আতঙ্ক ছড়িয়ে না পড়ে, তার পাইলট সচেতন করতে থাকেন। পাইলট দ্রুততার সঙ্গে কলকাতা বিমানবন্দরের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করে যান্ত্রিক ত্রুটির কথা জানিয়ে অবতরণের অনুমতি চান পাইলট। সেইমতো এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের অনুমতি মেলায় ৭.৪৫ মিনিটে বিমানটি কলকাতা বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করে। ববে নাম্বার ১৮ তে পার্ক করা হয়েছে বিমান থেকে যাত্রীদের নীচে নামিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে বিমানের মেরামতির কাজ চলছে।

শিখ দাঙ্গায় জামিন

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর: শিখ দাঙ্গা মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা সজ্জন কুমার। যে হত্যা মামলায় তিনি অভিযুক্ত ছিলেন তা থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে অন্য অভিযুক্তদেরও। উল্লেখ্য, এই মামলায় মোট অভিযুক্ত ছিলেন ৫ জন। তাঁদের মধ্যে দুজনের ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে। বাকি ৩ জনকে বুধবার অব্যাহতি দিল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। সজ্জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, একটি গুরুদ্বারে আগুন লাগানোরও। গত মাসেই একটি আদালত স্পষ্টভাবে সজ্জন কুমারকে এই মামলায় ‘প্রাথমিক প্ররোচনাকারী’ হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। জানিয়ে দিয়েছিল, ১৯৮৪ সালের ১ নভেম্বর দিল্লির গুলাব বাগে গুরুদ্বারে আগুন লাগানোয় ক্ষিপ্ত জনতাকে উসকানি দিয়েছিলেন তিনিই। এমনকী, তিনি অন্য শিখদের বাড়িতেও আগুন লাগানোর উসকানি দিয়েছিলেন।

ফের ভর্ৎসনা সিবিআইকে

নিজস্ব প্রতিবেদন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বুধবারই কলকাতা হাইকোর্টে কেস ডায়েরি জমা করেছে সিবিআই। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চে আজ কেস ডায়েরি জমা পড়ে। আর কেস ডায়েরি জমা পড়তেই আদালতে ফের একবার ভর্ৎসিত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআইয়ের জমা দেওয়া কেস ডায়েরিতে সন্তুষ্ট নন হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। নির্দেশের এক বছর পরও দুর্নীতির মুখোশ খুলতে সিবিআই কোনও পদক্ষেপ করেনি বলেই মনে করছে আদালত। সেই কারণে এবার সিবিআই ডিরেক্টরকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। আগামী ৪ অক্টোবর সিবিআই ডিরেক্টর প্রবীণ সুদকে আদালতে ভার্চুয়ালি হাজির থাকতেও বলা হয়েছে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

লোকসভায় পাশ হল মহিলা সংরক্ষণ বিল

পক্ষে ৪৫৪ ভোট, বিপক্ষে ২

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর: প্রত্যাশা মতোই লোকসভায় পাশ হয়ে গেল মহিলা সংরক্ষণ বিল। বুধবার সন্ধ্যায় গোপন ভোটাভুটিতে নরেন্দ্র মোদি সরকারের আনা বিলটি সমর্থন করেছেন ৪৫৪ জন সাংসদ। বিলে সংশোধন চেয়ে বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন মাত্র দু’জন।

লোকসভা এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের জন্য মঙ্গলবার পুরোদস্তুর নতুন বিল পেশ করেছিল মোদি সরকার। যার পোশাকি নাম, ‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল ১২৮তম সংবিধান সংশোধনী বিল হিসাবে তা লোকসভায় পেশ করেন। দীর্ঘ ২৭ বছর পরে অবশেষে সংসদের নিম্নকক্ষ স্বীকৃতি দিল মহিলা সংরক্ষণের দাবিকে। এর পর প্রথামাফিক রাজ্যসভায় পাশ করিয়ে বিলটিকে রাষ্ট্রপতির কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। রাষ্ট্রপতির ছাড়পত্র পেলে কার্যকর হবে মহিলাদের জন্য লোকসভা-বিধানসভায় আসন সংরক্ষণ।

কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে মঙ্গললবার তাঁর বক্তৃতায় মহিলা বিল পেশের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, ‘২০১০ সালে মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন মহিলা সংরক্ষণ বিল সংসদের এই কক্ষে পাশ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এরা আমাদের কৃতিত্ব দিতে চায় না।’ অন্য দিকে, লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরী বিল পেশের সময় জানান, ১৩ বছর আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের আমলেই মহিলা বিল সংসদের উচ্চকক্ষে পাশ হয়ে গিয়েছিল। জবাবে মোদি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, ‘সেই সরকারের আর অস্তিত্ব নেই। বিলটির মেয়াদও শেষ হয়ে গিয়েছে।’

এই চাপানউতরের আবহে, বুধবার লোকসভায় মহিলা বিল নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। সোনিয়া তাঁর বক্তৃতায় মনে করিয়ে দেন, ২০১০ সালে তিনি ক্ষমতাসীন ইউপিএ জোটের চেয়ারপার্সন থাকাকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সরকার রাজ্যসভায় বিলটি পাশ করিয়েছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি-সহ সরকার এবং বিরোধী পক্ষের সাংসদেরা বিতর্কে অংশ নেন।

সংসদে নিজের ভাষণে মহিলা সংরক্ষণ বিলকে সমর্থন করার পাশাপাশি কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি এসসি, এসটি, ওবিসি সম্প্রদায়ের মহিলা জনপ্রতিনিধিদের জন্য আলাদা করে সংরক্ষণের দাবি জানান। বুধবার নিজের ভাষণে সোনিয়া দাবি করেন, অবিলম্বে এই বিল পাশ জরুরি। দেরি মানেই ভারতের মেয়েদের সঙ্গে অবিচার। এইসঙ্গে তপসিলি জাতি এবং উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণেরও দাবি জানান ।

এদিন বক্তব্যের শুরুতে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন কংগ্রেস নেত্রী। বলেন, ‘আমার স্বামী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি প্রথমবার মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণে সাংবিধানিক সংশোধনী এনেছিলেন।’ বলেন, ‘এই বিল আমার নিজের জীবনেও একটি আবেগময় মুহূর্ত। প্রথমবার স্থানীয় নির্বাচনে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে সাংবিধানিক সংশোধনী এনেছিলেন আমার জীবনসঙ্গী রাজীব গান্ধি। যদিও রাজ্যসভায় ৭ ভোটে পরাজয়ে তা পাশ করা যায়নি।’ তাঁর কথায়, ‘রাজীবের স্বপ্ন সার্থক হবে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হলে।’ সোনিয়া বলেন, ‘নারী সংরক্ষণ বিল বাস্তবায়নে দেরি হলে ভারতীয় নারীদের প্রতি চরম অবিচার হবে। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে অবিলম্বে নারী সংরক্ষণ বিল বাস্তবায়ন প্রয়োজন। তা সম্ভবও।’

দমদমে ডেঙ্গিতে প্রাণ গেল সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরে ফের ডেঙ্গু আক্রান্তের মৃত্যু। এবার ডেঙ্গুর থাবা দক্ষিণ দমদমে। মৃত্যু হয়েছে ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের এক স্কুলছাত্রীর। সে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ত। একদিন আগেই প্রবল জ্বর এসেছিল ওই নাবালিকার। এরপরই পরিবারের সদস্যরা তাঁকে ভিআইপি রোডের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় এদিন সকালে মৃত্যু হয় তার। মতিঝিল গার্লস হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণিতে পড়ত ছাত্রীটি। এদিন সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ তার মৃত্যু হয়। শোকের ছায়া গোটা পরিবারে। এই

নিয়ে দক্ষিণ দমদমে ৫ জন ডেঙ্গু আক্রান্তের মৃত্যু হল বলে খবর। বিগত কয়েকদিনে গোটা রাজ্যে হু হু করে বেড়েছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ১৫ হাজার ২৭২। তারমধ্যে শহরাঞ্চলেই আক্রান্তের সংখ্যা ৪ হাজারের বেশি। গ্রামাঞ্চলে সেই সংখ্যা ১০ হাজারের বেশি। তাতেই পুজোর মুখে নতুন করে বাড়ছে উদ্বেগ। এদিকে এরইমধ্যে ডেঙ্গু দমনে নড়েচড়ে বসেছে কলকাতা পুরনিগম। বাতিল হয়ে গিয়েছে পুরনিগমের সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের ২ মাসের ছুটি। শুরু হয়েছে ড্রোন নজরদারি। পাশাপাশি ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে সতর্ক করা হয়েছে পুজো কমিটিগুলিকেও। যাতে কোনওভাবেই মণ্ডপ সংলগ্ন এলাকায় জল না জমে সে বিষয়েও দেওয়া হয়েছে বিশেষ সতর্কবার্তা।

উপাচার্য-অধ্যাপকদের বেতন দেবে অর্থ দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার থেকে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের সব উপাচার্য, অধ্যাপক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতন সরাসরি অর্থ দপ্তর থেকে দেওয়া হবে। বুধবার রাজ্যের ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করে অর্থ দপ্তরের তরফে একথা জানানো হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিনের বৈঠকে হাজির ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, ডায়মন্ড হারবার উইমেন্স ইউনিভার্সিটি, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিধু কানহু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অফিসাররা। বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন প্রক্রিয়া-সহ নানা আর্থিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

জানা গিয়েছে, এতদিন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর অধ্যাপকদের বেতন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাত। সেখান থেকে উপাচার্যরা বেতন বন্টন করতেন। কিন্তু এইচআরএমএস-এর মাধ্যমে নয়া বেতন প্রক্রিয়া চালু হলে রাজ্যের কোষাগার থেকে সরাসরি অধ্যাপক ও কর্মীদের বেতন দেওয়া হবে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের প্রভিডেন্ট সংক্রান্ত নিয়ম কানুনেও কিছু বদল আনা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

রাজ্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠন নতুন বেতন প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করা হয়েছে। রাজ্যের ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠন জানিয়েছে, বেতন দেওয়ার অধিকার রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের হাতে গেলে যদি কারোর বেতন আটকে যায় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুই করার থাকবে না। সাম্প্রতিক কালে একাধিক বিষয়ে দ্বন্দ্ব দেখা গিয়েছে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর এবং রাজ্যপালের মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয় গুলির উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে যেভাবে হস্তক্ষপ করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সেটা মোটেই ভালভাবে নেয়নি উচ্চশিক্ষা দপ্তর। তারপরেই এই এইচআরএমএস নিয়ে বৈঠক ডাকায় প্রতিবাদের ডাক দিয়েছে রাজ্যের শিক্ষক সংগঠনগুলি।

লগ্নি টানতে মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফরের মধ্যেই সুখবর

বিশ্বব্যাংক থেকে বিপুল অঙ্কের ঋণ আসছে রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে লগ্নি আনার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জোড়া দেশ সফরের মধ্যেই তাঁর সরকারের জন্য সুখবর। বিশ্বব্যাংক থেকে মোটা অঙ্কের ঋণ আসছে বাংলায়। নবান্ন সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারকে ৩, ২০০ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন করে দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। মূলত পরিকাঠামো উন্নয়নেই খরচ করতে হবে এই অর্থ। নবান্ন সূত্রে খবর, বিশ্বব্যাংক থেকে পাওয়া অর্থের বেশিরভাগটাই খরচ করা হবে রাস্তাঘাটের উন্নতিতে। পঞ্চায়েতের পরিকাঠামো উন্নয়নও তার মধ্যে রয়েছে বলে খবর।

তৃতীয় বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে মমতা স্পষ্ট করেই বলেছিলেন, এ বার তাঁর পাখির চোখ শিল্পায়ন। রাজ্যে লগ্নি টানার লক্ষ্যেই এই মুহূর্তে স্পেন সফরে রয়েছেন মমতা। সেখানে মাদ্রিদ ও বার্সেলোনায় দু’টি বাণিজ্য বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পর দুবাইয়ে পৌঁছে সেখানে বণিকমহলের সঙ্গে বৈঠক রয়েছে তাঁর। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পরিকাঠামো একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। তার মধ্যেই বিশ্বব্যাংক থেকে রাজ্য সরকারের ঋণ পাওয়ার সুখবর।

রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ দিন ধরেই অভিযোগ করছেন, কেন্দ্র সড়ক যোজনার টাকা আটকে রেখেছে। বারবার দরবার করেও তা পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত রাজ্যের টাকাতেই গ্রামীণ রাস্তা সংস্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মমতার সরকার। গত বাজেট অধিবেশনে বিধানসভায় রাজ্য বাজেট পেশ করার সময় একটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। যার নাম দেওয়া হয় ‘রাস্তাশ্রী প্রকল্প’।

এই প্রকল্পের অধীনে ১১,৫০০ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করবে বলে ঘোষণা করা হয় বাজেটে। প্রকল্পে ৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। নতুন রাস্তা তৈরির পাশাপাশি পুরনো রাস্তা মেরামত করার কথাও বলা হয়েছিল রাস্তাশ্রীতে। সেই কাজ শুরুও হয়েছে জেলায় জেলায়। নবান্ন সূত্রে খবর, কাজের নিরিখে এখনও পর্যন্ত শীর্ষে রয়েছে নদিয়া জেলা।

প্রশাসনিক মহলের অনেকের মতে, বিশ্বব্যাংক থেকে ঋণ বাবদ এই অর্থ পাওয়া রাজ্য সরকারের পক্ষে স্বস্তির হল। মুখ্যমন্ত্রী গত এক-দেড় বছরে একাধিক প্রশাসনিক বৈঠকে বলেছিলেন, বিভিন্ন খাতের বাজেট কাটছাঁট করে তাঁকে রাস্তা নির্মাণ ও মেরামতির কাজ করতে হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের এই অর্থ সে দিক থেকে সাজ্য সরকারের জন্য খুবই সুবিধাজনক হচ্ছে।

কানাডায় বসবাসকারী ভারতীয়দের সতর্ক থাকার বার্তা বিদেশ মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর: কূটনৈতিক উত্তেজনার আবহে কানাডায় বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিক এবং পড়ুয়াদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা জারি করল নরেন্দ্র মোদি সরকার। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী বুধবার এক্স হ্যান্ডলে ওই সতর্কবার্তা প্রকাশ করেছেন। তাতে স্পষ্ট ভাষায় লেখা হয়েছে, ‘কানাডার মাটিতে ভারতীয় নাগরিকেরা ভারত বিরোধী তৎপরতা এবং রাজনৈতিক প্ররোচনামূলক ঘৃণার জেরে হিংসার শিকার হতে পারেন।’

কূটনীতির রীতি ভেঙে ভারতের বিরুদ্ধে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে ইতিমধ্যেই দ্বিপাক্ষিক কূটনীতিতে টানাপড়েন তৈরি হয়েছে। কানাডার মাটিতে সে দেশের খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরকে খুনের জন্য ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা ‘র’-এর দিকে ট্রুডো অভিযোগের আঙুল তোলায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে সে দেশে বসবাসকারী শিখ সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যেও। বিদেশ মন্ত্রকের আশঙ্কা, ‘পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভারত বিরোধী শক্তি ভারতীয় কূটনীতিক এবং ভারতীয় নাগরিকদের নিশানা করতে পারে।’

চলতি মাসেই স্বাধীন ও সার্বভৌম খলিস্তান রাষ্ট্রের দাবিতে কানাডার কট্টরপন্থী শিখ গোষ্ঠী ‘শিখস ফর জাস্টিস’ (এসএফজে) অন্টারিও-সহ কয়েকটি এলাকায় জমায়েত এবং গণভোটের ডাক দিয়েছে। ভারতে নিষিদ্ধ এবং খলিস্তানপন্থী সংগঠন সাম্প্রতিক কালে কানাডার কয়েকটি ভারতীয় দূতাবাসে বিক্ষোভও দেখিয়েছে। এই আবহে উত্তেজনাপূর্ণ এলাকাগুলি

এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ভারতীয় নাগরিকদের। ভারতীয় পড়ুয়াদের অবিলম্বে অটোয়ার ভারতীয় হাই কমিশন এবং টরন্টো এবং ভ্যাঙ্কুভারের কনস্যুলেট জেনারেলের দপ্তরে নাম নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিদেশ মন্ত্রকের ওই সতর্কবার্তায়।

গত ন’মাসে খলিস্তানপন্থী সংগঠন ‘খলিস্তান টাইগার ফোর্স’ (কেটিএফ)-এর প্রধান তথা কানাডার সারের গুরু নানক শিখ গুরুদ্বার সাহিবের প্রধান নিজ্জরকে গুরুদ্বার চত্বরের মধ্যেই গুলি করে খুন করা হয়। সেই ঘটনার তদন্তে ভারতের গুপ্তচর সংস্থার ভূমিকা ছিল বলে কানাডার পার্লামেন্টের জরুরি অধিবেশনে সোমবার দাবি করেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো। কানাডার তদন্তকারী সংস্থাগুলি এ বিষয়ে আরও বিশদে তদন্ত করছে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি কানাডার প্রধানমন্ত্রীর দাবি, বিষয়টি নিয়ে জি২০ শীর্ষ সম্মেলন চলাকালীন তাঁর সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও কথা হয়েছে। ট্রুডোর ওই বিবৃতির পরে কানাডার এক ভারতীয় এক কূটনীতিককে বহিষ্কার করা হয়।

সে দেশের বিদেশমন্ত্রী মেলানি জোলি জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তি ‘র’-এর কানাডার প্রধান হিসাবে দায়িত্ব সামলাতেন। যদিও তাঁর নাম জানাননি মেলানি। ওই পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় মঙ্গলবার মোদি সরকার কানাডার এক শীর্ষ কূটনীতিককে পাঁচ দিনের মধ্যে দিল্লি ছাড়ার নির্দেশ দেয়।

এগোচ্ছে নিম্নচাপ, উত্তর থেকে দক্ষিণে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা জুড়ে নিম্নচাপের কারণে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল হাওয়া অফিস। উত্তরবঙ্গে আজ থেকে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলাতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বুধবার দক্ষিণবঙ্গের চারটি জেলায় ভারী বৃষ্টি হওয়ার পূর্বাভাস ছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরের মতো উপকূলঘেঁষা জেলা ছাড়াও তালিকায় ছিল বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ। এ ছাড়া, কলকাতা-সহ দক্ষিণের বাকি জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হয়। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার ভারী বৃষ্টি চলবে বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে। দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে আগামী শনিবার পর্যন্ত।

উত্তরবঙ্গের পাহাড়ঘেঁষা পাঁচটি জেলায় মুষলধারে বৃষ্টি হবে আগামী দু’দিন। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পংয়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

শুক্রবার বেশি বৃষ্টি হবে আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারেও। এই জেলাগুলিতে ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কমলা সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলিও ভিজবে। বুধবার থেকে আগামী শনিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরের প্রায় সব জেলাতেই।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে বাংলা এবং ওড়িশা উপকূলের উপরে নিম্নচাপ অবস্থান করছে। ক্রমে তা উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে যাবে। নিম্নচাপের গতিবিধির উপরেই দক্ষিণ এবং উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ নির্ভর করবে। বুধবার উপকূলঘেঁষা জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও ক্রমে নিম্নচাপ সরায় উত্তরের জেলায় বৃষ্টি বাড়বে। এই নিম্নচাপের কারণে উত্তাল হতে পারে সমুদ্র। কলকাতায় গত দু’দিন ধরে আকাশ মেঘলা। মাঝেমধ্যে হালকা বৃষ্টিও হচ্ছে। তবে শহরে আপাতত ভারী বৃষ্টি হতে দেখা যায়নি। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাসেও সেই সম্ভাবনা নেই।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৫/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৩৯১ নং এফিডেভিট বলে Soumi Bhattacharya W/o. Subhasish Dutta ও Soumi Bhattacharya W/o. S. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৩২০ নং এফিডেভিট বলে আমি Samba Sengupta ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Santanu Ranjan Sengupta ও Dr. S. R. Sengupta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২০/০৯/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে ৫২০৯ নং এফিডেভিট বলে Anushree Adhikary D/o. Tarun Adhikary ও Anusree Halder W/o. Rajen Halder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Arin Halder.

নাম-পদবী

গত ১১/০৮/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৩৬৫ নং এফিডেভিট বলে Shyamal Kumar Adhikary S/o. Madhusudan Adhikary ও Shyamal Adhikari S/o. M. Adhikari সাং গজঘন্টা, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০৮/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৩৬৬ নং এফিডেভিট বলে Prasanta Adhikary S/o. Nemai Adhikary ও Prasanta Adhikari S/o. N. Adhikari সাং গজঘন্টা, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৮/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৩১৮ নং এফিডেভিট বলে Prasanta Kumar Shaw S/o. Nabin Chandra Shaw ও Prasanta Kr. Show S/o. N. Ch. Show সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৭/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে ৩৩০২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Bapi Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk. Hansu Mia Hasumiya Sekh ও Sekh Hansu Mia Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৪৯১ নং এফিডেভিট বলে আমি Soumen Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Indubhushan Das ও Lt. I. B. Das Indubhusan Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ইংরেজী ১২/৯/২০২৩ তারিখ Paschim Medinipur Judical Magistrate Court এ ১৪০১৩ নং এফিডেভিট মর্ম্মে Hemashree Mahato Singh W/o- Biswajit Singh এবং Hemashree Singh W/o Biswajit Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম।

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Rahamatpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Goas, Nadia. **NIT NO - RGP/ 1072/15thFC UNTIED (4) /2023-24, RGP/ 1073/ 15thFC TIED(7)/2023-24.** Last date of submission **25.09.23 up to 3p.m.** For details please contact to the office or visit **www. wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Rahamatpur Gram
Panchayat.**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২১ শে সেপ্টেম্বর । ৩ রা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার। ষষ্ঠী তিথী। বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ ২১ সেপ্টেম্বর । কোন স্বপ্নপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা, যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন তাদের সাফল্য নিশ্চিত। দূর ভ্রমণের কথা ছিল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। বান্ধবযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। যারা নতুন কর্মের আবেদন করেছেন তাদের শান্তির বাতাবরণ। দুর্গা নামকরণ শুভ হবে।

বৃষ রাশি : সকালবেলা আজ ২১ শে সেপ্টেম্বর পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। সতর্ক থাকা ভালো, হঠাৎ করে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাজার, দোকান, পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে আজ প্রয়োজনে কথা বলা শুভ। বিদ্যা যোগে বাধা। বিদ্যালয়ের কোন পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির বাতাবরণ। জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : যে বন্ধুকে বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য, আপনি সম্মান প্রাপ্তি করবেন। যারা টেকনিক্যাল কাজে আছেন তাদের সাফল্য। সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের উন্নতির সোপান তৈরি হবে আজকে। কোন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আজ কোন ডাক্তারের সহায়তায় কর্মে প্রশান্তি লাভ করবেন। সন্তানের কারণে সম্মানযোগ। ব্যবসা বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে দুর্গা নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : কর্মে শান্তির বাতাবরণ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভ নজর আপনার দিকে থাকবে। যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন তারা এক ধাপ এগিয়ে যাবেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়কথা পাকা হতে পারে। যারা এন জি ও বা সেবামূলক কর্মে আছেন তাদের খুবই সম্মান প্রাপ্তির দিন। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শরীরে যে ছোট অপারেশন হয়েছিল, আজ তা থেকে প্রশান্তি মিলবে। প্রাণায়াম পূজা পাঠে, আনন্দ বৃদ্ধি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা আটকে ছিল এতদিন, তা সফলতার পথ দেখা দিচ্ছে। যারা শিক্ষকতা করেন। অধ্যাপনা করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গণেশ দেবতার নাম করুন, এগিয়ে চলুন, শুভ হবে।

কন্যা রাশি : অযথা বিতর্কে কেন জড়িয়ে পড়ছেন? আপনার উচিত একটু মাথা ঠান্ডা করে, আজকের দিন টা অতিবাহিত করা। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। বিদ্যায় দুশ্চিন্তা যুক্ত ভাগ্য। দূর ভ্রমণে বাধা। যে বান্ধব কে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি করতে না পারার জন্য মানসিক অশান্তি। জয় তারা জয় তারা বলুন, এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : আজ ২১ তারিখ শুভ গ্রহ সংস্থান। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহবধূদের পূর্ণ সহায়তা লাভ দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে শুভ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে, প্রতিবেশীর দ্বারা। সম্মান প্রাপ্তি, ব্যবসা- বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তবে একটু বুদ্ধি খরচ করে আজকের দিনটা বাক্য প্রক্ষেপণ করতে হবে। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ ২১ শে সেপ্টেম্বর। ব্যয় বৃদ্ধি। যেটা হাতের নাগালের মধ্যে নয়, তার জোর করে পেতে গেলে, অর্থ বা শক্তি প্রয়োগ করা দরকার। খুব সুচিন্তিত ভাবে, কাজ করুন, নয়তো বিবাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। শশুর বাড়ির একজন প্রবীণ সদস্যের জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। তবে জয় অবশ্যম্ভাবী জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন। ব্যবসা বাণিজ্যে বৃদ্ধি সম্ভব।

ধনু রাশি : পুরাতন বান্ধবীকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার দ্বারা আজকে উপকৃত হবেন। যে স্বজন আপনাকে কাজটির জন্য এতদিন বাঁধা দিয়ে এসেছেন, আজকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। একটু মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্য ধরে আজকের দিনটা অতিবাহিত করুন। দোকান ব্যবসা, যারা করেন, মাছের ব্যবসা যারা করেন, কোল্ড্রিংস বা স্ক্রিনের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ হলুদ পুষ্প প্রদানে সর্ব দোষ খন্ডন হবে।

মকর রাশি : আজ ধৈর্য ধরে চলার দিন। আজ ১৭ই মে গ্রহ সংস্থান খুব একটা ভালো নয়। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুশ্চিন্তার বাতাবরণ। কোন ছোট সন্তান বা একেবারে কনিষ্ঠ সদস্যকে নিয়ে দুশ্চিন্তা।কর্মে কালো পথ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অশুভ নজর আপনার দিকে। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন, দেবী দুর্গা মায়ের নাম বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বুদ্ধি করে প্রবীন নাগরিকের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে হবে। বিবাদ বিতর্ক এড়ানোর জন্য যখনই কোন সভা বা মিটিং চলবে তখন আপনি সবাইকে দেখান, যে আপনি একটু অন্যমনস্ক আছেন। তাহলে দায়িত্বটা কম হবে। মোবাইল ল্যাপটপে একটু ব্যস্ত থাকলে সবাই সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটা খুব শুভ নয়, ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি জয় তারা জয় তারা ১০৮ নামকরণ শুভ হবে।

মীন রাশি : প্রবীণ নাগরিকের থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করবেন, যা খুব কাজে লাগবে। পরিবারের একজন সদস্য আপনার পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, কিন্তু তার মন মতো চললে, আপনি উপকৃত হবেন। ডিভোর্সের মামলা যাদের আছে, তারা আজকের দিনটা উকিল বাবুর কথা শুনে চলুন। যারা মাছের ব্যবসায়ী, তরল পদার্থের ব্যবসায়ী, কেমিক্যাল এর ব্যবসায়ী, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান আর দুর্গা মায়ের নাম করুন শুভ হবে।

(আজ সূর্যষষ্ঠী। চাপড়াষষ্ঠী। অক্ষয় ব্রত। বিশ্ব অ্যালঝাইমা দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

CHANGE OF NAME

আমার মক্কেল এফ/বি-৯/৬, বিদ্যাসাগরপল্লী, জড়দাবাগান, পোঃ অশ্বিনীনগর, থানা-বাগুইআটি, কোলকাতা- ৭০০০৫৯, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা নিবাসী **কালিদাসী দাশগুপ্ত**, স্বামী- মৃত অশোক কুমার দাশগুপ্ত। আমার মক্কেল **কালিদাসী দাশগুপ্ত** তাহার এই নামে পরিচিত কিন্তু ভুলবশতঃ তাহার স্বামীর পি.পি.ও বুক এ **কৃষ্ণা দাশগুপ্ত** নামে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার মক্কেল **কালিদাসী দাশগুপ্ত** বারাসাত ফার্ষ্ট ক্লাস জুডিশিয়াল, বারাসাত হইতে হলফনামা (এফিডেভিট) তৈরী করেন, যাহার নং ৩৩০৬/২০২৩, তারিখঃ ০৭/০৭/২০২৩।

CHANGE OF NAME

I, Anima Kabi Das W/O Goshai Chandra Das D/O Late Darshan Chandra Kabi R/O 15A B N Das Road, Bank Park, PO-Hindmotor PS-Uttarpara Hooghly 712233, Vide Affidavit (9890) Dated 14/09/2023 in the court of LD Judicial Magistrate Serampore. Declare that Anima Kabi Das & Anima Das is the same and one identical person.

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. **NIT NO. 023/ SBM (G)/2023-24,** Last date of submission **30.09.2023 up to 6p.m.** visit **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to the office.

**Sd/- Prodhan,
Dighalkandi Gram
Panchayat.**

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Dhoradaha- I Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), P.O- Dhoradaha, Nadia. **NIT NO. 437/15thFC UNTIED/DGP-I/23, 438/15thFC TIED/DGP-I/23,** visit **www.wbtenders.gov.in** and sealed tender **NIT NO. 436/DGP- I/15thFC UNTIED/23, 440/DGP- I/SBM (G)/23,** Last date of submission accordingly **25.09.23 up to 6p.m & 4p.m.** For details please contact to the office.

**Sd/- Prodhan,
Dhoradaha- I Gram
Panchayat.**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জন সাধারনকে অবগত করান হইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী ইন্দিরা দত্ত (স্বামী- প্রভাস চন্দ্র দত্ত) তাঁহার স্বামীর প্রাপ্ত সম্পত্তির দানপত্র দলিলটি যাহা শ্রীরামপুর এ.ডি.এস. আর, অফিস হইতে ৪১১৫/১৯৮৯ নম্বর দলিলে রেজিষ্ট্রীকৃত, তাহা হারাইয়া যাওয়ায় আমার মক্কেল উত্তরপাড়া থানায় জেনারেল ডাইরি করিয়াছেন, যাহার নম্বর জি.ডি.ই ১৮৭৩ তাং ৩১/০৮/২০২৩ হইতেছে। যদি কোন ব্যাক্তি উক্ত দলিলটি পাইয়া থাকেন তাহা হইলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক (১) মাসের মধ্যে জানাইবেন।
ঠিকানা- ১১, পি. কে. দত্ত সরনী, পোষ্ট ভদ্রকালী, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী, ৭১২২৩২

ইতি
সৌমিত্র পান
এ্যাডভোকেট
শ্রীরামপুর কোর্ট
তাং- ১৫/০৯/২০২৩

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১, মোঃ ৮০০১৫৮২৭৫০।

নবগঠিত পঞ্চায়েতগুলিকে স্বাবলম্বী করতে বিশেষ প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের নবগঠিত পঞ্চায়েতগুলিকে স্বাবলম্বী করে তুলতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিশেষ প্রশিক্ষণ পর্ব শুরু হল। এবার পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন আইআইটি-আইআইএম-এর বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে। মোট পাঁচটি ধাপে বিভিন্ন স্তরের প্রায় তিন লক্ষের বেশি পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

বুধবারই জোকার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টে থেকে জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতিদের চার দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। চার দিনের ওই কর্মসূচিতে ২০ টি জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহ সভাধিপতিরা অংশ নেন। এর পরবর্তী পর্যায়ে খড়্গপুর আইআইটি-র সেন্টার ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইনোভেটিভ অ্যান্ড সাস্টেনেবল টেকনোলজি শাখার তরফে তিন দিনের প্রশিক্ষণ শিবির করা হবে। তাতে পঞ্চায়েত সমিতির মোট ৩৪৫জন সভাপতি অংশ নেবেন। পরবর্তী ধাপে পঞ্চায়েত প্রধানদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে সব মিলিয়ে মোট ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬৬১ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, পঞ্চায়েতস্তরে উন্নয়নের ভবিষ্যৎ রূপরেখা তৈরি, নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টি, পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন, অফিস ম্যানেজমেন্ট এবং গ্রামীণ উন্নয়নের কাজ যাতে স্বচ্ছতার সঙ্গে হয়, তার জন্যই এই ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বেলেঘাটায় ভর্তি নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার বাড়বাড়ন্তের মধ্যেই রাজ্যে এবার নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীরও খোঁজ মিলল। এই ভাইরাসে আক্রান্ত মঙ্গলকোটের এক বাসিন্দাকে বর্তমানে কলকাতার বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁর জ্বর সহ অন্যান্য উপসর্গ রয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই রোগীকে প্রথমে ন্যাশনাল মেডিক্যাল এবং পরে বেলেঘাটা আইডি-তে রেফার করা হয়। আক্রান্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য পুনেতে পাঠানো হচ্ছে। তাঁকে আপাতত আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। জানা গিয়েছে, আক্রান্ত ব্যক্তি কেরল ফেরত পরিযায়ী শ্রমিক। তাঁর জ্বর সহ অন্যান্য উপসর্গ রয়েছে। কেরলে ইতিমধ্যে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত ৬ জনের খোঁজ মিলেছে। এঁদের মধ্যে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, নিপা ভাইরাসে মৃত্যুর হার ৪০ থেকে ৭০ শতাংশ। এই ভাইরাস এক রোগীর দেহ থেকে অন্যের শরীরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন, অরণ্য শাখার আহ্বানে জনসেবা আয়োগ থেকে আগত নবাগত সহকর্মী বন্ধুদের অভ্যর্থনা সভা। অভ্যর্থনা সভায় প্রধান অতিথি প্রিয় সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন এর আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েক সহ স্টিয়ারিং কমিটির অন্যতম সদস্য নবেন্দু ভট্টাচার্য, বারীণ মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে নবাগত সহকর্মীদের স্মারক প্রদান করা হয়।

গণেশ আরাধনায় মাতল আদি যুবক বৃন্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন: গণেশ আরাধনায় মাতল আদি যুবক বৃন্দ। কলকাতায় এই পুজোর শুরু ২০১০ সাল থেকে। এই ২০১০ সালেই গৌরব দত্ত এবং তাঁর বন্ধুদের উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল এই পুজো কমিটি। ২০২৩-এ এসে এই গণেশ পুজো যে আকার নিয়েছে শুরুতে অবশ্য সেই আকারে পুজো হত না। যাঁরা প্রবীণ তাঁদের সহায়তায় খুবই কম বাজেটে হত এই আদি যুবক বৃন্দের পুজো। শুধু যে পুজোই হত তা নয়, পাশাপাশি গরিবদের মধ্যে করা হত অন্নদানও। এছাড়াও ৪০০ প্যাকেট খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে যাঁরা এই কমিটির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের। এছাড়াও প্রখ্যাত বেশ কিছু ব্যক্তিত্বের ভালোবাসা আর সমর্থনে সেদিনকার ছোট এই পুজো কমিটি পরবর্তী কালে এক বিরাট আকার ধারণ করে। শুধু তাই নয়, তাদের এই অকুণ্ঠ সহযোগিতার প্রভাব পড়েছে সমাজের ওপরেও। পাশাপাশি এই কমিটিকে অদূর ভবিষ্যতে বড় সাফল্য পেতেও সাহায্য করবে।

বাংলা পেতে চলেছে আরও দু'টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

রবিতে ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের প্রকল্প 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র উদ্যোগ অনুযায়ী দেশ আরও ন'টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পেতে চলেছে। আর এই ৯টির মধ্যে ২ টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পশ্চিমবঙ্গ পেতে চলেছে । বুধবার পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হাওড়া-পটনা এবং হাওড়া-রাঁচি এই দুটি রুটে দ্রুত চালু হতে চলেছে এই পরিষেবা। রবিবার ২৪ সেপ্টেম্বর দিল্লি থেকে হাওড়া-পটনা এবং হাওড়া-রাঁচি রুটে বন্দে ভারত সেমি হাইস্পিড ট্রেনগুলোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যদিও দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া-রাঁচি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

দক্ষিণ-পূর্ব রেল শাখার মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক আদিত্য চৌধুরী জানিয়েছেন, হাওড়া-রাঁচি রুটে বন্দে ভারত চালু করার প্রস্তুতি শেষের মুখে। আগামী রবিবারই হয়তো চালু হয়ে যাবে পরিষেবা । যদিও উদ্বোধনের দিন পূর্ব রেল শাখায় হাওড়া না পটনা, কোন দিক থেকে ছাড়বে উদ্বোধনী ট্রেন, সেটা এখনও জানানো হয়নি । যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তার বিষয়গুলি মাথায় রেখেই এই নতুন বন্দে ভারত রেকগুলিতে ২৫টি অত্যাধুনিক ব্যবস্থা যুক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে রেল বোর্ড। হাওড়া-পটনা বন্দে ভারতের ট্রায়াল রান গত ৫ অগস্ট ও তারপর ১২ অগস্ট করা হয় । এ বার হাওড়া থেকে পটনা পৌঁছতে সময় আরও কমবে। প্রায় ৫৩৫ কিমি পথ অতিক্রম করতে সময় লাগবে মাত্র সাড়ে ছয় ঘণ্টা । এই ট্রেনটি ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটার বেগে দৌড়বে । যদিও বেশ কিছু জায়গায় নিরাপত্তার জন্য ট্রেনের গতিবেগ কমিয়ে ঘণ্টায় ৮০ থেকে ৮২ প্রতি কিলোমিটার রাখা হবে । আপ ও ডাউন রুটে ট্রেনটি আসানসোল, জোসিডি, ঝাঝা, লক্ষ্মীসরাই, মোকামা এবং পটনা সাহিব দাঁড়াবে বলে জানান

হয়েছে। পাশাপাশি আগের সাদা এবং নীল বন্দে ভারতের রঙে বদল করা হয়েছে। নতুন রং হয়েছে সাদা, কমলা এবং ছাই । আগামী রবিবার ৯টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন উদ্বোধন করা হহবে। হাওড়া-পটনা, হাওড়া-রাঁচি, ইন্দোর-জয়পুর, জয়পুর-উদয়পুর, পুরী-রৌরকেল্লা, জয়পুর-চণ্ডীগড়, চেন্নাই-তিরুনালভেলি, জামনগর-আমদাবাদ এবং চেন্নাই-হায়দরাবাদ রুটে চালু হবে। আগামী রবিবার আরও ৯ টি ট্রেনের উদ্বোধন হলে বর্তমানের ২৫ টি ট্রেনের বদলে দেশে ৩৪ টি বন্দে ভারত চলবে।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের প্রশাসনিক সদস্য হতে চলেছেন বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের পরবর্তী প্রশাসনিক সদস্য হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনের বর্তমান প্রশাসনিক সদস্য নাপরাজিত মুখোপাধ্যায় আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর অবসর নিতে চলেছেন। রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজির স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছেন বাসুদেববাবু। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পেন সফর সেরে ফিরেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে এখবর জানা গিয়েছে।

বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যসচিব পদ থেকে অবসরের পর রাজ্যের মুখ্য তথ্য কমিশনারের দায়িত্ব

সামলেছেন। স্বরাষ্ট্রসচিব হিসেবেও তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। বর্তমানে তিন সদস্য বিশিষ্ট রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, বিচারবিভাগীয় সদস্য হিসেবে রয়েছেন হাইকোর্টেরই অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মধুমিতা মিত্র এবং প্রশাসনিক সদস্য হিসেবে রয়েছেন নাপরাজিত মুখোপাধ্যায়। রাজ্য পুলিসের ডিজি পদে অবসর গ্রহণের পর নাপরাজিতবাবুকেই রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সদস্য হিসেবে মনোনীত করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাঁচ বছর করে মোট দু'দফায় দশ বছর তিনি রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সদস্য হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন।

প্রসঙ্গত, স্বভাবতই এক দশক পর কমিশনের প্রশাসনিক সদস্য পদে বদল আসতে চলেছে। যদিও আইন সংশোধন হওয়ার পর বর্তমানে তিন বছর করে দু'দফায় সর্বোচ্চ মোট ছ'বছর এই পদে থাকতে পারবেন সংশ্লিষ্ট পদাধিকারী।

ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের নামে ছাত্রবৃত্তি চালু হচ্ছে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আধ্যাত্মিক সংস্কারক, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় হিন্দু দার্শনিক, সাধক ও ধর্মগুরু কেদারনাথ দত্ত ভক্তি বিনোদ ঠাকুর(১৮৩৮-১৯১৪) তাঁর জন্মস্থান নদিয়া জেলার বীরনগরের গ্রামীণ স্কুলে প্রাথমিক লেখাপড়ার পাঠ শেষ করে কলকাতার হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। পরে যার নাম হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং বর্তমানে যেটি প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত।

এবার সেই প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়েই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্মারক ছাত্র বৃত্তি চালু হচ্ছে। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে এক অনুষ্ঠানে ভক্তি বেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের পক্ষ থেকে এই এনডাওমেন্ট বা ছাত্র বৃত্তির চেক তুলে দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা ডক্টর সুহৃতা সাহার হাতে। উপস্থিত ছিলেন সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর উপল চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা ডক্টর সুকন্যা সর্বাধিকারী

ও বেলুড় বিদ্যমন্দিরের ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর শান্তনু দে।

ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের ডিন ডঃ সুমন্ত রুদ্র বলেন, 'ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শুধুমাত্র একজন আধ্যাত্মিক সংস্কারক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারকও। তাই ধর্মীয় শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে এই বৃত্তি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলে দিতে পেরে তারা গর্বিত।'

অন্যদিকে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডক্টর সুহৃতা সাহা বলেন, 'কেদারনাথ দত্তের নাম রয়েছে হিন্দু কলেজের পুরনো নথিতে। এই মহান দার্শনিকের নামে ছাত্রবৃত্তি চালু করে তাঁর কর্মকাণ্ড নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে চান তাঁরা।'

তিনি জানান,ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১৮৫৩ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান যা ১৮৫৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও ২০১০ সালে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। প্রেসিডেন্সির সেই দীর্ঘ ইতিহাসের সংরক্ষণে বর্তমানে ব্রিটিশ লাইব্রেরি এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় হিন্দু বা প্রেসিডেন্সি কলেজের পুরনো নথিপত্র নিয়ে একটি আর্কাইভ তৈরি করা হয়েছে । সেই আর্কাইভ থেকেই কেদারনাথ দত্তের নাম সম্বলিত হিন্দু কলেজের তৎকালীন একটি রেজিস্টার-নথি এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ভক্তি বেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ekdin_page_3_Layout 1 9/20/2023 10:35 PM Page 1

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২১ সেপ্টেম্বর ৩ আশ্বিন, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার

আপনাদের কাজ কি বোকা বানানো! ফের বিচারপতির তোপে সিবিআই

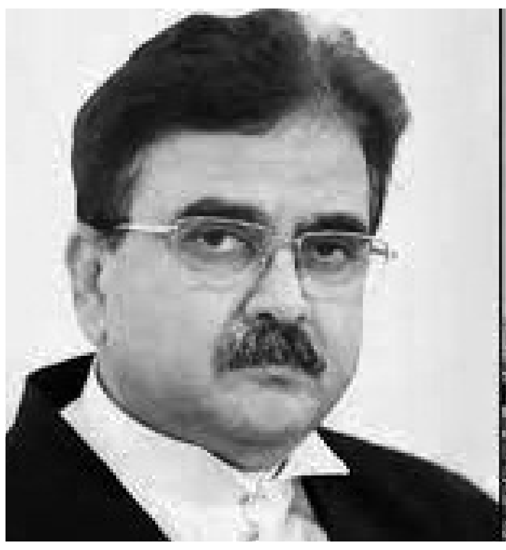

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের তোপের মুখে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।

ওএমআর শিট বিকৃত মামলায় এদিন আদালতে কেস ডায়েরি জমা দেয় সিবিআই। যা দেখে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'সিবিআই আদালতের সঙ্গে খেলছে, মানুষকে বোকা বানাচ্ছে!' প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় (ওএমআর শিট) সিবিআই ডিরেক্টরের কাছে রিপোর্ট তলব করলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশ, আগামী ৪ অক্টোবর সিবিআই ডিরেক্টর প্রবীণকুমার সুদকে রিপোর্ট দিতে হবে। তদন্তকারী অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করে রিপোর্ট দেবেন সিবিআই ডিরেক্টর। ওই দিন দিল্লি থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে তাঁকে শুনানিতে হাজিরা দিতে হবে।

প্রাথমিকের ওএমআর শিট সংক্রান্ত মামলাকারী শান্তনু শিটের আইনজীবী দিব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় আদালতে জানান, আসল ওএমআরের স্ক্যান কপিকেই 'ডিজিটাইসড ডেটা' ধরা হয়। কিন্তু আদতে দেওয়া হচ্ছে টাইপ করা কপি। তা ছাড়া ওএমআর শিটের 'ডিজিটাইসড ডেটা'য় অনেক ভুল রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রশ্ন-উত্তরের অনেক বিকল্পও ভুল রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তা হলে পর্ষদের আদালতে দেওয়া তথ্য বিশ্বাসযোগ্য হবে কী করে?

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ, গত বছর ২৭ সেপ্টেম্বর সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। প্রায় এক বছর হতে চলল, সিবিআই এখনও কোনও উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে পারেনি। তাই সিবিআই ডিরেক্টরকে আদালতের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'আপনাদের কাজ কি মানুষকে বোকা বানানো? গতকাল শুনানিতে দেখলাম অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সিবিআই করেনি।' বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'আজকেও দেখলাম সাধারণ ভাবে যে প্রশ্ন করা উচিত ছিল, সিবিআই তা করেনি।' যে চার জন ব্যক্তি টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়ার কথা বলেছিলেন, তাঁদেরও সিবিআই গ্রেপ্তার করেনি বলে মনে করিয়ে দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। পরে ওই চার জন নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করার পর তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রসঙ্গত পরপর তিন দিন সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। প্রসঙ্গত, প্রাথমিকের আর একটি মামলায় মঙ্গলবার দুপুরে হাই কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ে ওএমআর শিটের 'ডিজিটাইজড কপি'। কোনও নথির ডিজিটাইজড কপি বলতে কী বোঝায়, জানতে চান বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। হাই কোর্টের পর্যবেক্ষণ, পর্ষদ 'ডিজিটাইজড' ওএমআর শিটের নাম করে যে সব তথ্য দিচ্ছে, সেগুলি হাতে টাইপ করা। তার সঙ্গে আসল কপির কোনও মিল নেই। অথচ হাতে টাইপ করা ওই তথ্যকেই পর্ষদ 'ডিজিটাইজড' বলছে।

আদালত সূত্রের খবর, সিবিআই মোট ৮ টি ফাইলে কয়েক হাজার পাতার রিপোর্ট জমা দেয়। যা দেখে তীব্র ভর্ৎসনা করে ফের পুনরায় রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি। আগামী ৪ অক্টোবর মামলার পরবর্তী শুনানি।

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জেরে খুন! দিঘা থেকে ধৃত যুবক ও তার সঙ্গিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এক ফুল, দো মালি। ত্রিকোণ প্রেমের ভয়াবহ পরিণতি!

শ্যামনগরের নিমতলা ঘাট রোডের বাসিন্দা সুপ্রিয়া ঘোষের (২৯) দেহ উদ্ধারের তিন দিনের মাথায় তাঁর 'প্রেমিক' ও প্রেমিকের বান্ধবীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। গত ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে নিখোঁজ ছিলেন জগদ্দল থানার শ্যামনগর নিমতলা ঘাট রোডের বাসিন্দা সুপ্রিয়া ঘোষ। মহিলা বিবাহিত। ১৭ সেপ্টেম্বর জগদ্দল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ইতিমধ্যে মঙ্গলবার বেলায় পূর্ব মেদিনীপুরে তমলুক-দিঘা রেলপথে রামনগর স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে একটি ঝোপ থেকে পুলিশ এক বধূর মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরে জানা যায় ওই দেহ সুপ্রিয়া ঘোষের।

তদন্তের সূত্রে ধরে সামনে আসে ত্রিকোন প্রেমের গল্প। ঘটনার তদন্তে নেমে মোবাইল টাওয়ার লোকেট করে জগদ্দল থানার পুলিশ দিঘার একটি হোটেল থেকে মঙ্গলবার রাতে দীপ শেখর বসু ও সুস্মিতা রায়কে গ্রেপ্তার করে। এঁরা বরানগরে ঘরভাড়া করে লিভ ইন থাকতেন। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, সুপ্রিয়াকে দিঘায় ঘুরতে যাওয়ার নাম করে নিয়ে যান দীপশেখর। দিঘা যাওয়ার আগেই দীপশেখর ও তাঁর বান্ধবী সুস্মিতা মিলে 'পথের কাঁটা' সুপ্রিয়াকে খুন করে ঝোপে ফেলে দেন।

তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, শ্যামনগর গাঙ্গুলি পাড়ায় একটি জুম্বা অনুশীলন সেন্টারে প্রশিক্ষক ছিলেন মৃত তরুণী। ওই সেন্টারের কর্নধারের মাধ্যমে দীপশেখরের সঙ্গে পরিচয় ঘটে বিবাহিতা ওই তরুণীর। পরবর্তীতে দু'জনের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই সম্পর্কের বিষয় জানতে পারেন দীপের সঙ্গিনী সুস্মিতা। সম্পর্কের তীব্র আপত্তি জানায় সুস্মিতা। দীপ-সুস্মিতার মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। পথের কাঁটা সরাতে পরিকল্পনা মাফিক সুপ্রিয়াকে নিয়ে তারা গত ১৬ সেপ্টেম্বর দিঘায় বেড়াতে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, দিঘার একটি হোটেলে দীপ-সুস্মিতা মিলে সুপ্রিয়াকে শ্বাসরোধ করে খুন করে করে। তারপর সেই মৃতদেহ একটি ট্রলি ব্যাগে ভোরে রামনগর স্টেশনের কাছে ঝোপে তারা ফেলে দেয়।

মৃতার পরিবার জানিয়েছে সুপ্রিয়া নিখোঁজের অভিযোগ জানানোর দিনই রামনগর থানার পুলিশ মারফত খবর আসে রামনগরে এমনই এক মহিলার দেহ মিলেছে। শ্যামনগর থেকে সুপ্রিয়ার পরিবারের লোকজন সেখানে গিয়ে মৃতদেহ শনাক্ত করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তরুণী মারা যাওয়ার আগে তাঁর এক বান্ধবীকে ফোনে মেসেজ করেছিলেন। তাতে মৃত তরুণী লিখেছিলেন, খুব খারাপ অবস্থায় আছি। এই মুহূর্তে বলতে পারছি না।

মৃতার স্বামী অতনু ঘোষ বলেন, 'গত ১৬ সেপ্টেম্বর ভোরে তাঁর স্ত্রী বাড়ি থেকে বাড়িয়েছিলেন। কাজের সূত্রে স্ত্রী হয়তো ওখানে গিয়েছিল। মঙ্গলবার বেলায় রামনগর থানা থেকে খবর পেয়ে ওখানে গিয়ে স্ত্রীর দেহ শনাক্ত করি। জগদ্দল থানায় অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দীপশেখর বসু ও তাঁর সঙ্গিনীকে গ্রেপ্তারও করেছে।'

খোলা দুর্নীতি চলছে কলকাতা হাইকোর্টে, পর্যবেক্ষণ বিচারপতি দেবাংশু বসাকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'খোলা দুর্নীতি চলছে কলকাতা হাইকোর্টে। যা আইনের চোখে জুডিশিয়াল ফ্রড।' ফৌজদারি একটি মামলার শুনানিতে এমনটাই মন্তব্য করলেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক।

সরকারি প্যানেল থেকে বাদ পড়ার পরেও বিভিন্ন দপ্তরের মামলায় সরকারের হয়ে সওয়াল করছেন, এমন আইনজীবীদের একটা চক্র এবার কলকাতা হাইকোর্টের নজরে। ঘটনার সূত্রপাত এক আইনজীবীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত শুনানিকে কেন্দ্র করে। এই শুনানি চলাকালীন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চের নজরে আসে এই ঘটনা। এরপরই তলব করা হয় উত্তর ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলাশাসক, লিগ্যাল রিমেমব্রান্স সহ একাধিক অফিসারকে। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি বসাকের মন্তব্য, 'এটা খোলা দুর্নীতি। তার মানে জুডিসিয়াল অফিসার ফ্রড।' একইসঙ্গে বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'এরকম সবার কাস্টোডিয়াল জেরা হওয়া উচিত। এটা আদালতের সঙ্গে প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।'

আদালত এই নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও রাজ্যের পদক্ষেপের আশ্বাস ও বরিষ্ঠ আইনজীবীদের অনুরোধে বিচারপতি নিজে কোনও পদক্ষেপ করেননি। সরকারি অফিসারদের কাছে বিচারপতি জানতে চান, 'কী করে ১১ সেপ্টেম্বর একজন আইনজীবী মামলা দায়ের করেন, যিনি প্যানেলেই নেই? তাঁকে কি মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল?' এরই পাশাপাশি অভিযুক্ত আইনজীবীকে বিচারপতি জানান, 'আপনার এই কাজের জন্য ২ জন বিচার বিভাগীয় অফিসারের চাকরির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। হাইকোর্ট, জিপি সবাইকে আপনি বেআইনি কাজের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন। প্রশাসনিক বিভাগ জড়িত হয়ে গিয়েছে।' একইসঙ্গে বিচারপতি অভিযুক্ত আইনজীবীর কাছে এও জানতে চান, 'কোন অফিসার আপনাকে বলেছে সই করতে? আপনার জন্য জিপি-কে যুক্তি খুঁজতে হচ্ছে।' বিচারপতি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'রাজ্য এই ভাবে মামলা পরিচালনা করছে!'

রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয়, এইভাবে যাতে মামলা দায়ের করা না হয় সে জন্য এলআর বিজ্ঞপ্তি তৈরি করা হয়েছে সমস্ত আইনজীবীদের মধ্যে প্রচার করার জন্য। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি জানান, 'এটা নতুন নয়, এর আগে এমন বেশ কিছু মামলার নিষ্পত্তি করেছি। যেখানে এমন যোগ রয়েছে বলে এখন বোঝা যাচ্ছে।' এরই পাশাপাশি বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, অন্তত ৩১ টি মামলা এখানেই রয়েছে। তার বাইরে সিঙ্গল বেঞ্চে এমন অনেক মামলা রয়েছে। এরপরইএই ধরনের সব মামলা প্রত্যাহার করে নতুন করে দায়ের করার নির্দেশ দেন বিচারপতি।

ভাটপাড়ায় ভীমরুলের কামড়ে মৃত্যু শিশুর!

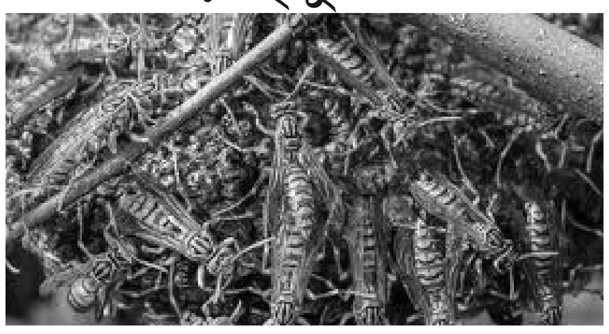

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভীমরুলের কামড়ে মৃত্যু হল এক শিশুর। ভাটপাড়া থানার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের স্থিরপাড়া মনসাতলার ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত শিশুর নাম ভূমি সিং (৮)। পুলিশ জানিয়েছে, শিশু মৃত্যুর কারণ হিসেবে হাসপাতালের মেডিকেল সার্টিফিকেটে পোকার কামড়ের উল্লেখ রয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলর তাপস রায় বলেন, মঙ্গলবার বিকেলে কয়েকজন বাচ্চা মিলে বাড়ির কাছেপিঠে জঙ্গলের পাশে খেলা করছিল। তখন বেশ কয়েকটি ভীমরুল ঘিরে ধরে বাচ্চাটির শরীরের একাধিক জায়গায় কামড়ায়। বাচ্চাটির শরীরে ভীমরুল কামড়ানোর দাগও লক্ষ্য করা গিয়েছে। রাতের দিকে বাচ্চাটির শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। তৎক্ষনাৎ ওকে চিকিৎসার জন্য ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে ওঁর মৃত্যু হয়। শিশু মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে স্থিরপাড়ার মনসাতলা এলাকায়। তবে ভীমরুলের কামড়ে শিশুর এমন পরিণতি হবে, তা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি মৃতের পরিজনরা।

'হয় আপনারা জায়গা পরিষ্কার করুন, নয়তো কাজ করিয়ে পুরসভা বিল ধরাবে'

রেলকে হুঁশিয়ারি ডেপুটি মেয়রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'হয় আপনারা জায়গা পরিষ্কার করুন, নয়তো আমরা পরিষ্কার করে দেব। সেক্ষেত্রে আপনাদের বিল ধরাব আমরা। পুরসভার সেই বিল মেটাতে হবে আপনাদের।' বুধবার রেলের আধিকারিকদের এমনই ভাষায় হুঁশিয়ারি দিলেন কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষকে। নবান্নের তরফ থেকে নির্দেশিকা আসার পরই ডেঙ্গু রুখতে তৎপরতা বাড়িয়েছে কলকাতা পুরসভা। সূত্রের খবর, বুধবার ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডে রেলের জায়গা পরিদর্শনে যান ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। কথা বলেন রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে। সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর পুরসভার তরফে তিনটি ৪৯৬-এ নোটিস ইস্যু করা হয় কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে।

এদিকে রাজ্য প্রশাসনের কপালে ভাঁজ ফেলেছে ডেঙ্গু। সম্প্রতি রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্টে তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে। এতদিন ডেঙ্গু আক্রান্তের নিরিখে পঞ্চম স্থানে ছিল কলকাতা। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, বর্তমানে ডেঙ্গি আক্রান্তের নিরিখে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে কলকাতা। শহরের ডেঙ্গুর এই বাড়বাড়ন্তের কারণ খুঁজতে সম্প্রতি একটি সার্ভে করা হয় কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে। তাতে ধরা পড়ে মশাবাহিত এই রোগের আঁতুর ঘর হয়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের একাধিক আবাসন ও সংস্থাগুলি। এর মধ্যে বড় সমস্যা হল কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা ও আবাসন নিয়েই। কারণ, রাজ্য সরকারের সংস্থার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করা গেলেও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে হওয়ায় সেই সমস্ত সংস্থাগুলিতে প্রবেশ করতে পারছেন না পুরসভার কর্মীরা। সম্প্রতি এই সমস্যাগুলো নিয়েই নবান্নে তড়িঘড়ি ছুটির দিনে স্বাস্থ্য সচিবকে নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্য সচিব। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকরা এছাড়া রাজ্যের ডিএমরা। সেই বৈঠকের পর রাজ্যের পুরসভাগুলির উদ্দেশ্যে যে নির্দেশিকা জারি হয় তাতে বলা হয়েছে, যে সব কেন্দ্রীয় সরকারি আবাসন অথবা অফিসের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে সমস্যা হচ্ছে তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারে পুরসভা। দিতে পারে চিঠিও নবান্নের এই নির্দেশিকা পাওয়ার পরই বুধবার ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের কামারডাঙা রোডে রেলের একটি জায়গায় পরিদর্শনের যান ডেপুটি মেয়র তথা কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ। কারণ রেলের ওই জায়গাটি নিয়ে বহুদিন ধরেই অপরিচ্ছন্নতার অভিযোগ আসছিল বলে পুরসভা সূত্রে খবর। তারপরই ওই জায়গা পরিষ্কার করাতে হবে স্পষ্ট বার্তা দেন তিনি রেলকে।

বিশ্বায়নের হাওয়া লেগেছে কুমোরটুলির পালেও

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: ঠাকুরও এখন অনলাইন! এক ক্লিকেই বেছে নেওয়া যায় পছন্দমতো প্রতিমা। দামও মেটানো যায় অনলাইনে।

'বাণিজ্যিকরণ' কথাটাও বর্তমানে কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীদের কাছে বাসি হয়ে গেছে বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। কারণ, বেশ কয়েক বছর ধরে পালে হাওয়া লেগেছে বিশ্বায়নের। তার জের পড়েছে কুমোরটুলিতেও। তরতরিয়ে এগোচ্ছে কুমোরটুলি। এখন আর কষ্ট করে কুমোরটুলিতে আসারও দরকার নেই। মাউসে ক্লিক করলেই মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে খুলে যাবে 'কুমোরটুলি ডট কম'। এবার লিস্ট দেখে যা প্রয়োজন তা অর্ডার দিয়ে ফেললেই হল। কুমোরটুলির শিল্পীদের দায়িত্বেই সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে মূর্তি। আর তা হবে এক্কেবারে অর্ডার মাফিক।

গত বেশ কয়েক বছর ধরে এই ওয়েবসাইটের হাত ধরে প্রতিমা গড়ার অর্ডারও এসেছে প্রবাসী বাঙালিদের কাছ থেকে। এই 'কুমোরটুলি ডট কম' চালু হয়েছিল কুমোরটুলিরই মৃৎশিল্পী প্রদ্যুৎ পালের হাত ধরে। আর এই প্রদ্যুৎবাবুরই পূর্বপুরুষ প্রতিথযশা মৃৎশিল্পী গোরাচাঁদ পাল। যাঁর হাত ধরে কুমোরটুলি উঠে এসেছিল বিশ্ব শিল্পের আঙিনায়। এই 'কুমোরটুলি ডট কম'-এ শুধু যে মূর্তির অর্ডার দেওয়া যায় তাই নয়, একইসঙ্গে এর মধ্যে পাওয়া যায় 'শিল্প ভারতী'-র তথ্যও। গোরাচাঁদ পালের হাতে ৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কী ভাবে গড়ে উঠেছে এই 'শিল্প ভারতী' তার প্রায় যাবতীয় তথ্য তুলে ধরা হয়েছে এই ওয়েব সাইটে। যাবতীয় তথ্য তুলে ধরা হলেও তা কিন্তু রয়েছে বেশ সংক্ষিপ্ত আকারে। এই ওয়েবাসাইটে একই সঙ্গে দেখা যাবে বিভিন্ন বছরে কলকাতার বিখ্যাত পুজোর মূর্তি যাঁরা গড়েছিলেন তাঁদের নাম এবং সেই প্রতিমার ছবিও। এবার একটু আধটু মাউস এদিক-ওদিক ঘোরালেই সামনে চলে আসবে ফোটো গ্যালারি আর প্রেস সেকশন। আর এই প্রেস সেকশনে গেলে মিলবে বেশ কিছু পত্রিকার ওয়েব লিংকও। যা ঘাঁটলে মিলবে কুমোরটুলি নিয়ে আরও নানা অজানা তথ্য। ক্রেতাদের তথা বিভিন্ন পুজোর উদ্যোক্তাদের সুবিধার্থেই রাখা হয়েছে এই ব্যাক-আপ।

তবে যে শুধু যে মা দুর্গার মূর্তির অর্ডারই অনলাইনে দেওয়া যায় তা কিন্তু নয়। কালী, জগদ্ধাত্রী থেকে শুরু করে সরস্বতী পুজোর আগে নিজেদের পছন্দসই অর্ডারটাও খুব সহজেই দিয়ে ফেলা সম্ভব এই অনলাইনের মাধ্যমে। এমনকী মূর্তির অর্ডার দেওয়া যায় লক্ষ্মী পুজোতেও। ফলে বাঙালির বারো মাসে, তেরো পার্বনে যখন যেমনটি দরকার অর্ডার দিয়ে ফেললেই হল। আর শুধু মূর্তি দিয়ে তো আর একটা পুজো সুসম্পন্ন হয় না। পুজো করতে দরকার পুরোহিতের। আর ঢাকের বোল না ফুটলে পুজোর মেজাজটাও যেন ঠিক মেলে না। ফলে যে কোনও পুজোতে ঢাকিদের একটা বড় ভূমিকা থেকেই যায়। এই পুরোহিত বা ঢাকি পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও ধরনের সমস্যা হলে তার জন্যও সাহায্য মিলবে এই ওয়েবসাইট যাঁদের তাঁদের কাছ থেকেই। শুধু ফোনের ডায়াল ঘোরালে বা মোবাইলের নম্বরগুলো ঠিকঠাক প্রেস করলেই হল। সঙ্গে সঙ্গে আলাদিনের সেই প্রদীপের দৈত্যের মতোই নিমেষে উত্তর মিলবে ফোনের অপর প্রান্ত থেকে। এবার কোন সমস্যা পড়ছেন তা জানালেই মুহূর্তের মধ্যে হবে তার নিষ্পত্তি।

ফ্ল্যাট প্রতারণা কাণ্ডে নুসরতের কাছ থেকে আরও নথি তলব ইডি-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২৪ কোটি টাকা ফ্ল্যাট প্রতারণা কাণ্ডে সাংসদ নুসরত জাহানের কাছ থেকে আরও নথি তলব করল ইডি। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের খবর, সম্পূর্ণ নথি জমা দেননি নুসরত জাহান। যে কারণে তদন্তে এগোনো সম্ভব হচ্ছে না।

ইতিমধ্যেই ১২ সেপ্টেম্বর নুসরতকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি। এদিকে ইডি সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহে সেভেন সেন্সেস কোম্পানির অপর এক ডিরেক্টর রাকেশ সিংকেও ইডি-র তরফ থেকে তলব করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, নুসরত জাহানকে যখন হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়, সাংসদ তখনই তদন্তকারীদের জানিয়েছিলেন তিনি এখনও সম্পূর্ণ নথি জোগাড় করতে পারেননি। ইডি আধিকারিকরা তখন তাঁকে তাঁর কাছে থাকা নথি নিয়েই দেখা করতে বলেন। ওই নথিগুলি দেখার পর তদন্তকারীরা জানান, এই নথি তদন্তের জন্য সম্পূর্ণ নয়। নুসরতের আয় ব্যয়ের হিসাব, নুসরতের সঙ্গে ওই কোম্পানির যোগসূত্র খুঁজে পেতে আরও তথ্যের প্রয়োজন। আর সেই কারণেই বাকি নথি জোগাড় করে দ্রুত ইডি দপ্তরে পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ১২ সেপ্টেম্বর নুসরত জাহানকে তলব করেছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। প্রায় সাড়ে ৬ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কারণ, ২০১৪-১৫ সালে নুসরত যে সংস্থার ডিরেক্টর ছিলেন, সেই 'সেভেন সেন্সেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড' ব্যাঙ্ক কর্মীদের সঙ্গে ফ্ল্যাট দেওয়ার নাম করে প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, প্রথমে নুসরত তাঁদের আশ্বস্ত করেছিলেন ২ কামরার ফ্ল্যাট দেবেন। সে প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি। পরে আশ্বাস দেন, হিডকোর কাছে তিন কামরার ফ্ল্যাট দেবেন। বছর পেরিয়ে গেলেও সেই প্রতিশ্রুতিও অধরাই। এরই মধ্যে নুসরত নিজে পাম অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাট কেনেন। এরপরই নুসরতের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্কের কর্মীরা প্রথমে গড়িয়াহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় ব্যাংক কর্মীদের তরফ থেকে। কিন্তু কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে সদর্থক কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ায় আলিপুর আদালতে গিয়ে মামলা ফাইল করেন প্রতারিতরা। সম্প্রতি বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা এই অভিযোগ সামনে আনেন।

সম্পাদকীয়

সঠিক পদ্ধতিতে পুনর্বণ্টন গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে

কেন্দ্রীয় শাসক দল আসলে কর্পোরেটের ছত্রছায়ায় থাকতে চায়। সংসদের 'এস্টিমেট কমিটি'-র রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৯ সালে কর্পোরেট কর ছাড় দেওয়ার ফলে ১.৮৪ লক্ষ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়। এসবিআই রিসার্চ পেপার অনুসারে, কর্পোরেট কর ছাড় দেওয়ার ফলে সংগৃহীত করের পরিমাণ বাড়েনি, তবে কোম্পানিগুলোর লভ্যাংশ অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০ সালের তুলনায় ২০২১ অর্থবর্ষে কোম্পানিগুলির নেট প্রফিট ১৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কর্পোরেট করে ছাড়, নির্বাচনী বন্ড, নির্বাচন এবং বিজেপি, এদের মধ্যে একটা চক্রাকার সম্পর্ক রয়েছে। কর্পোরেটগুলির কাছাকাছি থাকলে টাকার অভাব হয় না। নির্বাচনী বন্ডের বিপুল অর্থের ৭৫ শতাংশই যায় বিজেপির ঝুলিতে। সেই অর্থ দিয়েই সমাজমাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ, অন্য দলের সদস্যদের প্রভাবিত করে 'ঘোড়া কেনাবেচা' ও আরও নানা রকম ভাবে শাসক দলের আধিপত্য বজায় রাখা হয়। এই নির্বাচনী বন্ড স্কিম, ২০১৮ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছে। ধনীদের কোটি কোটি টাকা ছাড় দিলেও সমস্যা নেই, কিন্তু গরিবদের ১০০ দিনের কাজ, কিছু চাল-গম, কিছু ভাতা, ভর্তুকি দিলেই খয়রাতির প্রশ্ন ওঠে। অসরকারি সংস্থা 'অক্সফ্যাম'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে ১০ শতাংশ সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি মোট জাতীয় সম্পদের ৭৭ শতাংশ দখল করে। এই সম্পদ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবসম্পদকে ব্যবহার করেই অর্জন করা, একান্ত ব্যক্তিগত ভাবে অর্জিত নয়। সংবিধানের চতুর্থ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির ৩৮(২) নং ধারা অনুসারে, প্রতিটি সরকার চেষ্টা করবে সব রকম অসাম্য দূর করতে, এবং ৩৯ নং ধারা অনুসারে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে প্রভূত বিত্ত সমাগমকে রোধ করতে। কিন্তু তার কতটুকু বাস্তবে দেখা গেছে, অক্সফ্যাম-এর রিপোর্টই প্রমাণ। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারতের অবস্থান ১১৬টি দেশের মধ্যে ১০১তম। এই অবস্থায় সঠিক পদ্ধতিতে পুনর্বণ্টনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

শাশ্বত কথা

আত্মজ্ঞান

এক ব্যক্তি তাঁকে বলেছিলেন,'আমার এক কথায় জ্ঞান হয়, এমতে উপদেশ দিন। '' তিনি বললেন,''ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'- এইটি ধারণা করো।'' ইহা বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

শরীর থাকতে আমার 'আমিত্ব' একেবারে যায় না,একটু-না একটু থাকেই, যেমন নারিকেল গাছের বালদো খসে যায়, কিন্তু দাগ থাকে। কিন্তু এই সামান্য 'আমিত্ব'মুক্ত পুরুষকে আবদ্ধ করতে পারে না।

নেংটা তোতাপুরীকে পরমহংসদেব জিজ্ঞাসাকরে ছিলেন,''তোমার যে অবস্থা তাতে রোজ ধ্যান করার অবশ্যকতা কী?'' তোতাপুরী উত্তরে বলেছিলেন, ''ঘটি যদি রোজ রোজ না মাজা যায়, তা হলে কলঙ্ক পড়ে। নিত্য ধ্যান না করলে চিত্ত অশুদ্ধ হয়''। পরমহংসদেব উত্তরে বললেন, 'যদি সোনার ঘটি হয়, তা হলে পড়ে না''। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ লাভ করলে আর সাধনের দরকার নেই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ-স্বামী ব্রহ্মানন্দ

জন্মদিন

আজকের দিন

করিনা কাপুর

১৯৫৫ বিশিষ্ট চিলচ্চিত্রাভিনেতা গুনশন গ্রোভারের জন্মদিন।
১৯৬৪ বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী সুধা চন্দ্রনের জন্মদিন।
১৯৮০ বিশিষ্ট চিলচ্চিত্রাভিনেত্রী করিনা কাপুরের জন্মদিন।

'প্রাদেশিক মৌলবাদ বনাম আধুনিক সনাতন ভারত'

পল্লব মন্ডল

ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথকতার স্থায়ীকরণ অপরিহার্য বলে মনে করা হয়। পাকিস্তান এমন মানসিকতায়ই বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সনাতন ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলার প্রচেষ্টায় বর্ণবাদী ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচ্ছিন্নতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপর বারবার মনোযোগ দেওয়া উচিত যাতে একত্রিত থাকার কারণগুলি অনুসন্ধান করা যায়; অন্যথায় বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য 'স্তন'গুলির মতো পতনমুখী হওয়ার যুক্তি কী? শম্ভুনাথ এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, 'ভারতীয় নবজাগরণের সামগ্রিক পরিদৃশ্য তৈরি করার পরিবর্তে, আঞ্চলিক বা সম্প্রদায়ভিত্তিক গবেষণা বেশি সামনে এসেছে। এই আলোচনাগুলিতে সেই উপনিবেশিক কৌশলগুলি বিবেচনা করা হয় না, যা নবজাগরণের আন্দোলনগুলিতে খারাপ প্রভাব ফেলেছিল, যার ফলে সামাজিক ব্যবধানগুলি আজও টিকে রয়েছে এবং ২১ শতকে তারা আবারও প্রসারিত হয়েছে। ১৯ শতকের মতাদর্শ থেকে অনুপ্রাণিত প্রতি-নবজাগরণের ঘটনাগুলির ইতিহাসও লেখা হয়নি।' বৌদ্ধিক সংকীর্ণতা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের সেই যুগটি বর্তমানে আরও বিস্তৃত হয়েছে।

পরিচয় সর্বদাই বহুমাত্রিক। অথচ ভারতের আধুনিক যুগের রাজনীতি, ক্রমবহুত্বের পথে না গিয়ে কেন একমাত্রিক পরিচয় রাজনীতির পথে অগ্রসর হয়েছে? এই আধুনিক যুগে প্রাগ-আধুনিকতার পশ্চাতপদতা কেন? যেখানে সনাতনত্ব সংস্কার ও সময়োপযোগীতার মেলবন্ধন চায়, ধর্মবিরুদ্ধ মানসিকতার মধ্যে মৌলবাদী মানসিকতা কেন? উদয়নিধি স্টালিনের 'সনাতন ধর্মকে মুছে ফেলার' বক্তব্য ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। এই বিবৃতির ডিএনএ খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকদের ধর্ম প্রচার প্রচারাভিযানের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। প্রকৃতপক্ষে, ধর্ম প্রচারকরা 'সনাতন ধর্মকে মুছে ফেলার' প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ভারতে তাদের বিস্তার ঘটিয়েছেন। সনাতন ধর্মকে মুছে ফেলার জন্য, তারা প্রথমে হিন্দি, বাংলা এবং পরবর্তীতে প্রতিটি ভারতীয় ভাষাকে তাদের প্রচারাভিযানের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিল। আজ দেশের প্রতিটি প্রান্তে গির্জার উপস্থিতি এই সত্যকে প্রমাণ করে যে ধর্ম প্রচারকরা প্রতিটি সমাজের ভাষাকে আত্তীকরণ করে, সেখানকার বাসিন্দাদেরকে ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টা অবিচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। এটি বলা অতিরঞ্জিত হবে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য সনাতন ধর্মের সমুল বিনাশ। দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজগম (ডিএমকে)- এর সনাতন ধর্মের বিরোধিতা খ্রিস্টধর্মের প্রচারকদের জন্য একটি আলোর মশাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও উদয়নিধির সনাতন ধর্মবিরোধী বক্তব্যকে 'বিতর্কিত' বলা হচ্ছে, তবে এটা কি সত্যি নই সনাতন ধর্মকে উৎখাত করার 'রাজনৈতিক প্রচেষ্টা' প্রথমত ইসলামিক আক্রমণকারীদের মাধ্যমে, তারপর উপনিবেশিক যুগে মিশনারিদের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান হয়ে আসছে? সুতরাং, ভুলে যাবেন না যে উদয়নিধির এই আহ্বান সেই 'রাজনৈতিক প্রচেষ্টার' একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা এবং টিও ভুলবেন না যে এরকম অনেকগুলি ধারা রয়েছে এবং সবগুলিরই একটিমাত্র ঘোষিত উদ্দেশ্য হলো- ভারত এবং সনাতন ধর্মকে ধ্বংস করা। সনাতন ধর্মকে ভেঙে ফেলার জন্যই বর্ণভিত্তিক আলোচনার পাশাপাশি আত্মপরিচয়মূলক আলোচনা শুরু করা হয়েছে তা কি সত্য নয়? এমনভাবে সনাতন ধর্মেকে ভাঙার প্রচেষ্টার কারণেই আজ ভারতীয় সমাজে একটি ধারা বিকাশ লাভ করেছে, যারা নিজেকে সনাতন থেকে আলাদা বলে মনে করে এবং নিজেকে সনাতন ঐতিহ্য থেকে জোরপূর্বক আলাদা করে। সনাতন থেকে পৃথক অস্তিত্ব তৈরি করার জন্যই নতুন অস্তিত্বগুলিকে বিশেষায়িত করা হচ্ছে এবং তাদেরকে বিশেষ প্রেক্ষাপটে যুক্ত করে নতুন স্পর্শের সাথে প্রচার করা হচ্ছে। অনুসূচীত উপজাতিদের (বনবাসী) বলা হয়েছে যে 'আপনিই ভারতের মূল অধিবাসী।' আর্য-দ্রাবিড় (শ্রেষ্ঠ-অধীন) পার্থক্য সৃষ্টি করে দ্রাবিড় (দক্ষিণ) বাসিন্দাদের বলা হয়েছে যে 'ভারতের মূল অধিবাসী তোমরাই। আর্যরা তোমাদের তাড়িয়ে দিয়ে এখানের অধিবাসী (শাসক) হয়েছিলেন', অর্থাৎ এই দ্রাবিড় রাজ্যগুলিতে, বিশেষ করে তামিলনাড়ুর জনমানসে প্রবেশ করানো হয়েছে। এর অর্থ হল যে যদি আর্যরা হিন্দু ছিলেন, তাহলে দ্রাবিড়নাড়ুর সমাজ কীভাবে হিন্দু হতে পারে? পেরিয়ার সনাতন বিভাজনের জন্য যে বীজ রোপণ করেছিলেন, সেই গাছকে আজও ডিএমকে সিঁচছে। অনুসুচিত জাতিগুলিকেও একইভাবে প্রতারিত করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, ভারতীয় সমাজে বর্ণবাদের একটি নতুন এবং বিপরীত তরঙ্গ বয়ে গেছে। সনাতন ধর্মকে উৎখাত করার ক্ষেত্রে পেরিয়ার ই. ভে. রামস্বামীর দৃষ্টিভঙ্গিকে ভুললে চলবে না। পেরিয়ারের ক্ষেত্রে শঙ্করনাথ শঞ্ভুনাথ তাঁর গ্রন্থ 'ভারতীয় নবজাগরণ এক অসমাপ্ত সফর'-এ কিছু তথ্য উপস্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গ অনুযায়ী শঙ্করনাথকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে - 'পেরিয়ার আর্য-দ্রাবিড়ের ক্ষেত্রে ১৯ শতকে শুরু করা বর্ণবাদী ঔপনিবেশিক প্রচার থেকে প্রভাবিত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণবাদের বিরোধিতার সাথে তামিল অন্ধ-জাতীয়তার পথে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তামিলকে সমস্ত দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার মূল বানাতে চেয়েছিলেন এবং দ্রবিড়নাড়ু বা দ্রবিড়স্তানের দাবি করেছিলেন। তিনি ১৯৪০ সালে 'দ্রবিড় কল্যাণম' দল গঠন করেছিলেন এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু করেছিলেন।'

উল্লেখ্য, ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথকতার স্থায়ীকরণ অপরিহার্য বলে মনে করা হয়। পাকিস্তান এমন মানসিকতায়ই বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সনাতন ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলার প্রচেষ্টায় বর্ণবাদী ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচ্ছিন্নতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপর বারবার মনোযোগ দেওয়া উচিত যাতে একত্রিত থাকার কারণগুলি অনুসন্ধান করা যায়; অন্যথায় বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য 'স্তন'গুলির মতো পতনমুখী হওয়ার যুক্তি কী? শম্ভুনাথ এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, 'ভারতীয় নবজাগরণের সামগ্রিক পরিদৃশ্য তৈরি করার পরিবর্তে, আঞ্চলিক বা সম্প্রদায়ভিত্তিক গবেষণা বেশি সামনে এসেছে। এই আলোচনাগুলিতে সেই উপনিবেশিক কৌশলগুলি বিবেচনা করা হয় না, যা নবজাগরণের আন্দোলনগুলিতে খারাপ প্রভাব ফেলেছিল, যার ফলে সামাজিক ব্যবধানগুলি আজও টিকে রয়েছে এবং ২১ শতকে তারা আবারও প্রসারিত হয়েছে। ১৯ শতকের মতাদর্শ থেকে অনুপ্রাণিত প্রতি-নবজাগরণের ঘটনাগুলির ইতিহাসও লেখা হয়নি।' বৌদ্ধিক সংকীর্ণতা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের সেই যুগটি বর্তমানে আরও বিস্তৃত হয়েছে। আঞ্চলিক দলগুলি ভারতকে সংকীর্ণতায় ডুবিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি রাখেনি। এই প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রচেষ্টাগুলির কারণে ভারত প্রায়ই বিভক্ত বলে মনে হয়। সময়-সময় তৈরি করা বিরোধপূর্ণ কৃত্রিম জোটগুলি, যেমন আইএনডিআইএ (ভারতীয় জাতীয় উন্নয়নমূলক অন্তর্ভুক্তিমূলক জোট), ভারত বিভাজনের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রচেষ্টার প্রক্রিয়ারই অংশ। 'ইন্ডিয়া' নাম ধারণ করে এই দলগুলি স্বয়ংই প্রমাণ করে দিয়েছে যে তারা ভারতের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধারা। ভুলে যাবেন না যে ইন্ডিয়াতে ঔপনিবেশিক দাসত্ব বিদ্যমান। এই ইন্ডিয়াওয়ালারা সেই দাসত্বের বাহক। এই বাহকরা প্রায়ই বাইরের শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং বাইরের শক্তিগুলি ভারতকে প্রায়ই বাজার হিসাবেই দেখেছে। ভারতের আত্মনির্ভরতা, সমসাময়িক সময়ে সনাতন পুনর্জাগরণ বাইরের শক্তি এবং দেশের অভ্যন্তরে তাদের এজেন্টদের জন্য উদ্বেগজনক হয়ে থেকেছে। অতএব, তারা ভারতকে পুনরায় 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' হিসাবে একরূপ, একরঙ, একরস এবং অখণ্ড রাখার প্রচেষ্টাগুলিকে বাধা দেওয়ার জন্য সনাতনকেই আক্রমণ করে। প্রত্যেকেই জানে যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সামাজিক কৌশলের মাধ্যমে ভারতের অখণ্ডতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে। আজ বিশ্বস্তরে ভারত শক্তি কেন্দ্রগুলির সাথে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে, ভারতে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করে বিশ্বকে বিপরীত বার্তা দেওয়ার উদ্দেশ্যেএই চরমপন্থী বক্তব্য। এই পরিস্থিতিতে, হিন্দুদেরকে আদর্শগত ভাবে ধৈর্য সহকারে ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রয়োজন। এটিও মনে রাখতে হবে অবিবেচক উৎসাহ ভারতের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তারা হিন্দুদের উস্কে দিয়ে তাদের রুটি সেঁকার কাজে দক্ষ। ঔপনিবেশিক শক্তির অংশীদারদের কাছ থেকে আর কী আশা করা যেতে পারে? শম্ভুনাথ উপরোক্ত গ্রন্থে যদিও পেরিয়ারের সম্পর্কে লিখেছেন, তবে বলতে গেলে, এটি হিন্দু বিরোধীদের সম্পর্কেও শতভাগ সত্য-'বিচিত্র ব্যাপার হল যে, তাদের ব্রিটিশরা ভালো লাগতো যাদের এবার আর্য জাতিরই অঙ্গ বলে মনে করা হতো।' খ্রিস্টান মিশনারিদের হিন্দু বিরোধী স্রোতকে পেরিয়ার এগিয়ে দিয়েছিলেন। পেরিয়ারের স্রোতকে দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজগম (ডিএমকে)এর উদয়নিধির মতো নেতা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে, এই স্রোতের বিপরীতে তামিলনাড়ুর জনসাধারণ সনাতন প্রবাহে নিমজ্জিত। গত জুলাই মাসে থেকে আন্নামালাই-এর নেতৃত্বে রাজ্যেজুড়ে 'পদযাত্রা' 'এন মান, এন মাক্কাল' (আমার ভূমি, আমার মানুষ)।

শকুন্তলা: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এস ডি সুব্রত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটক অবলম্বনে তার বিখ্যাত শকুন্তলা উপাখ্যান রচনা করেন ১৮৫৪ সালে। শকুন্তলা বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা না হলেও এর রচনাভঙ্গি লেখকের আধুনিক মনোভাব, সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও শৈল্পিক সচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।

ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকীর্তি পরিচিতি ও খ্যাতির মূল কারণ ছিল তার অনুবাদের অসীম দক্ষতা। তবে তিনি আক্ষরিকভাবে মূলনুবাদ করেননি, ভাবানুবাদ করেছেন। শকুন্তলা' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কালিদাসের শকুন্তলা হচ্ছে নাটক, আর বিদ্যাসাগর তাকে গদ্যের আঙ্গিকে রূপান্তর করেছেন। অনুবাদ হলেও মৌলিক শিল্পী বিদ্যাসাগরকে সহজেই খুঁজে পাওয়া শকুন্তলা বইয়ে। শকুন্তলা'র প্রধান পুরুষ চরিত্র রাজা দুষ্মন্ত আর প্রধান নারী চরিত্র শকুন্তলা এবং শকুন্তলার দুই সহচরী অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা। রাজা দুষ্মন্ত হরিণ শিকারে গিয়ে তপোবনে উ শকুন্তলা ও তার সহচরীদের সাক্ষাৎ পান। তারা সবাই আশ্রমের বাসিন্দা। শকুন্তলার সাথে রাজার বিয়ে হয় এবং রাজা দেশে ফিরে গিয়ে শকুন্তলাকে ভুলে যান।

শকুন্তলা ছিলেন হিন্দু পুরাণে বর্ণিত দুষ্মন্তের স্ত্রী ও সম্রাট ভরতের মা। তাঁর কথা মহাকাব্য মহাভারতে উল্লেখ আছে। কালিদাস পণ্ডিত তাঁর 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে এই কাহিনি নাট্যায়িত করেন। ১৮৫৪ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই নাটক অবলম্বনে শকুন্তলা নামের একটি উপাখ্যান লিখেন। পরবর্তীকালে ১৮৯৫ সালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও 'শকুন্তলা' নামের একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করতে স্বর্গের নর্তকী মেনকাকে তাঁর নিকট পাঠান। মেনকা তাঁর কাজে সফল হন। তাঁর রূপ ও লাবণ্যের মোহে বিশ্বামিত্র বিচলিত হন। উভয়ের মিলনের ফলে একটি শিশুকন্যার জন্ম হয়। তপস্যার্জিত পুণ্যফল ক্ষয়ের জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র মেনকা ও তাঁর কন্যাকে পরিত্যাগ করে চলে যান। এরপর মেনকাও তাঁর শিশুকন্যাকে এক বনে রেখে চলে যান। ঋষি কন্ব সেই কন্যাটিকে পক্ষীপরিবৃত অবস্থায় উদ্ধার করেন। তিনি মেয়েটির নাম দেন শকুন্তলা। 'শকুন্তলা' শব্দটির অর্থ 'পক্ষীর দ্বারা সুরক্ষিতা'।

ঋষির গৃহেই শকুন্তলা বড় হন। একদিন রাজা দুষ্মন্ত একটি হরিণকে তাড়া করতে করতে কন্বের তপোবনে এসে উপস্থিত হন। সেখানেই শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা পরস্পরের প্রেমে পড়েন এবং আশ্রমেই তাঁদের গান্ধর্ব বিবাহ সম্পন্ন হয়। এরপর জরুরি কাজে দুষ্মন্তকে রাজধানীতে ফিরে যেতে হয়। যাওয়ার আগে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে একটি রাজকীয় অঙ্গুরীয় দিয়ে যান এবং কথা দেন যে আবার ফিরে আসবেন। শকুন্তলা গর্ভবতী হয়ে পড়েন। তিনি সর্বক্ষণ দুষ্মন্তের কথা ভাবতে থাকেন। একদিন কোপনস্বভাব ঋষি দুর্বাসা কন্বের আশ্রমে এলে শকুন্তলা পতিচিন্তায় মগ্ন হয়ে ঋষিসেবায় অবহেলা করেন। এতে দুর্বাসা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে শাপ দেন যে, যাঁর কথা চিন্তা করতে করতে শকুন্তলা ঋষিসেবায় অবহেলা করেছেন, সে-ই

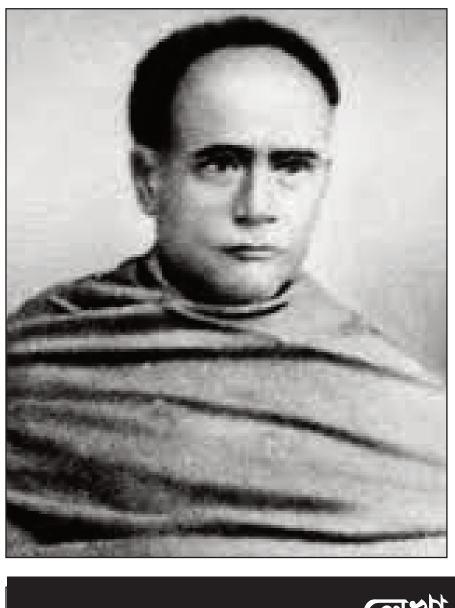

শকুন্তলাকে ভুলে যাবে। শকুন্তলার সখিরা তাঁর হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে দুর্বাসা শান্ত হয়ে তাঁকে ক্ষমা করেন এবং বলেন যদি সেই ব্যক্তির দেওয়া কোনো উপহারসামগ্রী শকুন্তলা তাঁকে দেখায়, তবে আবার তিনি শকুন্তলাকে চিনতে পারবেন। শকুন্তলা নদীতে স্নান করতে নেমে দুষ্মন্তে ন্স্র দেওয়া অঙ্গুরীয়টি হারিয়ে ফেলেন। তাই দুষ্মন্ত তাঁকে চিনতে পারেন না। শকুন্তলা বনে চলে আসেন। সেখানে জন্ম হয় ভরতের। একদিন দুষ্মন্ত মাছ ধরতে গিয়ে একটি মাছের পেট থেকে শকুন্তলাকে দেওয়া অঙ্গুরীয়টি উদ্ধার করেন। সেটি দেখে দুষ্মন্তের শকুন্তলার কথা মনে পড়ে যায়। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকটি সাত অঙ্কে বিভক্ত । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মূল নাটকের আখ্যানভাগকে গদ্যরচনা হিসাবে রূপান্তরিত করেছিলেন সাতটি পরিচ্ছেদে। সংলাপকে বিবৃতির ধরনে রূপান্তরের জন্য নিজেই অনেকাংশে প্রযোজকের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। চেষ্টা করলেন নাটকীয়তার সংবেগ, ভাবগাম্ভীর্য যতটা সম্ভব রক্ষা করা যায়। একটি সংস্কৃত নাটককে অনুবাদ করলেন একটি প্রাদেশিক ভাষায়, যা তখনও ঠিকমতো পরিণতি লাভ করেনি, যে প্রকাশ রীতিমতো দুঃসাহসিক কাজ।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বসতবাড়ি হেরিটেজ হওয়ার পরেও সংস্কার-না হওয়ায় হতাশ রামমোহন অনুরাগীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজা রামমোহন রায়ের জন্মের ২৫০ বছর পেরিয়ে গেলেও তাঁর জন্মভিটে তথা বসতবাড়ি বেহাল হয়েই পড়ে রয়েছে খানাকুলের রাধানগরে। হেরিটেজ ঘোষণার পরেও কোনও কাজ না হওয়ায় হতাশ এলাকার মানুষ। সরকারি উদ্যোগে এখনও পর্যন্ত কাজ হয়েছে পাঁচ-ছয়টি। তাঁর বাস্তুভিটের জমি অধিগ্রহণ হয়েছে। জাতীয় স্মারক হিসেবে তাঁর নামে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। স্মৃতি ও স্বত্ব সংরক্ষণ কমিটি পার্ক গড়লেও তা এখন প্রায় শ্রীহীন। বাম আমলে তাঁর জন্মস্থান পর্যন্ত কলকাতা থেকে বাস পরিষেবা চালু হলেও কোনও বাস ডিপো না হওয়ায় ক্ষোভ এলাকার মানুষের। বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরার জন্য সরকারি উদ্যোগে এখনও সে ভাবে গতি এল না; এই আফশোস এখনও করেন তাঁর জন্মস্থান খানাকুলের বাসিন্দারা। রাধানগরে তাঁর ভগ্নপ্রায় বাড়িকে সংস্কার করে এবং তাঁর হাতে লাগানো আমবাগানকে ঘিরে বিশ্বমানের পর্যটনকেন্দ্রের দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু এখনও সেই দাবি পূরণে আশ্বাস মিললেও কাজ হচ্ছে না বলে তাঁদের অভিযোগ। রামমোহনের স্মৃতি সংরক্ষণ নিয়ে সরকারি স্তরে ৪০ বছর ধরে অনেক পরিকল্পনা হলেও কাজ কিছু হয়নি। অথচ, মুখ্যমন্ত্রী যখন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ছিলেন, তখনই রামমোহনের জন্মভূমিকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাঁর কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। স্থানীয় ইতিহাস নিয়ে দীর্ঘদিন চর্চা করছেন দেবাশিস শেঠ। তাঁর দাবি, রামমোহনের জন্মভূমিতে অনেক কিছু করার ছিল। প্রচুর প্রতিশ্রুতি এসেছে। কিন্তু সেই অনুযায়ী কাজ হয়নি। তিনি বলেন, 'জেলা পরিষদের দাবি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সাড়া মেলেনি। হেরিটেজ ঘোষণার পর আমাদের প্রত্যাশা বেড়েছিল। নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভিটার সংস্কার হবে। কিন্তু এখনও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ২০০২ সালে জেলা পরিষদ 'রামমোহন স্মৃতি ও স্বত্ব সংরক্ষণ কমিটি' গঠন করে কিছু কাজের সূচনা করে। তার মধ্যে রয়েছে রঘুনাথপুরে রামমোহনের বাসভূমি এলাকায় একটি পার্ক নির্মাণ করে তার সৌন্দর্যায়ন এবং রাধানগর স্মৃতিমন্দিরের দেওয়ালে রাজার জীবনের চিত্ররূপ তুলে ধরা হয়। সেই পার্ক এখন শ্রীহীন। রঘুনাথপুরে রামমোহনের বাড়ি, উপাসনা-বেদি এবং তাঁর বৌদি অলকমঞ্জুরী দেবীকে যেখানে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, সেখানে নির্মিত স্মৃতি-বেদিও ভগ্নপ্রায়। রামমোহনের জন্মস্থান অবহেলিত। ২০১৩ সালে রামমোহন গ্রামীণ পাঠাগার প্রাঙ্গণে ব্রিস্টল শহরের দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত রামমোহন সমাধির অনুরূপ একটি সমাধি-স্মারক স্থাপিত হয় রায় বংশের পারিবারিক উদ্যোগে। এই বিষয়ে খানাকুলের রামনগর অতুল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমিত আঢ্য বলেন, হেরিটেজ হলেও পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে আরও উন্নতি করা দরকার। রাজা রামমোহন রায় প্রথম রেল যাত্রী হয়েও আজও খানাকুলবাসী রেল থেকে বঞ্চিত। সবমিলিয়ে রামমোহনের জন্মস্থানকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা নিয়ে সরকারি উদ্যোগ নেই। যেটুকু ঐতিহ্য টিকে আছে তা-ও ধরে রাখার সদিচ্ছা দেখা যাচ্ছে না।

নয়াগ্রামের হাইস্কুলে দুয়ারে ডাক্তার শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বুধবার রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ও নয়াগ্রাম সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের উদ্যোগে দ্বারিকাপল্লি হাই স্কুলে দুয়ারে ডাক্তার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। কর্মসূচি শিবিরে এলাকার মহিলারা সহ প্রায় ৫০০ জন মানুষ সামিল হয়েছিলেন। ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকরা রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দেন। বিনামূল্যে ওষুধও দেওয়া হয়। দুয়ারে সরকার শিবিরে যেভাবে মানুষের ভিড় হয়, তেমনি ভিড় হয়েছিল দুয়ারে ডাক্তার কর্মসূচি শিবিরে। নয়াগ্রাম ব্লকের সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করি, সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে বুধবার রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগিতায় দ্বারিকাপল্লি হাইস্কুলে দুয়ারে ডাক্তার কর্মসূচির আয়োজন করা হয় বলে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ দেবাশিস মাহাতো জানান। তিনি ছাড়াও নয়াগ্রাম সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীরা এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের রমেশ রাউৎ, তারাপদ পাত্র, সঞ্জীব দাস মহাপাত্র সহ অন্যান্য স্থানীয় সমাজসেবীরা।

PUBLIC NOTICE
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to inform the General Public that following share certificates of Berger Paints India Limited and Housing Development Finance Corporation Limited registered in the name of the following Shareholder have been lost by his successor Mr. Arabinda Dey:

Serial No.	Name of the Shareholder	Name of the Company	Folio No.	Certificate No.	Distinctive Nos.	No. of Shares
1.	Lt. Ajit Kumar Dey	Berger Paints India Ltd.	18096	405994	403490535-403495334	4,800
2.				410097	1094453284-1094455203	1,920
3.		HDFC Ltd.	A0000796	-	5195186-5197685	2,500

The General Diary (GD) has been lodged for the lost certificates at Alipore Police Station on 01.08.2023 with reference no. Alipore PS GD/E No. 54.
In case anyone finds the said document kindly return the same to the undersigned.

Sd/-
ARABINDA DEY
Mob No. - 8017469443

Place: Kolkata
Date: 20.09.2023

পঞ্জাব নেশনল বৈংক ...ভরোসে কা প্রতীক! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

স্ট্রেসড অ্যাসেটস টারগেটেড রিসলিউশন অ্যাকশন (SASTRA) ডিভিশন
সার্কেল SASTRA কলকাতা, পশ্চিম, ইউনাইটেড টাওয়ার ৫ম তল, ১১,
হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ১, ইমেল আইডি : cs4479@pnb.co.in

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট IV, (রুল ৮(১)

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগ এবং জামিনদাতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
(১) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অবগতির জন্য জাননো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
(২) ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখল নোটিশের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) ক্যালকাটা ব্রাঞ্চ খ) শ্রী সুকমল জানা এবং শ্রীমতি বীথিকা জানা** এবং গ্রাম এবং পো. চিলাডিঙ্গি, থানা - পুরসুয়া, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২৪০১	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২সি, তৃতীয় তলে, উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ দিকে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮০০ বর্গফুট কমবেশি, দুই বেড রুম, এক টয়লেট,এক কিচেন, এক ডাইনিং রুম, এক ব্যালকনি সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জি-৩ তলা ভবনের অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৩, কবি চণ্ডীচরণ মিত্র স্ট্রিট, হোল্ডিং নং ৩৮৬, কলকাতা- ৭০০০৫৬, কামারহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৬, মৌজা- বেলঘড়িয়া, জেএল নং ৩, আরএস ১৭, তৌজি নং ১৭৮, সিএস/আরএস দাগ নং ১১৪২ এবং ১১৪৩, সিএস/আরএস খতিয়ান নং ৭৩২ এবং ৭৩৩, থানা- বেলঘড়িয়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা।	**ক) ৩১.০৫.২০২৩ খ) ১৯.০৯.২০২৩ গ) ২০,৬৫,৪৮৮.০০ টাকা (কুড়ি লাখ পঁয়ষট্টি হাজার চারশো অষ্টআশি টাকা) ৩১.৩০৫.২০২৩ অনুযায়ী** চুক্তি মত হারে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত।

তারিখ : ১৯.০৯.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

দু'দিন দুয়ারে সরকার শিবির বন্ধ থাকায় জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পঞ্চায়েত কর্মচারীদের আন্দোলনের জেরে পরপর দু'দিন বাতিল হয়ে গেল দুয়ারে সরকার শিবির! জানা গিয়েছে, পরিষেবার খোঁজে শিবিরে এসে ফিরে গেলেন অনেকে। মঙ্গলবারও অচল পাণ্ডুয়ার পঞ্চায়েতের কাজকর্ম। হল না দুয়ারে সরকার শিবির। অবশেষে জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে সমস্যা মেটার দাবি।

সোমবার থেকে পাণ্ডুয়ার ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারীরা বিক্ষোভে সামিল হন পাণ্ডুয়া বিডিও অফিসে। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিডিওর ঘরের সামনে ধর্নায় বসেছেন তঁারা। কর্মীদের দাবি, তাঁদের নিরাপত্তা দিতে হবে। অভিযোগ, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ হরাল দাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মিটিং হলের চাবি না পেয়ে পঞ্চায়েত কর্মীদের অকথ্য ভাষায় আক্রমণ করেছেন এবং প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছেন। এরই বিচার চেয়ে পাণ্ডুয়ার সমস্ত পঞ্চায়েতের কর্মীরা বিডিওর দ্বারস্থ হয়েছেন।

সোমবার কর্মীদের আন্দোলনের জেরে সিমলাগড় ভিটাসিন গ্রাম পঞ্চায়েতে দুয়ারে সরকার শিবির বাতিল হয়। একইভাবে হরাল দাসপুরের দুয়ারে সরকার শিবির করতে পারেনি পাণ্ডুয়া ব্লক প্রশাসন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বুধবার পাণ্ডুয়া বিডিও অফিসে যান সদর মহকুমা শাসক সৈকত গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি আন্দোলনকারী পঞ্চায়েত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। পাণ্ডুয়া বিডিওর সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলেন, 'জেলাশাসককে যা বলার বলব।'

পঞ্চায়েত কর্মচারী নিমাই রায় বলেন, 'আমাদের ওপর যে অত্যাচার হচ্ছে সেই কারণে আমরা দু'দিন পেন ডাউন করেছিলাম। প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। জেলাশাসক সদর মহকুমা শাসককে পাঠিয়েছিলেন। আমাদের সঙ্গে কথা হয়েছে মহকুমা শাসক বলেছেন এরপরে এই ধরনের কোনও ঘটনা হলে আইনগত যা ব্যবস্থা সেটা নেওয়া হবে। বুধবার থেকে কাজে যোগ দেবেন কর্মীরা।' তৃণমূল হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁইন বলেন, 'যেটা ঘটেছে সেটা দুঃখজনক ঘটনা। আমি নিজে সঞ্জয় ঘোষের সঙ্গে কথা বলেছি। কথা বলেছি প্রশাসনের সঙ্গেও। পঞ্চায়েতে যাঁরা কর্মচারী আছেন, তাঁরা মানুষকে পরিষেবা দিন। এখন দুয়ারে সরকার চলছে। বাকি এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দলগতভাবে যা ব্যবস্থা নেওয়ার সেটা আমরা নেব।'

সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীকে নির্মমভাবে হেনস্তার অভিযোগ স্কুলের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: ক্লাসরুমের মধ্যে সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীকে নির্মমভাবে হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে স্কুলেরই এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। একটানা ২৫০ বার কান ধরে ওঠবোস করানোর পাশাপাশি মারধর করার অভিযোগ ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনার জেরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই ছাত্রী। ১৬ সেপ্টেম্বর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লকের আলতাপুর হাইস্কুলে। মঙ্গলবার এবিষয়ে নিগৃহীতার অভিভাবকদের নিয়ে একটি বৈঠক করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে ভজন রায় নামের অভিযুক্ত ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে করণদিঘি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নিগৃহীতার পরিবারের লোকজন। সপ্তম শ্রেণিতে পাঠরত ওই ছাত্রী বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিহারের পূর্ণিয়ার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অসুস্থ ওই ছাত্রীর বাবা জানান, গত শুক্রবার টিফিন পিরিয়ডে ওই ছাত্রী কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি চলে এসেছিল। আর এই 'অপরাধে' পরদিন অর্থাৎ শনিবার সে স্কুলে পৌঁছলে ক্লাসের মধ্যে শিক্ষক ভজন রায় টিফিন পিরিয়ডে বাড়ি চলে যাওয়ার ব্যাপারে ধমক দেন। শুধু তাই নয়, ওই কিশোরীকে ২৫০ বার কান ধরে ওঠবোস করার নির্দেশ দেন বলে অভিযোগ। শিক্ষকের কথায় সে ওঠবোস করতে করতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পরলেও শিক্ষক তা শুনতে চাননি বলে অভিযোগ। একদিকে ওঠবোস তার সঙ্গে চলে মারধরও। এর জেরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে মেয়েটি। পরে তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় করণদিঘি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে রায়গঞ্জের একটি বেসরকারি নার্সিংহোম ও পরে বিহারের পূর্ণিয়ায় তাকে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ঘটনা নিয়ে মঙ্গলবার বৈঠক ডাকা হয় স্কুলে। যদিও গড় হাজির ছিলেন অভিযুক্ত শিক্ষক ভজন রায়। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধান শিক্ষক আমিনুল ইসলাম। এ বিষয়ে পরিচালন সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে জানান তিনি। অন্যদিকে, এবিষয়ে করণদিঘির বিডিও নিতীশ তামাং জানান, লিখিত অভিযোগ হয়েছে। তদন্ত চলছে। তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বর্তমানে ছাত্রীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে পরিবার।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে মূল রেজিস্ট্রিকৃত হস্তান্তর দলিল নং ১২৪৭-১৯৮৪ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-আলিপুর অফিসে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা-রামনারায়ণ তালুক, জেএল নং ৪, আরএস দাগ নং ১৬২, খতিয়ান নং ২৯৮, থানা-বেহালা, স্থানীয় কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, প্রেমিসেস নং ১৫১, পারুই কাঁচা রোড, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আমাদের মক্কেল (শ্রী পার্থ প্রতিম নাথ) এর হেফাজত থেকে সাধারণ কাজের সময়ে হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বেহালা থানায় ১২.০৯.২০২৩ তারিখে উল্লেখ্য জিডি এন্ট্রি নং ১১০৭ তারিখ ১২.০৯.২০২৩ দায়ের করেছেন।
যেকোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে বা তথ্য জানা থাকলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে অন্যথায় পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।
তারিখ : ২০.০৯.২০২৩

আপনার বিশ্বস্ত,
সৌম্য রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
নর্থ উইং, ৫ম তল,
৭, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা- ৭০০ ০০১
ফোন নং : ০৩৩ ৪০০৭ ২৬২৩
ই-মেল : shoumyaroy.shaw@yahoo.com

ইন্ডিয়ান বৈংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়,
ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতাগণ জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/ শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**অ্যাকাউন্ট :** মেসার্স সুভাষিনি মুড়ি ফ্যাক্টরি স্বত্বাধিকারী : শ্রী প্রদীপ দে **ঋণগ্রহীতা :** মেসার্স সুভাষিনি মুড়ি ফ্যাক্টরি স্বত্বাধিকারী : শ্রী প্রদীপ দে পিতা শ্রী তুস্টু চরণ দে গ্রাম এবং পো. নালীকুল, পোস্ট অফিস মোড়ের নিকট, থানা - হরিপাল, জেলা - হুগলি ৭১২৪০৭, পব। **শাখা :** শেওড়াফুলি	**০৬.০৭.২০২৩ এবং ১৮.০৯.২০২৩**	**২৮৫১৯৬৬ টাকা** (আঠাশ লাখ একান্ন হাজার নশো ছেষট্টি টাকা) ০৬.০৭.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সম্মত চুক্তি হারে ০৭.০৭.২০২৩ থেকে সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়ার তারিখ পর্যন্ত এবং শুল্ক, ব্যয় ইত্যাদি সহ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক দোকান (দোকান) পরিমাণ ৫ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা-নালিকুল, জেএল নং ১৪৭, এলআর দাগ নং ৬০/৬৯৫ এলআর খতিয়ান নং ৭৫৪, নালিকুল পূর্ব গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, বড়গাছিয়া, থানা-হরিপাল, জেলা-হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-হরিপাল উল্লেখ্য দান দলিল নং ১০৬-২০১১ সালের তারিখ ১১.০১.২০১১, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ১৪৪৬ থেকে ১৪৭৩ পর্যন্ত অনুযায়ী শ্রী প্রদীপ দে এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** চূড়ামন দে এর খালি জমি, **দক্ষিণে :** ১২ নং শ্রীরামপুর- তারকেশ্বর রোড, **পূর্বে :** ধর্মশালা, **পশ্চিমে :** চূড়ামন দে এর সম্পত্তি সমন্বিত।
২.	**অ্যাকাউন্ট :** শেখ আলোউদ্দিন **ঋণগ্রহীতা :** শেখ আলোউদ্দিন পিতা শেখ আবদুল হেকিম গ্রাম - সিপাইগাছি, পো. চারপুর, থানা - হরিপাল, জেলা - হুগলি, পব ৭১২৭০৬ **শাখা :** সিপাইগাছি	**১৫.০৬.২০২৩ এবং ১৮.০৯.২০২৩**	**১৯০৯৯১ টাকা** (এক লাখ নব্বই হাজার নশো একানব্বই টাকা) পরবর্তী সুদ সম্মত চুক্তি হারে ১৬.০৬.২০২৩ থেকে সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়ার তারিখ পর্যন্ত এবং শুল্ক, ব্যয় ইত্যাদি সহ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ০.০৩ একর কমবেশি দলিল নং ৪২৩৪-২০১৪ সালের তারিখ ০৮.১২.২০১৪, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৩৯, পৃষ্ঠা ১২৩৯ থেকে ১২৪৮ পর্যন্ত অবস্থিত মৌজা-সিপাইগাছি, জেএল নং ৬০, এলআর খতিয়ান নং ১১২, এলআর দাগ নং ১২৬, এবং দলিল নং ৩১১১-২০১৩ সালের তারিখ ১৭.০৯.২০১৩, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১২, পৃষ্ঠা ১৪৮৯ থেকে ১৪৯৯ পর্যন্ত অবস্থিত মৌজা- সিপাইগাছি,জেএল নং ৬০, এলআর খতিয়ান নং ১১২, এলআর দাগ নং ১২৬, মোট এরিয়া - ০.০৬ একর উভয়ই রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হরিপাল, পাঁন্ত্রা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো- সিপাইগাছি, থানা-হরিপাল, জেলা-হুগলি, অনুযায়ী শেখ আলাউদ্দিন এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** মোতিয়ার রহমানের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** রহিমের সম্পত্তি, **পূর্বে :** পুকুর, **পশ্চিমে :** পুকুর সমন্বিত।

তারিখ : ২১.০৯.২০২৩, স্থান : ব্যান্ডেল
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

নোটিশ

জেলা হুগলী, থানা ও এ.ডি.এস.আর. উত্তরপাড়া, উত্তরপাড়া-কোতরং পুরসভার ২৬, রাজমোহন রোড হোল্ডিংভুক্ত, জে.এল. নং ১২, উত্তরপাড়া মৌজার এল.আর. ৬৭৮৪, ৬৭৮৫, ৬৭৮৬ ও ৬৭৮৭ নং খতিয়ান (পূর্বতন আর.এস. খতিয়ান নং ৫১) ভুক্ত এল. আর. ২৮৩৫ নং দাগে অবস্থিত ৪ (চার) কাঠা 'বাস্তু' জমি মায় তদুপরিস্থিত ত্রিতল গৃহাদি সম্পত্তি।
আমার মক্কেল, শ্রী নিরঞ্জন কুমার সাহা, পিতা প্রয়াত কালিদাস সাহা, সাং ৬২/এ/৭, জি টি রোড (পশ্চিম), শ্রীরামপুর, হুগলী, নিজ হেফাজতে থাকা তাঁহার মালিকানাধীন উপরিউক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত, গত ইংরাজি ১৬ই আগস্ট, ২০০৭ তারিখে শ্রীরামপুর অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রীক্ট সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ও উক্ত অফিসের ১ নং বহির ৬ নং সি.ডি. ভলিউমের ৭৮৭৯ হইতে ৭৮৯৯ নং পাতায় নথিভুক্ত ২০০৭ সালের ৫১২৪ নং সাফ বিক্রয় কোবালা মূল দলিলখানি হারাইয়া ফেলিয়াছেন বা খোয়া গিয়েছে। এই মর্মে তিনি শ্রীরামপুর থানায় গত ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে ১২০৭ নং একটি ডায়েরী করিয়াছেন। কাহারো যদি উক্ত দলিলখানি বা সম্পত্তিতে কোনপ্রকার দাবিদাওয়া বা স্বত্ব বা স্বার্থ থাকে তাহা হইলে তিনি অত্র নোটিশ প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নিজ দাবির স্বপক্ষে যথাযথ কাগজপত্র ও প্রমাণসহ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। উক্ত ১৫ (পনের) দিন অতিক্রান্ত হইলে ধরিয়া লওয়া হইবে উক্ত দলিল বা সম্পত্তিতে কাহারো কোনপ্রকার দাবিদাওয়া বা স্বার্থ নাই। ভবিষ্যতে এই ব্যাপারে কাহারো কোনপ্রকার দাবিদাওয়া বা ওজরআপত্তি গ্রাহ্য করা হইবে না।
সুমন্ত বসু, অ্যাডভোকেট, ৫০, চাতরা মুখার্জিপাড়া, পোঃ চাতরা, থানা ঃ শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী, পিন-৭১২২০৪। ই-মেলঃ sumanto.basuadv@gmail.com, মোবাইল নং +91 9748196959/+91 9674244141

দলিল হারিয়েছে

মূল স্বত্ব হস্তান্তর দলিল তারিখ ২৮.০১.১৯৫২, সম্পত্তি জমির পরিমাণ আনুমানিক ১৬.৫ ডেসিমেল কমবেশি, অবস্থিত মৌজা- চন্দননগর, জেএল নং ২, আরএস নং-১৫, তৌজি নং -১০৮, সিএস দাগ নং ১৭৬ এবং ১৭৭, সিএস খতিয়ান নং ১১৪ এবং ১১৬, থানা- টিটাগড়,জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, সম্পাদিত ধরনীকান্ত ভট্টাচার্য এবং হিমাংশু বিকাশ সেন এবং অন্যান্য এবং পারুল রানি ঘোষের মধ্যে। উক্ত দলিল যথাযথভাবে আরএস বারাকপুর অফিসে রেজিস্টিকৃত এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৯, পৃষ্ঠা ৯থেকে ১২ পর্যন্ত, দলিল নং **২৬১ -১৯৫২** সালের হারিয়ে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাধারণ ডায়েরি উল্লেখ্য **জি.ডি.ই. নং ৩৯৯** দাখিল করা হয়েছে **০৬.১১.২০২০** তারিখে টিটাগড় থানায় আমার মক্কেল নির্মাল্য প্রসূন সেন দ্বারা। উক্ত দলিল কোনও ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা হয়নি। আমার মক্কেল এসবিআই পলতা শাখায় (কোড ০১০০৯১) বন্ধক দিয়ে ঋণ সুবিধা গ্রহণে ইচ্ছুক। কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে বা কোনও দাবি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে দাবি পেশ করবেন, অন্যথায় পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

রীতু হেলা
অ্যাডভোকেট
বারাকপুর কোর্ট
মোবাইল নং : ৯৭৪৮৮৫৬৮০৪

ইন্ডিয়ান বৈংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : বহরমপুর, ২য় তল
গৌর সুন্দর ভবন, এনএইচ-৩৪, পঞ্চাননতলা
বহরমপুর, পব - ৭৪২১০১

করিমপুর, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের করিমপুর শাখার জন্য প্রেমিসেস লিজের নিমিত্ত টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক করিমপুর, জেলা-নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় শাখা অফিস স্থাপনের নিমিত্ত ১৫ বছরের লিজের মেয়াদে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একতলায় পার্কিং সুবিধা সহ ১২০০ বর্গফুট থেকে ১৩০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া মাপের (ব্যবসায়িক বা মিশ্র) এলাকায় (ইতিমধ্যেই নির্মিত/নির্মীয়মাণ প্রেমিসেস) লিজে প্রস্তাবের মাধ্যমে দিতে ইচ্ছু মালিকগণের কাছ থেকে ২ ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল ডাক) টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
টেন্ডার ফর্ম নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে ২১.০৯.২০২৩ তারিখ বেলা ১২টা থেকে ২০.১০.২০২৩ তারিখ বিকেল ৪টার মধ্যে ৩০০ টাকা (অফেরতযোগ্য) ডিডি/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুকূলে আদায় দিয়ে সংগ্রহ করতে হবে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ২০.১০.২০২৩ তারিখ বিকেল ৪টার মধ্যে। টেন্ডারের বিস্তারিত পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট : www.indianbank.in থেকে। **ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব গ্রহণের অধিকার রাখে।**

স্বা/-
জোনাল ম্যানেজার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, এনএইচ-৩৪,
পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১০১

শরৎচন্দ্রের জন্মভিটেকে পর্যটন কেন্দ্রের স্বীকৃতি রাজ্য সরকারের

বনস্পতি দে

হুগলি: কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের জন্মভিটেকে পর্যটন কেন্দ্রের স্বীকৃতি দিল রাজ্য সরকার। প্রাথমিকভাবে রাজ্য দেবানন্দপুর পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলতে প্রায় আড়াই কোটি টাকা খরচ ধার্য করা হয়েছে। রাজ্য পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে দেবানন্দপুরে শর চন্দ্রের জন্মস্থানে গড়ে তোলা হবে দু'টি তোরণ।

১৮৭৬ সালে হুগলির দেবানন্দপুর গ্রামে জন্ম হয়েছিল কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। অবশেষে তাঁর জন্মস্থানকে পর্যটন কেন্দ্রের তকমা দিল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দেবানন্দপুর শরৎচন্দ্র স্মৃতি মন্দিরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজ্য পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের তরফে এই ঘোষণা করেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। বিধায়ক জানান, মন্ত্রীর নির্দেশ মেনেই তিনি এই ঘোষণা করেছেন।

জানা গিয়েছে, কথা সাহিত্যিকের জন্মভিটের সংস্কারের কাজ খুব দ্রুত শুরু হবে। মূলত,সংস্কার করা হবে শরৎচন্দ্রের বাল্যকালের পেয়ারি পণ্ডিতের পাঠশালা। একইসঙ্গে সংস্কার করা হবে সংগ্রহ শালা। শিব মন্দির। জোড়া মন্দির সংলগ্ন এলাকার প্রাচীর নির্মাণ। আরও জানা গিয়েছে, সংস্কার করা হবে স্মৃতি মন্দির চত্বরে থাকা শরৎচন্দ্রের মূর্তি। একই সঙ্গে সংস্কার করা হবে সেমিনার হল এবং স্মৃতি মন্দির। পর্যটন কেন্দ্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে দেবানন্দপুর চত্বরে থাকা ছোট বড় যাবতীয় স্মৃতি। ঢেলে সাজানো হবে সমগ্র দেবানন্দপুরকে। গড়ে তোলা হবে অত্যাধুনিক অতিথি নিবাস এবং ক্যান্টিন।

উল্লেখ্য, হুগলি জেলা পরিষদ, রাজ্য বাংলা অ্যাকাডেমি এবং জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং চুঁচুড়া মগড়া পঞ্চায়েত সমিতি ও দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় পালন করা হয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১০৮তম জন্মদিবস। অবশেষে এদিন হুগলিবাসীর সেই কাঙ্খিত দাবি পূরণ হল।

FORM B
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF PENGUINE HOSPITALITY PRIVATE LIMITED

Sl. No	PARTICULARS	DETAILS
1.	Name of corporate debtor	**PENGUINE HOSPITALITY PRIVATE LIMITED**
2.	Date of incorporation of corporate debtor	23rd July, 2010
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, West Bengal
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U51900WB2010PTC151549
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	8, Ho Chi Minh Sarani, Ground Floor, Kolkata-700071, West Bengal
6.	Date of closure of Insolvency Resolution Process	1st May, 2023
7.	Liquidation commencement date of corporate debtor	12th September, 2023
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as liquidator	Name: Sudipta Ghosh, Registration No: IBBI/IPA-001/IP-P00484/2017-18/ 10872
9.	Address and e-mail of the liquidator, as registered with the Board	Address: 8, N.N. Mukherjee 3rd Lane, Uttarpara, Hooghly-712258 **E-Mail ID: sudipta_ghosh08@yahoo.com**
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the liquidator	Address: 29C, Bentinck Street, 2nd Floor, Kolkata - 700069, **E-Mail ID: liq.penguine@gmail.com**
11.	Last date for submission of claims	11th October, 2023

[NOTE: The undersigned was informed about the appointment by the Hon'ble NCLT, Kolkata Bench vide mail dated 19th September, 2023]
Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal Kolkata Bench has ordered the commencement of liquidation of the Penguine Hospitality Private Limited on **12th September, 2023**.
The stakeholders of Penguine Hospitality Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **11th October, 2023**, to the liquidator at the address mentioned against item No. 10.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with the proof in person, by post or by electronic means.
Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties.

Sudipta Ghosh
Liquidator
Registration No: IBBI/IPA-001/IP-P00484/2017-18/10872

Date : 21.09.2023
Place : Kolkata

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড দুর্গাপুর রিজিওনাল অফিস, রুমা সুইটস বিল্ডিং
নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর - ৭১৩২১৩, পশ্চিমবঙ্গ
মো. নং - ৭০০৪২৮৬৩৬০/৮০৯৩০৩২৮০৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in
CIN : L65190MH2004GOI148838

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
পরিশিষ্ট IV-A
[রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে অবগত করা হচ্ছে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে, যার স্বত্ব/প্রতীকী দখল অনুমোদিত ব্যক্তিরা নিয়েছেন। আইডিবিআই ব্যাঙ্কের অফিসার, সুরক্ষিত পাওনাদার, ২৬.১০.২০২৩ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা (ইএমডি) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিবরণের বিপরীতে প্রদর্শিত হলো।
২৬.১০.২০২৩ তারিখে নিলামকৃত সম্পত্তির বিবরণ (৩০ দিনের নোটিশ)

শাখার নাম	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা (গণ)/জামিনদাতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) এর নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখল নোটিশের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ
শংকরপুর	**ঋণগ্রহীতা** - শ্রী রাজীব সাহা **সহ-ঋণগ্রহীতা** - শ্রীমতি শ্রাবণী সাহা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ভবনস্থিত ইউনিটের অংশ ফ্ল্যাট নং বি, ৭(সপ্তম) তলে পরিমাণ কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০১০ বর্গফুট দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং, এক ব্যালকনি, এক কিচেন, দুই টয়লেট, সমন্বিত এবং অবিভক্ত জমি যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের পরিষেবা এবং সুবিধাদি ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত প্রজেক্ট/ভবন " অনিতা রেসিডেন্সি" নামে পরিচিত অবস্থিত জমির পরিমাণ ১৪.২৫ ডেসিমেল কমবেশি, আরএস প্লট নং ১৬১১, এলআর প্লট নং ২৩৪৭, খতিয়ান নং ৪৪৩২, এলআর খতিয়ান নং ৩২২০ এবং ৩২২১, মৌজা-আরা, জেএল নং ৯১, থানা- কাঁকসা,জেলা-পশ্চিম বর্ধমান (সাবেক অংশ বর্ধমানের) মালান দিঘি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, **চৌহদ্দি নিম্নোক্ত মতে : উত্তরে :** শ্রীজীবন সোরেন,**দক্ষিণে :** ১৬ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড, **পূর্ব :** ০৮ ফুট চওড়া চলাচলের পথ এবং শ্রী হরেন্দ্রনাথ মান্ডির ভবন, **পশ্চিমে :** মাইকেল টুডু ওরফে হপান টুডুর ভবন সমন্বিত।	**ক) ১৯.০৯.২০২২ খ) ৩০.০১.২০২৩ গ) ১৮,৬৫,৩০৬ টাকা** (আঠারো লাখ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশো ছয় টাকা)	ক) ১৯,১৯,০০০ টাকা খ) ১,৯১,৯০০ টাকা গ) ১০,০০০ টাকা

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীন বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশের জন্য বিজ্ঞপ্তি
টেন্ডার নথি কলকাতা জোনাল অফিস, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, দুর্গাপুর রিজিওনাল অফিস এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্ক শঙ্করপুর শাখা থেকে কাজের দিন (সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত) ওয়েবসাইট : www.bankeauctionwizard.com এবং আইডিবিআই ওয়েবসাইট : https://www.idbibank.in ২৫.০৯.২০২৩ থেকে ২৫.১০.২০২৩ পর্যন্ত সংগ্রহ করা যাবে।

অঙ্গীকার, কেওয়াইসি নথি এবং ইএমডি সহ টেন্ডার নথি দাখিলের শেষ তারিখ	**২৫ অক্টোবর ২০২৩ বিকেল ৪টা পর্যন্ত**
পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় :	**১৭ অক্টোবর ২০২৩ এবং ১৮ অক্টোবর ২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত**
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় :	**২৬ অক্টোবর ২০২৩ বেলা ১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত**

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন : www.bankeauctionwizard.com&https://www.idbibank.in
তারিখ : ২১.০৯.২০২৩, স্থান : কলকাতা
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক

চিকিৎসক থাকলেও না আসায় নার্স এবং গ্রুপ সি কর্মীর বিরুদ্ধে প্রেসক্রিপশনে লেখার অভিযোগ

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: রাজ্যের বর্তমান সরকার যেখানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করছে, সেখানে এমনই চিত্র ধরা পড়ল, যা দেখলে চক্ষু চড়কগাছ হতেই পারে। আছে সরকারের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত চিকিৎসক, কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়মিত তাঁর দেখা মেলে না বলেই অভিযোগ। আরও অভিযোগ, শুধু যে চিকিৎসক অনুপস্থিতি এমনটাও নয়, তাঁর জায়গায় গ্রামগঞ্জ থেকে আগত রোগীদের রীতিমতো প্রেসক্রিপশন করে ওষুধ দিচ্ছেন কর্তব্যরত জি.এন.এম নার্স এবং গ্রুপ সি কর্মী। প্রশ্ন উঠছে, স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী, এই কাজ কি করতে পারেন একজন গ্রুপ সি কর্মী এবং নার্স?

প্রসঙ্গত, বাঁকুড়া জেলার ওন্দা বিধানসভার অন্তর্গত নিকুঞ্জপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ১৯৯৪ সালে বাম আমলে ঘটা করে উদ্বোধন হয়েছিল এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বললে ভুল হবে তৎকালীন সময়ে গ্রামীণ হাসপাতাল রূপেই এর গোড়াপত্তন হয়েছিল। এলাকাবাসীদের দাবি, দীর্ঘদিন খুব ভালোভাবে বেশ কয়েকটি গ্রামের লোক চিকিৎসা পরিষেবা পেত এই গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে। সেই সময় শল্য চিকিৎসা থেকে শুরু করে, শিশুর জন্ম সবকিছুই হত এই গ্রামীণ হাসপাতালে। কিন্তু আজ সেসব অতীত, এখন গ্রামীণ হাসপাতাল পরিণত হয়েছে শুধুমাত্র একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

মৈঠ্যা,কদালা, নিকুঞ্জপুর, গামিদ্যা সহ একাধিক গ্রামের একমাত্র লাইফ লাইন এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র। তাঁদের অভিযোগ, বর্তমানে এই গ্রামে সরকারি চিকিৎসক থাকলেও নিয়মিত তাঁর দেখা মেলে না স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। কোন রোগী যদি জরুরিকালীন চিকিৎসা পরিষেবার জন্য এখানে আসেন, তাঁদেরকে ওষুধপত্র প্রদান করেন এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্তব্যরত নার্স বুলা হাজরা। এমনই চলে আসছে আজ কয়েক বছর ধরে ক্ষোভ উগরে দিলেন গ্রামবাসীরা। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, যেখানে সকাল ৯টা থেকে ২টো অবধি চিকিৎসকের থাকার নিয়ম, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সকাল ১১টা বেজে গেলেও দেখা মিলল না চিকিৎসকের। গ্রামবাসীরা দাবি করেন, দৈবক্রমে কোনও দিন চিকিৎসক এলেও এক ঘণ্টার বেশি তাঁকে পাওয়া যায় না এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। দীর্ঘদিন ধরে একই ঘটনা চলে আসায় অবশেষে এদিন তাঁরা সমবেত হয়ে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। এমনকি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

আরও দাবি, সংবাদমাধ্যম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসার খবর পেয়ে, তড়িঘড়ি বাঁকুড়া শহর থেকে রওনা দেন ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্তব্যরত চিকিৎসক গৌতম মণ্ডল। বেশ কয়েক ঘণ্টা পর চিকিৎসক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে পৌঁছলে গ্রামবাসীরা তাঁকে ঘিরে ধরে রীতিমতো বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মরত চিকিৎসকের দাবি, তাঁর গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় তাঁর আসতে দেরি হয়েছে। কর্তব্যরত ওই জি.এন.এম নার্স বুলা হাজারাকে গ্রামবাসীদের অভিযোগের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি এ বিষয়ে বলতেই পারবেন না বলে এড়িয়ে যান।

বাঁকুড়ার এই প্রান্তিক গ্রাম থেকে মেডিক্যাল কলেজের দূরত্ব প্রায় ৩০-৪০ কিলোমিটার, যদি কারও জরুরি পরিষেবা লাগে, কী হবে ভাবতে পারছেন এই খেটে খাওয়া মানুষগুলো। এরপরেও কি হুঁশ ফিরবে স্বাস্থ্য দপ্তরের? উঠছে প্রশ্ন।

জয়নগরের বাড়িতে অস্ত্র কারখানার হদিশ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়নগর: আবারও জয়নগরের এক বাড়িতে অস্ত্র কারখানার হদিশ মিলল বলে দাবি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ৮টি ওয়ান শাটার, ২টি একনলা বন্দুক ও আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির বেশ কিছু সরঞ্জামও উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় রহমাতুল্লা শেখ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রহমাতুল্লা জয়নগরের কাশীপুর কামারিয়ার বাসিন্দা।

বারুইপুর জেলা পুলিশের এসপি পলাশ চন্দ্র ঢালি বলেন, 'অস্ত্রের কারবার রাজ্যের অনেক জায়গাতেই হয়। এখানে হচ্ছিল, সেটা আমাদের কাছে খবর ছিল। কিন্তু ওখানে যে অস্ত্র কারখানা রয়েছে, সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমাদের আরও বেশি তথ্যের প্রয়োজন ছিল। সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতেই তল্লাশি চালাই।' পুলিশ এটাও জানিয়েছে, রহমাতুল্লা নিজেই অস্ত্র বানাতেন। এর পিছনে এখনও পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক যোগ থাকার প্রমাণ মেলেনি।

পুলিশ সূত্রে খবর, অস্ত্রের এই কারবারিকে বেশ ফিল্মি কায়দায় ধরে পুলিশ। ক্রেতা সেজে প্রথমে রহমাতুল্লার সঙ্গে যোগাযোগ করেন পুলিশ কর্তারা। নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে ডিল হয়। মঙ্গলবারই সেই অস্ত্রের ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল। ময়দা এলাকায় একটি নার্সিংহোমের সামনে অস্ত্রের লেনদেন হওয়ার কথা ছিল। নির্দিষ্ট সময়েই অস্ত্র নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন রহমাতুল্লা। সাদা পোশাকের পুলিশও সেখানে পৌঁছে যান। দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন পুলিশ কর্তারা। অস্ত্র বার করতেই রহমাতুল্লার হাত চেপে ধরেন পুলিশ কর্তারা। তারপর চলতে থাকে জেরা। পুলিশের দাবি, জেরার মুখে ভেঙে পড়েন রহমাতুল্লা। তিনি স্বীকার করেন বাড়িতেই অস্ত্র তৈরি করতেন তিনি। অন্যদিকে, রহমাতুল্লার বাড়ি থেকে ব্যাগ ভর্তি অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করে পুলিশ। এছাড়াও উদ্ধার হয় ড্রিল মেশিন, ডাইস, ফাইল, হ্যাক্সো, করাত, লোহার পাত-সহ আরও অনেক কিছু। পুলিশের দাবি, বাড়ির পিছনে রয়েছে একটি পুকুর। সেখানেই অস্ত্র লুকিয়ে রাখতেন রহমাতুল্লা। আপাতত রহমাতুল্লাকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান তদন্তকারীরা। তদন্তকারীরা নিশ্চিত, এই চক্রের সঙ্গে আরও অনেকে জড়িত। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

কুড়মি নেতার বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে ও গ্রেপ্তারির দাবিতে বাঁকুড়ায় বিক্ষোভ

কুশপুতুল পোড়ালেন বিক্ষোভকারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দেবী দুর্গাকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে কয়েকদিন আগেই বিতর্কে জড়িয়েছিলেন কুড়মি নেতা অজিত প্রসাদ মাহাতো। এবার সেই ঘটনায় ক্ষোভ ছড়াল বাঁকুড়ার সিমলাপালে। স্থানীয় একটি পুজো কমিটির উদ্যোগে গতকাল রাতে অজিত প্রসাদ মাহাতোর গ্রেপ্তারির দাবিতে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় পুজো উদ্যোক্তারা। পোড়ানো হল অজিত প্রসাদ মাহাতোর কুশপুতুলও।

পুরুলিয়ার পর এবার সেই ক্ষোভ ছড়াল পার্শ্ববর্তী জেলা বাঁকুড়াতেও। অজিত প্রসাদ মাহাতোর সেই মন্তব্য হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত করেছে এই দাবি করে এবং তার প্রতিবাদে সিমলাপাল সর্বজনীন দুর্গাপুজা কমিটির দুর্গাবাহিনীর পক্ষ থেকে ধিক্কার সভার আয়োজন করা হয়। এই সভা থেকে দুর্গাবাহিনীর কর্মীরা অজিত প্রসাদ মাহাতোর কুশপুতুল পুড়িয়ে

ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। অবিলম্বে কুড়মি নেতা অজিত প্রসাদ মাহাতোকে গ্রেপ্তার করা না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দুর্গা বাহিনীর কর্মীরা।

উপপ্রধান তথা দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের আইনজীবীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের আইনজীবীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠল এলাকারই মদ্যপ যুবকদের বিরুদ্ধে।

কাঁকসার মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বরূপ চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন, মঙ্গলবার রাত ২টো নাগাদ একদল মদ্যপ যুবক তার আড়া গ্রামের বাড়িতে হামলা চালায়। তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে বড় বড় পাথর ও ইট পাটকেল ছুড়তে থাকে। বাড়ির বেশ কয়েক জায়গায় জানালার কাঁচ ভাঙা হয় হলে অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তৎক্ষণাৎ ঘটনার কথা কাঁকসার মলানদিঘি পুলিশ ফাঁড়িতে জানালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে এলাকার বাউরি পাড়ার মনসা পুজো উপলক্ষে ডিজে বাজছিল। ডিজের আওয়াজে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন ওই এলাকার বহুতল আবাসনের বাসিন্দারা। আবাসনেরই কোনও বাসিন্দা সম্ভবত পুলিশকে খবর দিলে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ডিজে বাজেয়াপ্ত করে। এলাকাবাসীদের ধারণা হয়, উপপ্রধানের অভিযোগেই পুলিশ এমন কাজ করেছে। তারপরেই মধ্যরাতে জনা ২০ থেকে ২৫ জন মদ্যপ যুবক তার বাড়িতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। বাড়িতে হামলার অভিযোগ হতে প্রশাসনের দারস্থ হন উপপ্রধান। যদিও এই ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি বলেই পুলিশ সূত্রে শেষ পাওয়া খবর।

এগরা কলেজে শারদ শুভেচ্ছা উৎসব ও শিক্ষক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

মদন মাইতি ● এগরা

শারদীয়ার প্রাক্কালে এগরা কলেজে অনুষ্ঠিত হল শারদ শুভেচ্ছা উৎসব ও শিক্ষক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। বুধবার কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের স্নাতক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। চারা গাছে জল সেঞ্চনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. দীপক কুমার তামিলী। এরপরেই স্বাগত ভাষণ রাখেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. শিল্পীশ্রী গিরি। এছাড়াও এদিন প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন আইকিউএসি'র কো-অর্ডিনেটর ড. আলয়চাঁদ বিশ্বাস, কলেজের প্রধান কোরনিক দেবীদাস ত্রিপাটি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা প্রীতিলতা মাইতি, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মলয় বারিক, বাংলা বিভাগের শিক্ষিকা দীপালি শিট প্রমুখ।

সরকারি পুকুরের মাছ বিক্রির টাকার ভাগ দিতে না চাওয়ায় দখলের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়দিঘি: সরকারি পুকুরের মাছ বিক্রির টাকার ভাগ চাওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। কিন্তু অভিযোগ, এলাকাবাসী রাজি না হওয়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি বিধানসভার নগেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব শ্রীধরপুরের একটি সরকারি পুকুরের দখল নিল তৃণমূল।

ওই এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত শুক্রবার স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য তাঁর দলবল নিয়ে এসে ব্যাপক বোমাবাজি শুরু করেন। পরে ওই পুকুরের চারদিক তৃণমূলের পতাকা লাগিয়ে দেন। পাশাপাশি ওই পুকুরে নামলে মারধর করার হুমকি দিয়ে যান তৃণমূলের নেতা, কর্মীরা। গত তিনদিন ধরে ওই পুকুরে ব্যবহার করতে না পারায় সমস্যায় পড়েছে ওই এলাকার ২০ থেকে ২২টি পরিবার।

আরও অভিযোগ, এই এলাকাটি সুন্দরবনের নদী তীরবর্তী গ্রাম হওয়ায় মিষ্টি জলের আকাল। সেজন্য গত ১৫ বছর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি বিধানসভার নগেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সরকারি জমিতে একটি বিশালাকার পুকুর কাটা হয়েছিল। ওই এলাকার বাসিন্দাদের স্নান, রান্না সহ গেরস্থালির জলের একমাত্র ভরসা এই পুকুর। অন্যদিকে, এই পুকুরে মাছ চাষের টাকা ব্যয় করা হত এলাকার পুজার্চনায়।

তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রাজকৃষ্ণ বৈরাগীর দাবি, 'আগে এই পুকুরের টাকা দু' ভাগ হত। এখন তৃণমূল ক্ষমতায়। তাই মাছ বিক্রির টাকার ভাগ তৃণমূলকে দিতে হবে। ওই গ্রামের লোক রাজি হয়নি।' তবে তিনি বোমাবাজি ও পতাকা লাগানোর কথা অস্বীকার করেন। তৃণমূলের সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার যুব সভাপতি বাপি হালদার অবশ্য বলেছেন, কেউ পতাকা লাগালে তা দলের সম্পত্তি হয়ে যায় না। ওই এলাকার মানুষের সমস্যা

হলে প্রশাসনের দারস্থ হোক। বিজেপির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক পলাশ রানার অভিযোগ, সব কিছু দখল করে নিতে চায় তৃণমূল। সেজন্য সরকারি পুকুরে পতাকা লাগিয়ে দখল করেছে। মানুষকে ব্যবহারও করতে দিচ্ছে না।

দু'টি বাড়ির কলে নীল জল বেরনোর দাবি, পরিদর্শনে পুরসভার আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: দু'টি বাড়ির টাইম কল থেকে নীল রঙের জল বের হচ্ছে বলে দাবি। যাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কালনা পুরসভার অন্তর্গত ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের শিবতলা ভাটাপুকুর পার এলাকায়। জানা গিয়েছে, ওই এলাকার দু'টি বাড়ির টাইম কল থেকে নীল জল বের হতে থাকে। এই খবর পাওয়ার পরই ওই এলাকায় সরজমিনে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে উপস্থিত হন কালনা পুরসভার উপ পুরপতি তপন পোড়েল, এবং কালনা পুরসভায় বেশ কিছু

আধিকারিকরা। কালনা পুরসভার উপপুরপতি তপন পোড়েল বলেন, 'দু'টি বাড়িতে এমন জল পাওয়া গিয়েছে শুনে আমরা এলাকায় গিয়েছিলাম কিন্তু আমরা এইরকম কিছুই দেখতে পাইনি। তাঁদের দেওয়া জলের নমুনা আমরা বর্ধমানে পরীক্ষা করার জন্য ল্যাবে পাঠিয়েছি।' পুরসভার জল নিরাপদ, আর এ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই বলেও তিনি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে পরিদর্শনে গিয়ে তিনি নিজে ওই জল পান করেছেন। কোনও সমস্যা নেই বলেই তাঁর দাবি।

প্রত্যন্ত গ্রামের শিল্পীর কাঠ ও ফাইবারের দুর্গা যাচ্ছে আমেরিকায়

খবর পেয়ে বাড়িতে হাজির পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী: পূর্ব বর্ধমান জেলার জাহাননগর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মাগনপুর এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামের শিল্পীর শিল্প নৈপুণ্যের ছোঁয়ায় কাঠ ও ফাইবার দিয়ে তৈরি দুর্গা প্রতিমা পাড়ি দিচ্ছে সুদূর আমেরিকায়। আগামী বুধবারই আমেরিকার লুইজিয়ানা রাজ্যের ইলিনুইজ স্ট্রিটে, প্রবাসী বাঙালি অনিমেষ রায়ের পারিবারিক পুজো উপলক্ষে তা পাড়ি দেবে। এই খবর জানতে পেরে বুধবার সন্ধ্যায় শিল্পী শঙ্কু দেবনাথের বাড়িতে হাজির হন পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি আগামী দিনে তাঁকে এরকম আরও কাজ করার জন্য উৎসাহ দেন তিনি। বৃহস্পতিবার প্লেনে করে দুর্গা প্রতিমা পাড়ি দেবে সুদুর আমেরিকার উদ্দেশ্যে।

মাগনপুর এলাকার বাসিন্দা তাপস দের বন্ধু স্বরূপগঞ্জের বাসিন্দা অনিমেষ রায় তাঁর পরিবার সহ আমেরিকায় বসবাস করেন। গত দু'মাস আগে অনিমেষবাবু তাঁর বাড়িতে দুর্গাপুজো করবেন বলে মনস্থির করেন। তাপসবাবুকে এই এলাকা থেকে একটি ঠাকুর পাঠানোর জন্য বলা হয়। আর তখনই তাপসবাবুর মাধ্যমে মাগনপুরের বছর ২৪-এর শিল্পী শঙ্কু দেবনাথের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন হওয়ার পরই, ঠাকুর তৈরি করতে শুরু করেন শঙ্কুবাবু। ইতিমধ্যেই কাজ প্রায় ৯০ শতাংশ শেষ ওই শিল্পীর।

ছোটবেলা থেকেই মডেল তৈরির ওপর ঝোঁক ছিল শঙ্কুর। সেই মতো উচ্চমাধ্যমিক পড়া শেষ করার পরই কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত ঘূর্ণির শিল্পীদের থেকে ট্রেনিং নেন তিনি। এর আগেও বিভিন্ন মণীষীদের মূর্তি বানিয়েছেন শঙ্কু, আর এরপরই সুদুর আমিরিকা থেকে দুর্গা তৈরির বরাত পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত তিনি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা। দিনের সাত থেকে আট ঘণ্টা পরিশ্রম করে মূর্তি তৈরির কাজ করছেন তিনি। তাঁর সঙ্গ দিচ্ছেন বাবা মদন দেবনাথ এবং একজন হেল্পার।

শঙ্কুর কথায়, দুর্গা প্রতিমার মাথায় যে চুল লাগানো হবে, সেটিও শ্যাম্পু দিয়ে ধোঁয়া পর্যন্ত যাবে। স্বভাবতই প্রত্যন্ত গ্রামের যুবক শঙ্কুর দেবী প্রতিমা আমেরিকায় পাড়ি দেওয়ায় খুশি গ্রামের সকলেই।

'উন্নয়নের ব্যাপারে আমি নাছোড়বান্দা, জেলার সামগ্রিক উন্নতি আমার ফোকাস'

জেলার নাম: উত্তর ২৪ পরগনা
সভাধিপতি: নারায়ণ গোস্বামী
সাক্ষাৎকার: সুমন তালুকদার

জেলা সভাধিপতির দায়িত্ব নিয়েই একের পর এক উন্নয়নমুখী পদক্ষেপ নিয়েছেন নারায়ণ গোস্বামী। মানুষের চাহিদাকে প্রধান্য দিতে বিজয়ী প্রার্থীদের কাজের প্রতি উদাসীনতা আটকাতেই দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ ও ভালো কাজের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছেন দীর্ঘদিনেই এই পোড়খাওয়া নেতা। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, ২ বার জেলা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ, বিধায়ক থেকে এবার জেলা পরিষদের সভাধিপতি, দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে একদিন পত্রিকায় একান্ত সাক্ষাৎকার নারায়ণ গোস্বামী'র।

১. দুই বার পূর্ত ও পরিবহণের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ, জেলা পরিষদের পরিষদীও দলনেতা, বিধায়ক, এবার সভাধিপতি, এই কৃতিত্ব কাদের দেবেন?

নারায়ণ গোস্বামী: প্রথম কৃতিত্ব দেব আমাদের দলের দলনেত্রী, আমাদের দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যিনি আমাকে এতগুলো পদে আসীন হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। তারপর কৃতিত্ব দেব দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, দায়িত্ব দেওয়া, মূল্যায়ন করা ও পর্যবেক্ষণ করা যিনি সবটাই করেছেন। যখন যেখানে ভোটে লড়েছি সেখানকার তৃণমূল কর্মী সমর্থক তারা নিজেদের উজার করে দিয়ে আমাকে ও তৃণমূল কংগ্রেসকে জিতিয়েছে তাদেরকেও কৃতিত্ব দেব। সর্বোপরি কৃতিত্ব দেব সাধারণ মানুষকে।

২. সভাধিপতির চেয়ারে বসে পর্যায়ক্রমে প্রথম কোন ৫টি কাজের ওপর জোর দেবেন?

নারায়ণ গোস্বামী: মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন শুধু রাস্তাঘাট তৈরি মানেই উন্নয়ন নয়। জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের দিকে নজর দিতে হবে, যাতে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়। তার নির্দেশমতোই জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের দিকে আমাদের মূল ফোকাস থাকবে। তাছাড়া সময়ের নিরিখে যে যে কাজ সামনে আসবে সেগুলোকেই প্রাধান্য দিয়ে গুরুত্ব সহকারে তৎপরতার সঙ্গে করা হবে। যেমন এই মুহূর্তে জেলার কিছু কিছু ব্লকে ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত। ডেঙ্গু প্রতিরোধই এখন আমাদের প্রথম কাজ। এছাড়াও বসিরহাট এলাকায় নদীবাঁধ, জেলা জুড়ে নিকাশি সমস্যার সমাধানে ড্রেনেজ ব্যবস্থার পরিকল্পিত উন্নয়ন, আর্সেনিক সমস্যার সমাধানে পরিশ্রুত পানীয়জল, জেলা পর্যটনের মান উন্নয়নের দিকে আমাদের নজর থাকবে। সঙ্গে রাস্তাঘাটের সংস্কার ও নতুন রাস্তা নির্মাণের কাজ বর্ষার সময় বাদ দিয়ে সারাবছরই চলবে।

৩. বিরোধীশূন্য জেলা পরিষদ, ভুল ধরার কেউ নেই, কাজ কিভাবে সামলাবেন? কোনও অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে?

নারায়ণ গোস্বামী: আমরা জেলা পরিষদের একটা কমপ্লেন বক্স বানাবো। প্রতিটি পঞ্চায়েতেও থাকবে এমন বক্স। যেখানে যে কেউ কাজের ভুল-ত্রুটি, নতুন পরিকল্পনা, কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে

জানাতে পারবেন। সেক্ষেত্রে তার নাম, ঠিকানা গোপন রাখা হবে। এছাড়াও আমার বিশেষ অনুরোধ থাকবে রাজনীতি, দলমত নির্বিশেষে সকলকেই জেলার উন্নয়নের জন্য এগিয়ে আসতে। কারণ জেলাটা সবার। জেলা পরিষদের কাজের ভুল হলে ধরিয়ে দিতে বা কোনও ভালো পরামর্শ থাকলে আমাদের জানাতে হবে। সভাধিপতি সহ জেলা পরিষদের একটা প্রতিনিধি দল জেলার ২২টি ব্লকে নির্দিষ্ট সময় অন্তত ভিজিট করবে। সেখানে বুথ স্তর থেকে ব্লক স্তরের প্রতিটি কাজের অগ্রগতি, সমস্যা, খতিয়ে দেখা হবে।

৪. বিগত ২ টার্মে জেলা পরিষদের পূর্ত ও পরিবহণের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। কাছ থেকে জেলা পরিষদের কাজ দেখার সুযোগ হয়েছে, কোনও ভুল চোখে পড়েছে? বা বিগত বোর্ডের খামতি কি ছিল যা আপনি পূরণ করতে চাইবেন?

নারায়ণ গোস্বামী: কাজ ত্রুটি মুক্ত করাটাই লক্ষ্য, কিন্তু সেটা খুব টাফ। ইচ্ছা থাকলেও সবসময় তা করা সম্ভব হয় না বিভিন্ন কারণবশত। জেলা পরিষদের প্রচুর সম্পত্তি আছে। যেটা পুনরুদ্ধার করতে গত ৭-৮ বছর ধরে আমরা সকলে চেষ্টা করছি। বেশিটাই আইন আদালতের জটিলতায় আটকে আছে। আমরা চেষ্টা করব সেই সম্পত্তি উদ্ধার করে মানুষের উন্নয়নে ব্যবহার করা।

৫. এতবড় জেলা, বিস্তার কাজ, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, কাজের পদ্ধতি কি হবে? আবাস, ডেঙ্গু, সহ বর্তমান সমস্যা কিভাবে সমাধান হবে?

নারায়ণ গোস্বামী: দীর্ঘদিন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকা ও ১০ বছর জেলা পরিষদের পূর্ত ও পরিবহণের কর্মাধ্যক্ষ থাকায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলাকে আমি হাতের তালুর মতো চিনি। আমার মতো অনেকেই চেনে। ফলে কোথায় কি সমস্যা আছে তা আমার অনেকটাই জানা। জেলা পরিষদের ৯ জন কর্মাধ্যক্ষ, সভাধিপতি, সহ সভাধিপতি, আমলা সকলে মিলে একটি পরিবারের মতো এক ছাতার তলায় থেকে কাজ করব। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই সভাধিপতি সহ প্রতিনিধি দল জেলার ২২টি ব্লকে ঘুরবে 'দুয়ারে জেলা পরিষদ' কর্মসূচি নিয়ে। সেখানে সরাসরি জনপ্রতিনিধি ও জনগনের সঙ্গে কথা বলে স্থানীয় সমস্যা জেনে তার সমাধান করা হবে। আবাস যোজনার বেশি ভাগের অংশ কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখেছে। ফলে রাজ্য তার অংশের টাকা দিলেও কাজ আটকে আছে। তাই বাদল অধিবেশনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজেই আক্ষেপ করে বলেছেন রাজ্যই ১০০ শতাংশ টাকা দিয়ে আবাস যোজনায় কাজ করবে।

৬. রাজনীতির সূত্রপাত কী করে? সর্বক্ষণ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, পরিবারকে কখন সময় দেন?

নারায়ণ গোস্বামী: হাবড়া চৈতন্য কলেজ পড়ার সময় ছাত্র পরিষদ করেছি। ১৯৯৩ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাত। তখন থেকে যুব কংগ্রেস, ২০০৮ সালে স্বরূপনগর থেকে ভোটে জিতে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, ২০১৩ সালে হাসনাবাদ থেকে জিতে জেলা পরিষদের পূর্তের কর্মাধ্যক্ষ, ২০১৮ সালে বারাসাত ১ নম্বর ব্লকের নিলগঞ্জ থেকে জিতে পুনরায় পূর্তের কর্মাধ্যক্ষ, ২০২১ সালে অশোকনগর থেকে বিধায়ক, ২০২৩ সালে জেলা পরিষদের সভাধিপতি। দীর্ঘদিন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। আমার স্ত্রী বৈশালী গোস্বামীও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তবে কাজ শেষে বাড়িতে ফিরে আমি একেবারে অন্যরকম। তখন ছেলে, স্ত্রীর সঙ্গেই সময় কাটাই।

৭. গান করেন, দলের জন্যও গান গেয়েছেন, এত ব্যস্ততার মধ্যে কখন রেয়াজ করেন? কিভাবে সম্ভব হয়? গান থেকে উপার্জিত অর্থ কি কাজে ব্যবহার করেন?

নারায়ণ গোস্বামী: ছোটবেলা থেকেই আমার গানের প্রতি ঝোঁক ছিল। তেমন প্রথাগত শিক্ষা না থাকলেও খোলা গলায় গান করতাম। রাজনৈতিক জীবনে চাপ কমানোর জন্য আমি বাড়ি ফিরে খোলা গলায় গান করতাম, এখনও করি। রাজনীতিতে সম্পূর্ণ ঢুকে যাওয়াতে ব্যস্ততার কারণে তেমন করে কখনও নিয়ম করে রেওয়াজ করা হয় না। গানের থেকে যা উপার্জন হয় সেখান থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছুই নিই না। যদি কিছু থাকে সেটা অশোকনগর বিধানসভা এলাকায় আমাদের একটি সেচ্ছাসেবী সংগঠন 'ভরসা একাডেমি' আছে সেখানে ব্যয় করা হয়।

৮. আগামী দিনে কি পরিকল্পনা আছে? রাজনীতি, উন্নয়ন ও জীবন নিয়ে?

নারায়ণ গোস্বামী: জীবন জীবনের গতিতে চলবে। তবে আমি রাজনীতির বাইরে থাকতে পারব না। ৩০ বছর যে মানুষটা রাজনীতি, মানুষ এর সঙ্গে আছে সেই মানুষটার কাছে একদিন যদি কম মানুষ আসে তবে আমার মতো ঠান্ডা মস্তিষ্কের মানুষেরও মাথা খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় আমি কি কোনও ভুল করলাম? মানুষ কি আমার থেকে সরে যাচ্ছে? দল প্রথমে আমাকে মনোনীত করেছে, তারপর মানুষ আমাকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছে। ফলে দল ও মানুষ, আমি সবার কাছেই দায়বদ্ধ।

৯. রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জেলার উন্নয়নের জন্য কি আবদার রাখবেন?

নারায়ণ গোস্বামী: মুখ্যমন্ত্রী কিছু চাইবার আগেই দিয়ে দেন। গোটা রাজ্যের প্রতিটি কোণা উনি হাতের তালুর মতো চেনেন, সব জায়গার খোঁজ উনি প্রতিদিন রাখেন। ফলে আমি চাওয়ার আগেই উনি প্রয়োজন মনে করলে দিয়ে দেবেন। তা সত্ত্বেও যদি কিছু প্রয়োজন হয় দিদির কাছে চলে যাব। তবে উন্নয়নের প্রশ্নে আমিও নাছোড়বান্দা, জেলার উন্নয়নের জন্য আমিও দিদির থেকে যা দরকার আদায় করে আনব।

১০. জেলার মানুষদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেবেন?

নারায়ণ গোস্বামী: জেলার মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর বিশেষত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ভরসা রেখে ১০০ শতাংশ আসনে আমাদের জয়ী করেছেন। আমরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। দল মত নির্বিশেষে সকলের জন্য আমার দরজা খোলা থাকবে। এছাড়া আমার মোবাই নম্বরও আছে। জেলার উন্নয়নের জন্য কোনও পরামর্শ বা আমাদের কাজের কোনও ত্রুটি থাকলে আমাকে জানাবেন। রাজনীতির রং ভুলে আমরা সকলে মিলে আমাদের জেলাকে উন্নয়নের নিরিখে রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থানে নিয়ে যাই।

ekdin_page_7_Layout 1 9/20/2023 11:02 PM Page 1

কুস্তিগিরদের হেনস্তা করা সাংসদ এখনও বসে

মহিলা সংরক্ষণ বিলে সমর্থন করেও কেন্দ্রকে তোপ কাকলির

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর: নারীশক্তির কথা বললেও দেশকে গর্বিত করা মহিলা কুস্তিগিরদের পাশে দাঁড়ায়নি কেন্দ্র সরকার। ক্রীড়াবিদদের যৌন হেনস্তায় অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সংসদের বিশেষ অধিবেশনে মহিলা সংরক্ষণ বিলে সমর্থন করেও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তিনি আরও বলেন, গোটা দেশে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই মহিলা মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বেই মহিলাদের সমস্ত অধিকার সুরক্ষিত রয়েছে রাজ্যে।

বুধবার সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। সেখানে অন্যান্য বক্তাদের তালিকায় ছিলেন তৃণমূল সাংসদও। এই বিলকে সমর্থন করলেও কেন্দ্রের তুমুল সমালোচনা করেন তিনি। কাকলি বলেন, 'নারীশক্তি নিয়ে এত কথা বলছে কেন্দ্র। কিন্তু দেশকে গর্বিত করে পদক জিতেছেন যে সমস্ত কুস্তিগিররা, তাঁদের কথায় কান দেয়নি কেন্দ্র। যাঁর বিরুদ্ধে মহিলা কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছে, তিনি এখনও সংসদে বসে রয়েছেন।' প্রসঙ্গত, নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনের দিনই পথে নেমে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন সাক্ষী মালিক, ভিনেশ ফোগাটের মতো পদকজয়ী কুস্তিগিররা। তাঁদের টেনে হিঁচড়ে তুলে নিয়ে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

মহিলা কুস্তিগিরদের ইস্যু ছাড়াও মহিলা বিজ্ঞানীদের বেতন নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বারাসাতের তৃণমূল সাংসদ। অধিবেশন চলাকালীনই তিনি বলেন, 'ইসরো বা আইআইটির মতো বিখ্যাত সংস্থায় বেতন পাচ্ছেন না মহিলা বিজ্ঞানীরা। চন্দ্রযান ৩-এর সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীরাও ন্যায্য বেতন পাননি।' তবে এই মন্তব্যের পালটা মুখ খোলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। তৃণমূল সাংসদের ভুল ধরে তিনি বলেন, এই তথ্য আসলে বিভ্রান্তিকর। এমনকী, ইসরোর মহিলা বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁদের জন্য সেরা সমর্থন জুগিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, বুধবার দিনভর মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে আলোচনা চলছে সংসদে। নিজের ভাষণে মহিলা সংরক্ষণ বিলকে সমর্থন করেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি। পাশাপাশি এসি, এসটি, ওবিসি সম্প্রদায়ের মহিলা জনপ্রতিনিধিদের জন্য আলাদা করে সংরক্ষণের দাবি জানান। এদিন বক্তব্যের শুরুতে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন কংগ্রেস নেত্রী। বলেন, 'আমার স্বামী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি প্রথমবার মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণে সাংবিধানিক সংশোধনী এনেছিলেন।'

অযোধ্যার রাম মন্দিরে বোমা! হুমকি ফোন

অযোধ্য, ২০ সেপ্টেম্বর: অযোধ্যার রাম মন্দিরে বোমা হামলার হুমকি। অযোধ্যায় রাম জন্মভূমিতে ধীরে ধীরে রূপ পাচ্ছে রাম মন্দির। নির্মিয়মাণ এই মন্দিরই বোমা হামলায় উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (১৯ সেপ্টেম্বর) উত্তরপ্রদেশ পুলিশের কন্ট্রোল রুমে ফোন করে এই হুমকি দেওয়া হয়। হুমকি ফোন কলে বলা হয়েছে, ২১শে সেপ্টেম্বর রামং মন্দিরে বিস্ফোরণ ঘটবে। উত্তর প্রদেশ পুলিশের জরুরি নম্বর ১১২-য় ফোন করে হুমকি দেওয়া হয়। আর এই তথ্য পেতেই হইচই পড়ে গিয়েছে উত্তর প্রদেশের পুলিশ মহলে। আতঙ্ক ছড়িয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিতেও। দ্রুত তথ্যদাতা অর্থাৎ, কে ফোন করে এই বিষয়ে সতর্ক করল, সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেরিলির এক কিশোর পুলিশকে ফোন করে এই তথ্য দিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, কন্ট্রোল রুমে এই তথ্য আসার সঙ্গে সঙ্গেই অযোধ্যায় বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়। যুদ্ধকালীন তৎপড়তায় শুরু হয় তদন্ত। পাশাপাশি কন্ট্রোল রুমে কে ফোন করেছিল, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা শুরু হয়। পুলিশ আরও জানিয়েছে, কন্ট্রোল রুমে ফোন করে শুধু বলা হয়েছিল যে ২১ সেপ্টেম্বর রাম মন্দিরে বিস্ফোরণ হবে। তারপরই ফোন কেটে দেওয়া হয়েছিল। কন্ট্রোল রুম থেকে ওই নম্বরে পাল্টা ফোন করে তথ্যদাতার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু, বারংবারই উল্টো দিক থেকে ফোন কেটে দেওয়া হয়। তাতে পুলিশের সন্দেহ আরও বেড়েছিল।

তবে, পরে জানা যায়, ফোনকলটি এসেছিল বেরেলির ফতেহগঞ্জ পূর্ব এলাকার ইতাউরিয়া গ্রাম থেকে। এই খবর পাওয়ার পরই, পুলিশ ওই ঠিকানায় পৌঁছে গিয়েছিল। জানা যায়, ফোনকলটি করেছিল অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্র। এরপর ওই কিশোরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। পুলিশি জেরার মুখে সে জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে সে ইউটিউবে বিভিন্ন ভিডিও দেখ ছিল। সেই সময়, একটি ভিডিয়ো তার নজরে আসে, যেখানে ২১ সেপ্টেম্বর অযোধ্যার নির্মিয়মান এই রাম মন্দিরে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। ওই ভিডিয়োটি দেখার পরই, তার মনে হয়েছিল বিষয়টি পুলিশকে জানানো উচিত। তাই সে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন করেছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, এই বিষয়ে আরও তথ্য পেতে শিশুটিকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বিষয়টিকে একেবারেই হাল্কাভাবে নিচ্ছে না পুলিশ। মন্দির চত্বর-সহ গোটা অযোধ্যাতেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি, ওই কিশোর কোন ভিডিও দেখে পুলিশকে ফোন করেছিল, তাও খ তিয়ে দেখছে পুলিশ। ভিডিয়োটি চিহ্নিত করে, কে বা কারা, কী উদ্দেশ্যে ওই ভিডিয়ো প্রকাশ করেছে, তা জানার চেষ্টা চলছে। প্রয়োজনে ইউটিউব সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই ভিডিয়ো আপলোডকারীকে শনাক্ত করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাকে শনাক্ত করে এই বিষয়ে আরও তদন্ত করতে চাইছে পুলিশ।

এদিকে , রাম মন্দির নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের পথে। ২০২৪-এর জানুয়ারিতেই এই মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি, এমনটাই শোনা যাচ্ছে। আপাতত যা খবর মিলছে তাতে জানুয়ারির ২২ তারিখ জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে অযোধ্যার রাম মন্দির। আগামী ২২ জানুয়ারি রামমন্দিরের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হাজির থাকবেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সহ কেন্দ্র ও রাজ্য মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য।

এই তারিখ ঘোষণার পর, অযোধ্যা রাম মন্দির দর্শনের জন্য বুকিং শুরু হবে। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে রাম মন্দির-বাবরি মসজিদ জমি বিতর্ক চলার পর, ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্ট বিতর্কিত জমিটি রাম মন্দির ট্রাস্টকে বরাদ্দ করেছিল। এই ট্রাস্ট গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ভারত সরকারকে। ২০২০-র ৫ অগস্ট মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিন বছরে অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রথম পর্বের নির্মাণকাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ১৮,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই মন্দির নির্মাণ করছে লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো সংস্থা।

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035
CORRIGENDUM
1) Name of Work: Improvement of Bituminous Road Near Siddha at Ward No.-15 under Baranagar Municipality, **NIeT No: WBMAD/ BM/ PWD/NIT- 69 (e)/2023-24, Dated- 04.09.2023, Tender ID: 2023_MAD_ 563560_2.** The Last Date of Bid Submission for the above mentioned e-Tender is hereby extended up to **26.09.2023** and Bid Opening Date will be **29.09.2023. For details please log on to www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman

HOOGHLY-CHINSURAH MUNICIPALITY
Notice inviting e-Tender
e-Tender Notice No. WBMAD/ C/HCM/Gen/NIT2/9e/23
Memo No. 3534/Gen/SS
Date: 20/09/2023
E-Tenders are invited from manufacturer/ suppliers for the Supply of Offset Printing Machine under this Municipality vide **Tender ID No. 2023_MAD_573158_1.** Closing date of Bid submission is **03.10.2023 up to 14.00 hours.** Detailed information will be available from General/ Establishment Dept. of this Municipality and bidding website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Hooghly Chinsurah Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
জিইএম বিড নং. জিইএম/২০২৩/বি/৩৯৭০৮৫১ তারিখঃ ১৬.০৯.২০২৩। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে বাইরের এজেন্সি দ্বারা ০৩ (তিন) বছরের জন্য ডিভিসনাল সহায়তার জন্য "৭৫০টি কনভেনশনাল লোকো অ্যাক্সেল বক্স-এর পুনর্বাসন"-এর কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডারের মূলঃ** ₹ ১৫,৪৫,৯৩৭.৫০। **বায়না অর্থঃ** ₹ ৩০,৯১৯.০০। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ₹ ০.০০। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৬.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টোয়। টেন্ডার নথি এবং সম্পূর্ণ বিশদ **www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। MISC-138/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সোনিয়ার বিরুদ্ধে সপা সাংসদের কলার চেপে ধরার অভিযোগ

বিমানবন্দরে গুন্ডামিতে অভিযুক্ত নিশিকান্তের দাবি

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর: গত বছর গা জোয়ারি করে দেওঘর বিমানবন্দরের এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলে সপুত্র ঢুকে পড়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর-ও করেছিলেন। ঝাড়খণ্ডের গোড্ডার সেই বিতর্কিত বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বুধবার লোকসভায় কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধির বিরুদ্ধে সমাজবাদী পার্টির এক সাংসদের কলার চেপে ধরার অভিযোগ তুললেন।

বুধবার লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে আলোচনার সময় নিশিকান্ত অভিযোগ করেন, ২০১২-র ডিসেম্বরে লোকসভায় ১১৭তম সংবিধান সংশোধনী বিল (সরকারি চাকরিতে তপসিলি জাতি-জনজাতিদের পদোন্নতি সংক্রান্ত) নিয়ে বিতর্কের সময় হট্টগোল বেধেছিল। সে সময় ক্ষমতাসীন ইউপিএর চেয়ারপার্সন সোনিয়া সমাজবাদী সাংসদ যশবীর সিংয়ের কলার চেপে ধরেছিলেন। নিশিকান্ত বলেন, 'সে দিন যশবীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণস্বামীর হাত থেকে বিলের প্রতিলিপি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেই সোনিয়া তাঁর কলার চেপে ধরেছিলেন। তাঁর দলের আরও কয়েক জন সাংসদ যশবীরকে শারীরিক ভাবে হেনস্থা করেন।'

সোনিয়ার ওই আচরণের বিরুদ্ধে তিনি সে দিন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন দাবি করে নিশিকান্ত বলেন, 'আমি সোনিয়াকে বলেছিলাম, 'আপনি স্বেচ্ছাচারী শাসক নন, এখানকার রানি নন'। পরে সমাজবাদী পার্টির প্রধান প্রয়াত মুলায়ম সিং যাদব আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'বিজেপির সাংসদেরা পাশে না দাঁড়ালে যশবীর রক্ষা পেত না। সোনিয়া এবং তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে সমাজবাদী সাংসদকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ তুলেছিলেন।' নিশিকান্তের এই অভিযোগের পরেই লোকসভায় কংগ্রেস সাংসদেরা প্রতিবাদ জানান।

ঝাড়খণ্ডের 'বাহুবলী' বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তবুও গত মাসে নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে লোকসভায় 'ইন্ডিয়া'র আনা অনাস্থা প্রস্তাবের উপর বিজেপির তরফে বিতর্কের সূচনা করেছিলেন তিনি। ২০২২ সেপ্টেম্বরে নিশিকান্ত-সহ ন'জন বিজেপি সাংসদ জোর করে দেওঘর বিমানবন্দরের 'এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল'-এ ঢুকে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের হুমকি দিয়ে রাতে চার্টার্ড বিমানের উড়ানের অনুমতি দিতে বাধ্য করেছিলেন বলে অভিযোগ। বিমানবন্দরের ডিএসপি সুমন আমনের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছিল। সেই মামলা এখনও বিচারাধীন।

সঙ্কটে আকাসা এয়ার, একসঙ্গে ৪৩ পাইলটের ইস্তফা!

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর: আকাশে ওড়ার এক বছরের মধ্যেই সঙ্কটে আকাসা এয়ার। একসঙ্গে ৪৩ পাইলট কাজ থেকে ইস্তফা দেওয়ায় পরিষেবায় ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। তাই শেষমেশ বাধ্য হয়েই ৬০০-৭০০টি বিমান বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দিল্লি হাইকোর্টে নিজেদের সঙ্কটময় পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেছে বিমান সংস্থাটি।

আদালতে তারা জানিয়েছে, সেপ্টেম্বরে ৬০০-৭০০টি বিমান বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একসঙ্গে বিপুল সংখ্যক পাইলট ইস্তফা দেওয়ায় পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। সংস্থার আইনজীবী আদালতে জানিয়েছেন, আচমকাই ইস্তফা দিয়েছেন ৪৩ পাইলট। তাঁরা সকলেই নোটিস পিরিয়ডে ছিলেন। কিন্তু সেই সময়সীমার আগেই সংস্থা ছেড়ে চলে গিয়েছেন। ছেড়ে যাওয়া কর্মীদের মধ্যে কেউ ফার্স্ট অফিসার, কেউ ক্যাপ্টেন ছিলেন। ইস্তফা দেওয়ার পর ছ'মাস থেকে এক বছর নোটিস পিরিয়ডে থাকতে হয় তাঁদের। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁরা সংস্থার নিয়ম মানেননি। আচমকা সংস্থা ছেড়ে চলে যাওয়ায় বিমান পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে বলে আদালতে জানিয়েছেন আকাসা এয়ারের আইনজীবী।

তিনি আরও জানিয়েছেন, একসঙ্গে এত জন পাইলট সংস্থা ছেড়ে চলে যাওয়ায় সেপ্টেম্বরে প্রতি দিন প্রায় ২৪টি করে বিমান বাতিল করতে হচ্ছে। আর এর জেরে সংস্থাকে বিপুল ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। বিমান সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, অগস্টে প্রায় ৬০০টি বিমান বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ভাবে পাইলটরা ছেড়ে চলে গেলে সেপ্টেম্বরেও আরও ৬০০-৭০০ বিমান বসিয়ে দিতে হবে। প্রসঙ্গত, আকাসা এয়ার বিভিন্ন রুটে প্রতি দিন ১২০টি বিমান চালায়।

বুধবার বিমান সংস্থার সিইও বিনয় দুবে জানান, খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেক পাইলট নোটিস পিরিয়ড না মেনেই সংস্থা ছেড়ে চলে গিয়েছেন। ফলে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিমান পরিষেবায় ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। শেষ মুহূর্তে বহু বিমান বাতিলও করতে হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-৭-২০২৩-২৪ তারিখ ১২.০৯.২০২৩। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং. ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-৭-২০২৩-২৪, কাজের নামঃ** "২৪ মাসের জন্য শিয়ালদহ ডিভিসনে রিমোট কন্ট্রোল সেন্টার-এ ২টি ৫কেভিএ ইউপিএস সমেত স্কাডা সিস্টেম-এর আরসিসি সরঞ্জামসমূহের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ"। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ২২,৮৮,১৩৬.০০। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **বায়না অর্থঃ** ₹ ৪৫,৮০০। **কাজ শেষ করার মেয়াদঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ২৪ (চব্বিশ) মাস। **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ** ০৫.১০.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টোয়। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশ করা সংশোধনীর বিশদ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। SDAH-199/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Lakshmisagar Gram Panchayat
P.O.- Lakshmisagar, Dist.- Bankura
NIT No: 001 to 002/2023-24 & Memo No: 270 to 271/LAK, Date: 15.09.2023
It is here invited e-Tender by the Pradhan, Lakshmisagar Gram Panchayat for 12 nos works **(Last Date of Dropping 04.10.2023)** will be available from the office of the undersigned in working days and the website **www.wbtenders.gov.in/bankura.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Lakshmisagar Gram Panchayat

পশ্চিমের দেশগুলির বিরুদ্ধে জোট গড়তে চিনে যাচ্ছেন পুতিন

মস্কো, ২০ সেপ্টেম্বর: ইউক্রেন যুদ্ধের আবহেই চিন সফরে যাচ্ছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। মঙ্গলবার এমনটাই জানাল রাশিয়া। সূত্রের খবর, চিনের কাছে সামরিক সাহায্য চাইতেই তাঁর এই সফর। এছাড়া, পশ্চিমের দেশগুলোর বিরুদ্ধে জোট গড়াও এই সফরের উদ্দেশ্য বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

গত মার্চে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে রুশ প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে। এর পর থেকে আর বিদেশ সফর করতে দেখা যায়নি তাঁকে। নয়াদিল্লিতে সদ্যসমাপ্ত জি-২০ সম্মেলনও এড়িয়ে যান পুতিন। এই প্রেক্ষাপটে আগামী অক্টোবরেই চিনে যাচ্ছেন পুতিন। বৈঠকে বসবেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে। রাশিয়ার নিরাপত্তা পরিষদের সচিব নিকোলাই পাত্রুশেভ জানিয়েছেন, পশ্চিমি দেশগুলো চিন ও রাশিয়াকে কোণঠাসা করতে চাইছে। তাই মস্কো ও বেজিংয়ের উচিৎ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও মজবুত করা।

ইউক্রেনের সঙ্গে সংঘাতের আবহে পুতিনের চিনে যাওয়া তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকদের একাংশ। এর আগে আমেরিকাকে চাপে ফেলতে উত্তর কোরিয়া ও চিনের সঙ্গে যৌথ নৌ-মহড়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল রাশিয়া। কারণ যুদ্ধের ময়দানে মস্কোর উপর চাপ বাড়াচ্ছে হোয়াইট হাউস। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে কিয়েভকে সাহায্য করছে ওয়াশিংটন। এই প্রেক্ষিতে আমেরিকা বিরোধী দেশগুলোর সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে চাইছেন পুতিন। সূত্রের খবর, রুশ প্রেসিডেন্টের এই সফরে রাশিয়া-চিন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে সামরিক সহযোগিতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

অন্যদিকে, যুদ্ধের ময়দানে চিনকে রাশিয়ার পাশে না দাঁড়ানোর হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে আমেরিকা। ফলে পুতিন-জিনপিং সাক্ষাতের পর বাইডেন প্রশাসন কী বার্তা দেয় সে দিকে তাকিয়ে ওয়াকিবহাল মহল।

ভিডিও রেকর্ড করে হিন্দুদের হুমকি দিলেন খলিস্তানি জঙ্গি নেতা গুরপৎবন্ত সিং পান্নুন

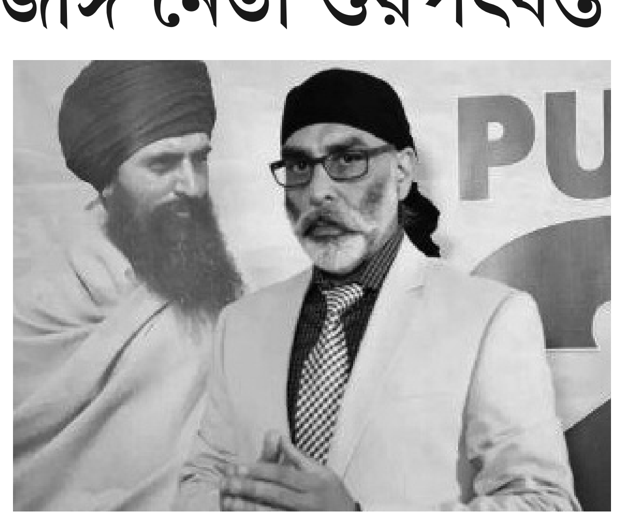

ওটায়া, ২০ সেপ্টেম্বর: ইন্দো-কানাডিয়ান হিন্দুরা কানাডার নীতি ও সংবিধানের প্রতি আনুগত্য দেখায় না। তাই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত তাদের। একটি ভিডিও রেকর্ড করে হিন্দুদের হুমকি দিলেন খলিস্তানি জঙ্গি নেতা গুরপৎবন্ত সিং পান্নুন। নিষিদ্ধ সংগঠন শিখস ফর জাস্টিস সংস্থার অন্যতম প্রধান নেতা তিনি। খ লিস্তানি জঙ্গি নেতা খুনের ঘটনায় তলানিতে এসে ঠেকেছে ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই প্রকাশ্যে এল এই জঙ্গির নতুন ভিডিও। দুই দেশের সম্পর্কে এই ভিডিও আরও বেশি প্রভাব পড়বে বলেই বিশেষজ্ঞদের অনুমান।

সম্প্রতি প্রকাশ্য এসেছে পান্নুনের একটি বিতর্কিত ভিডিও। সেখানে ওই জঙ্গি নেতা বলেছেন, ইন্দো-কানাডিয়ান হিন্দুরা আসলে কানাডার নীতি ও সংবিধান মানতে চায় না। ওদের আসল জায়গা হল ভারত। তাই কানাডা ছেড়ে বেরিয়ে যাক হিন্দুরা। প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগেই একটি সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর-সহ অন্যান্য নেতাদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল এই খলিস্তানি জঙ্গির বিরুদ্ধে।

তবে হিন্দুদের আক্রমণের পাশাপাশি খলিস্তানপন্থী শিখদের ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন পান্নুন। ওই ভিডিওতেই তিনি বলেন, যে সমস্ত শিখরা খলিস্তানি মনোভাব পোষণ করেন, তাঁরা সবসময় কানাডার প্রতি অনুগত রয়েছেন। সবসময় দেশের পাশে দাঁড়িয়ে সংবিধান ও নিয়ম পালন করেছেন তাঁরা। সেই সঙ্গেই আগামী মাসে একটি গণভোটের ডাক দিয়েছেন এই খলিস্তানি নেতা। তাঁর দাবি, আগামী ২৯ অক্টোবর ভ্যাঙ্কুভারের ভারতীয় হাই কমিশনারের বিরুদ্ধে ভোট দিতে হবে। হরদীপ সিং নিজ্জরের খুনে এই কমিশনারের হাত ছিল কিনা, সেই নিয়ে ভোটদানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কানাডার শিখদের।

প্রসঙ্গত, হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যা প্রসঙ্গে খলিস্তানিদের দাবিতে সায় দিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। সেদেশের খ লিস্তানিদের অভিযোগে কার্যত সিলমোহর দিয়ে কানাডায় নিযুক্ত এক উচ্চপদস্থ ভারতীয় কূটনীতিককে নির্বাসিত করেছে ট্রুডোর মন্ত্রিসভা। সোমবারই ট্রুডো জানিয়েছিলেন, কানাডার নাগরিক খ লিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের খুনের নেপথ্যে ভারতীয়দের হাত থাকতে পারে বলেই তদন্তকারীদের অনুমান। এর পরেই কানাডার সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সংঘাত চরমে উঠেছে। তার মধ্যেই প্রকাশ্যে এই বিতর্কিত ভিডিও।

বার্মিংহামে বসতে চলেছে 'বিশ্বের প্রথম' হিজাব পরিহিত ব্রোঞ্জের মূর্তি

লন্ডন, ২০ সেপ্টেম্বর: ব্রিটেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বার্মিংহামে বসতে চলেছে এক অতিকায় ব্রোঞ্জের মূর্তি। সেই মূর্তির বিশেষত্ব হল, সম্ভবত এটাই পৃথিবীর প্রথম হিজাব পরিহিত মূর্তি। আগামী অক্টোবরেই উন্মোচিত হবে মূর্তিটি।

জানা গিয়েছে, মূর্তিটি ৫ মিটার উঁচু। ওজন প্রায় ১ টন। ওই শিল্পের নাম 'হিজাবের শক্তি'। মূর্তিটির তলায় লেখা রয়েছে 'ভালোবাসায় নারীর অধিকার এবং তার যা কিছু পরিধেয় তাকে সম্মান করা উচিত।' উল্লেখ্য, ওই মূর্তির ভাস্কর লিউক পেরি জানিয়েছেন, সম্ভবত এই মূর্তিটিকে নিয়ে বিতর্ক বাড়তেই পারে। তবুও ব্রিটেনের সমস্ত বাসিন্দারই প্রতীকী মূর্তি স্থাপত্য হিসেবে গড়া যেতে পারে বলেই মত তাঁর। আসলে সাম্প্রতিক সময়ে হিজাব পরা নিয়ে নানা বিতর্ক দেখা গিয়েছে। যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে ইরানে। ২০২২-এর ১৬ সেপ্টেম্বর ইরানের নীতি পুলিশের মারে মৃত্যু হয় ২২ বছরের কুর্দ তরুণী মাহসা আমিনির। ঠিকমতো হিজাব পরেননি, এটাই নাকি ছিল তাঁর অপরাধ। ওই ঘটনার পর থেকেই দেশজুড়ে শুরু হয় প্রতিবাদী মিছিল। প্রতিবাদ দমনে নির্বিচারে বিক্ষোভকারীদের উপর গুলিবোমা চালাতে দেখা গিয়েছে। দেওয়া হয়েছে ফাঁসির সাজা। এবার হিজাব আইন আরও কড়া করে প্রতিবাদীদেরই বার্তা দিচ্ছে প্রশাসন।

এদিকে ভারতেও বিতর্ক ঘনাতে দেখা গিয়েছে কর্ণাটকে। একটি নির্দেশিকা জারি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব পরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল কর্ণাটক সরকার। তার পর থেকেই সেরাজ্যে হিজাব ইস্যুতে বিক্ষোভ শুরু হয়। বিশেষ করে উদুপি জেলায় বিক্ষোভের জেরে স্কুল-কলেজগুলি রীতিমতো রণক্ষেত্রের আকার ধারণ করেছিল। মামলা গড়ায় আদালতে। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটেনের এই মূর্তি ঘিরে কোনও বিতর্ক ঘনায় কিনা সেটাই দেখার।

Kanaipur Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Kanaipur, P.S.- Uttarpara, Dist.- Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the experienced and resourceful bidders having 60% credential for execution of different development work(s) under **BEIP Fund** vide **NIT No.: 336/KGP/2023 (Sl.- 01 to 04), Date: 20.09.2023.** Work Comp. Time: 180 Days. Document Download & Bid Submission Start Date (Online): **20.09.2023 at 05:00 pm.** Documents Download & Bid Submission End Date (Online): **29.09.2023 up to 05:00 pm.** Submission of EMD & Cost of Tender Paper (Offline): **03.10..2023 up to 01:00 PM.** Tender Opening Date (Online): **04.10.2023 at 09:00 AM.** For more details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Kanaipur Gram Panchayat

মুড়িগঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত
পাখিরালা, সাগর, দঃ ২৪ পরগনা
ABRIDGED NIT
On behalf of Muriganga-I Gram Panchayat of Sagar Block under South 24 Parganas Dist. invites bids for 194 Nos. Tubewell soak pit & silt chamber (Vide NIT No. 217-228) within the GP area. Scheme wise separate bid is invited. The last date of submission of online Bid is **25/09/2023 upto 3 P.M.** For details please visit to **www.wbtenders.gov.in**
SD/- Pradhan
Muriganga-I GP

DHABLAT GRAM PANCHAYAT
VILL+P.O.- CHEMAGURI, PS. SAGAR COASTAL, DIST: SOUTH 24 PARGANAS
Memo No- 370/DGP Date- 20/09/2023
On behalf of Dhablat Grampanchayat of sagar block under south 24 parganas dist invites bids through open e-tender process for the vide **NIT No 368/DGP (3 nos) & 369 / DGP 8 NOS TUBE WELL** under 15th fc of Dhablat Gram panchayat Dated **19.09.2023**
Details are available in the website wb **tenders.gov.in**
Executive Assistent
Dhablat Gram Panchayat
Chemaguri, Sagar. 24 Pgs.(S)

Bondul-1 Gram Panchayat
Burdwan-1 Panchayat Samity
Bhandardihi :: Purba Bardhaman
NOTICE INVITING E-TENDER
e-NIT No.: 06/BON-1/2023-24, Date: 19/09/2023, CFC(UNTIED), 7 nos. of road works, **e-NIT No.: 07/BON-1/2023-24, Date:19/09/2023,** CFC(TIED) 5 nos. drain works & 3 no Solar Submersible works is hereby invited by the Prodhan, Bondul-1 GP from bonafied & eligible resourceful agency. Last Date of Online Bid Submission at e-Tender portal **27/09/2023 up to 11.00 AM.** For more details please contact at GP office or may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Bondul-1 Gram Panchayat

৮ একদিন

ময়দান

EKDIN VOL. 19, ISSUE NO. 103, KOLKATA, THURSDAY,
21 SEPTEMBER 2023, PAGE 8

কলকাতা ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

মিনি ডার্বিতে মহামেডানের কাছে হার

সুপার সিক্সের শুরুতেই ধাক্কা খেল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা লিগের সুপার সিক্সের শুরুতেই ধাক্কা খেল ইস্টবেঙ্গল। মিনি ডার্বিতে লাল-হলুদ শিবিরকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিল মহামেডান স্পোর্টিং।

বুধবারের মিনি ডার্বিতে নামার আগে দুর্দান্ত ছন্দে ছিল মহামেডান। সুপার সিক্সের প্রথম ম্যাচেই তারা জিতেছিল বিরাট ব্যবধানে। সাদা-কালো ব্রিগেডের সেই ছন্দই যেন দেখা গেল ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের প্রথমার্ধে। একেবারে শুরু থেকে একের পর এক আক্রমণ তুলে এনে লাল-হলুদ শিবিরকে একপ্রকার ছিন্নভিন্ন করল মহামেডান। যার ফলও মিলল প্রথমার্ধেই। ডেভিডের জোড়া গোলে ২-০ গোলে এগিয়ে গেল তাঁরা।

চলতি কলকাতা লিগে দারুণ ফর্মে ডেভিড। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে নামার আগে ১৫ গোল করেছিলেন তিনি। এদিন আরও দুই গোল করলেন তিনি। তবে দ্বিতীয়ার্ধের খেলার গতি খানিক পালটায়। আগের থেকে অনেক বেশি সুগঠিত দেখাল ইস্টবেঙ্গলকে। যার ফলস্বরূপ বেশ কয়েকটি আক্রমণ তুলে আনল তারা। যার ফল মিলল ৫৮ মিনিটে। নন্দকুমারের পেনাল্টি থেকে এক গোল শোধও করে লাল-হলুদ শিবির। তারপরও বেশ কয়েকটি আক্রমণ উঠে এসেছিল। কিন্তু আর কাজের কাজ হয়নি। খেলা শেষ হল ২-১ গোলেই। এই জয়ের ফলে কলকাতা লিগের চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে ভাল জায়গায় পৌঁছে গেল মহামেডান। গ্রুপ পর্বে তারা পেয়েছিল ২৯ পয়েন্ট। সুপার সিক্সে দুই ম্যাচই জিতল তারা। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল গ্রুপ পর্বে পেয়েছিল ৩০ পয়েন্ট। তারা সুপার সিক্সের প্রথম ম্যাচেই হারল।

অজি পেসারকে সরিয়ে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে সিরাজ

দুবাই: সদ্য এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। প্রতিযোগিতার অনবদ্য পারফরম্যান্স ভারতীয় বোলিং বিভাগের। আলাদা করে বলতে হয় এশিয়া কাপ ফাইনালের কথা। শ্রীলঙ্কা শিবিরে বিপর্যয় ডেকে আনেন ভারতের তরুণ তুর্কি মহম্মদ সিরাজ। ইনিংসের চতুর্থ ওভারেই চার উইকেট। ম্যাচে সব মিলিয়ে ২১ রান দিয়ে ৬ উইকেট। ফাইনালের মঞ্চে তাঁর আগুনে বোলিংয়ে প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা মাত্র ৫০ রানেই গুটিয়ে যায়। ফাইনালে সেরার পুরস্কারও জিতে নেন মহম্মদ সিরাজ। শুধু তাই নয়, ক্রিকেট বিশ্বের মনও জেতেন। ফাইনালে ম্যাচের সেরার আর্থিক পুরস্কার তুলে দেন মাঠকর্মীদের। ধারাবাহিকতা এবং এশিয়া কাপে বিধ্বংসী পারফরম্যান্সের জেরে আইসিসি ক্রমতালিকাতেও ব্যাপক উন্নতি সিরাজের।

মহম্মদ সিরাজ প্রথম বার আইসিসি বোলারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষে এলেন তা নয়। গত মার্চে শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন সিরাজ। যদিও অজি পেসার জশ হ্যাজলউডের কাছে শীর্ষস্থান হারান। এশিয়া কাপে ২১ রানে ৬ উইকেটের স্পেলে হারানো জায়গা পুনরুদ্ধার করলেন সিরাজ। এশিয়া কাপে সব মিলিয়ে ১২.২ গড়ে ১০ উইকেট নেন মহম্মদ সিরাজ। হ্যাজলউড, ট্রেন্ট বোল্ট, রশিদ খান, মিচেল স্টার্কদের মতো তারকাদের ছাপিয়ে শীর্ষে সিরাজ। বোলারদের তালিকায় প্রথম দশে রয়েছেন আর কুলদীপ যাদব।

আইসিসি ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় ব্যাপক উন্নতি প্রোটিয়া কিপার-ব্যাটার হেনরিখ ক্লাসেনের। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চতুর্থ ওডিআই-তে পাঁচ নম্বরে নেমে ১৭৪ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন ক্লাসেন। ২০ ধাপ উঠে নবম স্থানে রয়েছেন ক্লাসেন। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে অনবদ্য পারফর্ম করেছেন ইংল্যান্ড ওপেনার দাবিদ মালান। কেরিয়ার সেরা ১৩ নম্বরে পৌঁছলেন। ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম। দ্বিতীয় স্থানে শুভমন গিল। প্রথম দশে রয়েছেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা।

চিনের কাছে পাঁচ গোল! হতাশা দিয়ে এশিয়ান গেমস শুরু ভারতীয় দলের

হাংঝউ: ফিফা র‍্যাঙ্কিং-এ চিন ৮০। ভারত ১০০। কিন্তু এদিন বোঝা গেল, দুই দলের মধ্যে ফারাক অনেক। গতি, স্কিল, স্ট্যামিনা- যে কোনও দিকেই ভারতীয় দলের থেকে চিন অনেক এগিয়ে।

আইএসএল-এর জন্য একাধিক ক্লাব ফুটবলার ছাড়েনি। ফলে সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে কোচিং করাতে পারেননি ভারতের কোচ ইগর স্টিমাচ। তার উপর চিনে পৌঁছেই মাঠে নেমে পড়েন ভারতীয় ফুটবলাররা। ক্লান্তি তাদের খেলায় ফুটে উঠছিল এদিন। ক্লান্তি, অগোছালো টিম নিয়ে শেষমেশ চিনের কাছে ৫ গোল হজম করল ভারতীয় দল। একমাত্র গোলটি করেন রাহুল কেপি।

৯ বছর বাদে ভারতীয় দলের এশিয়াডে যাওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার শুরুর দিকে আপত্তি করেছিল।

তবে পরবর্তী সময়ে এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবের হস্তক্ষেপে রাজি হয় কেন্দ্র। অবশ্য শেষ মুহূর্তে ভিসা আসেনি অনেক ফুটবলারের। ফলে সমস্যা যেন লেগেই ছিল! চিনের মতো দলের বিরুদ্ধে নামার ২৪ ঘণ্টা আগে হাংঝৌয়ে পা রেখেছে ভারতীয় দল। ফলে সেখানকার আবহাওয়া, পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সুযোগও পাননি সুনীল ছেত্রীরা।

এশিয়ার সেরা লিগে অভিষেকেই জয়, উচ্ছ্বসিত রোনাল্ডো

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর আল নাসের। তারা ২-০ গোলে হারাল ইরানের ক্লাব পারসেপোলিসকে। রোনাল্ডো ৯০ মিনিট মাঠে থাকলেও এই ম্যাচ গোল পাননি। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচেই একটি নজির গড়লেন রোনাল্ডো। মঙ্গলবার রাতের ম্যাচ তাঁর ফুটবলজীবনে বিশেষ হয়ে থাকবে। পেশাদার ফুটবলে এই নিয়ে ১০০০তম ম্যাচে অপরাজিত (জয় বা ড্র) থেকে মাঠ ছাড়লেন তিনি। এর মধ্যে ৭৭৬টি ম্যাচ জিতলেন এবং ২২৪টি ম্যাচ শেষ হয়েছে অমীমাংসিত ভাবে। পারসেপোলিসকে হারাতে তেমন বেগ পেতে হয়নি আল নাসেরকে। ১০ জনের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সারাক্ষণই দাপট ছিল রোনাল্ডোদের। দলগত শক্তির বিচারে অনেক এগিয়ে থেকেই মাঠে নেমেছিল আল নাসের। পাশাপাশি, পারসেপোলিস এই ম্যাচে সমর্থকদের সমর্থনও পায়নি। কারণ, ২০২১ সালে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন ইরানের ক্লাবটিকে শাস্তি দিয়েছিল। তাদের একটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে সমর্থকদের নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তার পর মঙ্গলবার রাতে আল নাসেরের বিরুদ্ধেই প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলল পারসেপোলিস। তাই ম্যাচে সমর্থকদের প্রবেশাধিকার ছিল না।

গোলের বেশ কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন তাঁরা। প্রথমার্ধে গোল করতে পারেনি কোনও দল। আল নাসেরের দু'টি গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে। আল নাসেরের প্রথম গোলটি অবশ্য পারসেপোলিসের এক ফুটবলারের ভুলে। ইরানের ক্লাবটির রাইট ব্যাক দানিয়াল এসমায়েলিফায়ে আত্মঘাতী গোল করেন। দ্বিতীয় গোলটি এসেছে মোহাম্মেদ কাসেমের পা থেকে। ম্যাচের ৫২ মিনিটে রোনাল্ডোকে বাজে ভাবে ফাউল করার জন্য লাল কার্ড দেখেন পারসেপোলিসের মিডফিল্ডার মিলাদ সারলাক।

‘দিল জশন্ বোলে’ প্রকাশিত হল বিশ্বকাপের থিম সং

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের মাটিতে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। এখন আর কয়েক দিনের অপেক্ষা। তার আগে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজও খেলবে ভারত। বিশ্বকাপের পারদ যেন আরও চড়ল। এ দিন প্রকাশিত হল অফিসিয়াল থিম সং। দিল জশন্ বোলেখ। বলিউড তারকা রণবীর সিং এবং মিউজিক কম্পোজার প্রীতমের যৌথ উদ্যোগ দেখা যাবে এই অফিসিয়াল থিম সংয়ে। বিশ্বের ক্রিকেট প্রেমীদের ভারতের মাটিতে হতে চলা বিশ্বকাপের ‘সফর করাবেন’ এই গানের মাধ্যমে।

ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টই বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। ক্রিকেট বিশ্বের আবেগও জড়িয়ে রয়েছে। ভারতে ক্রিকেট শুধুই খেলা নয়, একটি ধর্মও। যেখানে কোনও ভেদাভেদ নেই। টিম ইন্ডিয়া ভালো পারফর্ম করলে, সাফল্য পেলে উৎসবে মেতে ওঠেন সকলেই। ২০১১ সালে ঘরের মাঠে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। ২ এপ্রিলের সেই রাত দীর্ঘ হয়েছিল ভারতের বিশ্ব জয়ে।

এ বারের বিশ্বকাপের অফিসিয়াল থিম সংয়ের ভিডিয়ো প্রকাশে রণবীর সিং বলেন, ‘বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে গর্বিত। আমার কাছে এটা বিরাট সম্মানের বিষয়। এটা শুধু খেলাই নয়, ভালোবাসারও উৎসব।’

সঙ্গীতকার প্রীতমও আবেগে ভাসছেন। দেশের মাটিতে সবচেয়ে সফল বিশ্বকাপ হবে বলেই মনে করেন তিনি। প্রীতমের কথায়, ‘এই গানটি শুধুমাত্র ১৪০ কোটি ভারতবাসীর জন্যই নয়, বিভিন্ন দেশের যে ক্রিকেট প্রেমীরা আসছেন, তাদেরও সেলিব্রেশনের অংশ।’ ক্রিকেট প্রেমীরা এই গানের তালে নিজেরাও নানা ভিডিয়ো পোস্ট করতে পারবেন। যা হয়তো লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখবে। ফেসবুক, ইন্সটাগ্রামে এই গানের সঙ্গে ভিডিয়ো শেয়ার করলে #CWC২৩ এই হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করতে হবে।

জাকার্তার পুনরাবৃত্তি হানঝাউ এশিয়ান গেমসে করতে চান নীরজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: আরও একটা সোনা নিয়ে ২০২৩ সালটা শেষ করতে চান ভারতের জ্যাভলিন সুপারস্টার নীরজ চোপড়া। বছর পাঁচেক আগে জাকার্তায় হওয়া এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিলেন নীরজ চোপড়া। তখনও তিনি অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হননি। কিন্তু সোনা জিতে বেশ শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন পানিপথের ছেলে। হানঝাউ এশিয়ান গেমসে ৪ অক্টোবর অ্যাকশনে দেখা যাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নীরজ চোপড়াকে। তার আগে কী বললেন ভারতের সোনার ছেলে নীরজ?

জাকার্তা এশিয়ান গেমসে ৮৮.০৬ মিটার থ্রো করে জাতীয় রেকর্ড গড়েছিলেন। এবং সোনা জিতেছিলেন। ঠিক জাকার্তার মতোই এ বারও নীরজ চান হানঝাউতে তাঁর বর্শায় আটকে যাক সোনা। এ বারের এশিয়াডে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের ইভেন্ট শুরু হবে ২৯ সেপ্টেম্বর। চলতি বছরে এই মেজর ইভেন্টেই শেষ বার নামবেন নীরজ। ভারত থেকে ৬৮ জনের অ্যাথলেটিক্স স্কোয়াড পাঠানো হয়েছে চিনে। তার মধ্যে রয়েছেন ৩৫ জন পুরুষ ও ৩৩ জন মহিলা।

চলতি বছরে ডায়মন্ড লিগে দোহা ও লসানে পর্বে জিতেছিলেন নীরজ। ইউজিনে অল্পের জন্য দ্বিতীয় হয় হিরে হাতছাড়া করেন নীরজ। অবশ্য তার আগে বুদাপেস্টে বিশ্বমিটে সোনা জেতেন তিনি। ইউজিনে ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে দ্বিতীয় হওয়ার পর নীরজ জানান, সামনের এশিয়ান গেমসে তিনি ফোকাস করতে চান। হানঝাউ এশিয়ান গেমসে নীরজের ফের মোকাবিলা হবে পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমের সঙ্গে। ইউজিন ডায়মন্ড লিগের পর নীরজ বলেন, ‘ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে খেলাধুলোতে সব সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে। আমারা তার পরও ভালো বন্ধু। আমাদের আবার হানঝাউতে দেখা হবে।’ ২০১৮ সালের এশিয়াডে সোনা জিতেছিলেন নীরজ চোপড়া, ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন আর্শাদ নাদিম। এ বার দেখার নীরজ সেই সোনা ধরে রাখতে পারেন কিনা। চলতি বছরে এখনও নীরজের ৯০ মিটারের টার্গেট এখনও পূরণ হয়নি। ফলে হানঝাউ এশিয়াডে নীরজ সেই ৯০ মিটারের লক্ষ্যভেদ করতে পারেন কিনা সেদিকে তাঁর অনুরাগীদের নজর থাকবে।

মেয়েকে শাহিনের হাতে তুলে দিয়ে মন ভার শাহীদ আফ্রিদির

নিজস্ব প্রতিনিধি: মেহেদি অনুষ্ঠান হয়েছে গত পরশু। গতকাল ছিল ‘রুখসাতি’ (কনেকে তুলে দেওয়া) অনুষ্ঠান। সেখানে প্রাণপ্রিয় কন্যাকে জামাতার হাতে তুলে দিয়ে হৃদয়টা ভারী হয়ে এসেছে শহীদ আফ্রিদির। হাজার হোক বাবা তো! আফ্রিদি তাই লিখেছেন, ‘যে আলো আমাদের ঘর আলোকিত করে রেখেছিল, গতকাল তা আমাদের চোখের সামনে দিয়েই চলে গেল!’

করাচিতে শহীদ আফ্রিদির বাসায় গতকাল রাতে হয়ে গেছে তাঁর মেয়ে আনসা আফ্রিদির বিয়ের অনুষ্ঠান। পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম থেকে অধিনায়ক সাঈদ আনোয়ারসহ আরও অনেকেই উপস্থিত হয়েছিলেন এ অনুষ্ঠানে। বাবর তাঁর স্ট্রাইক বোলারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘হৃদয় নিংড়ানো শুভেচ্ছা।’

পাকিস্তান জাতীয় দলের বাঁহাতি পেসার শাহিনের সঙ্গে আনসা আফ্রিদির এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে একবার বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু করাচিতে সেই বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছিল ‘আফ্রিদি উপজাতি’র প্রথা অনুযায়ী। তখন পরিবারের কাছের সদস্য ও বন্ধুদের নিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান সেরেছিলেন শাহিন আফ্রিদি। বিয়ের ছবিগুলো তখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করলেও পাকিস্তানের বাঁহাতি এ পেসার ভক্তদের অনুরোধ করেছিলেন ছবিগুলো যেন না ছড়ানো হয়। আনসা আফ্রিদি পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ও অলরাউন্ডার শহীদ আফ্রিদির বড় মেয়ে। বাবার সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক তাঁর। পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) শহীদ আফ্রিদির ম্যাচে আনসাকে বেশ কয়েকবারই দেখা গেছে। কন্যার প্রতি বাবার স্নেহ-ভালোবাসা এমনিতে অসীম।

সম্পর্কও খুব ভালো হওয়ায় কন্যাদানের পর আফ্রিদির হৃদয় ভারী হয়ে আসাই স্বাভাবিক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাই শাহিন ও আনসাকে তুলে দেওয়ার একটি ছবি পোস্ট করে ৪৬ বছর বয়সী শহীদ আফ্রিদি লিখেছেন, ‘যে আলোটা আমাদের ঘর আলোকিত করে রেখেছিল, গতকাল তা আমাদের চোখের সামনে দিয়েই চলে গেল।

বাবার হৃদয় ভারাক্রান্ত। কিন্তু নতুন উষার আলো তাকে ভালো রাখবে, এই আশা করি।’ আগামী বৃহস্পতিবার শাহিন ও আনসার বিবাহ-পরবর্তী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও জানিয়েছে, এশিয়া কাপের পরই এ বিয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। শাহিন আফ্রিদি এর আগে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, শহীদ আফ্রিদির মেয়ে আনসাকে বিয়ের কথা তিনিই প্রথম ভেবেছিলেন, ‘বিয়েটা যেহেতু আমার, তাই আনসাকে বিয়ের কথা আমাকেই প্রথম ভাবতে হয়েছিল। আফ্রিদি ও আমার ভাই অনেক দিনের বন্ধু। দুই পরিবারের বড়দেরও একে অপরের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক। আমার আম্মাই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাতে সবাই সম্মত হয়।’

নারীবিদ্বেষী মন্তব্য করে বিতর্কে বাংলাদেশি পেসার, চাপের মুখে চাইলেন ক্ষমা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহিলারা চাকরি করলে সমাজ উচ্ছন্নে যাবে। স্বামী ও সন্তানদের অধিকারও লঙ্ঘিত হয় মহিলারা চাকরি করলে। এমনই বিতর্কিত পোস্ট করে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন বাংলাদেশের তরুণ পেসার তানজিম হাসান শাকিব। বিতর্ক চরমে পৌঁছানোর পরই ক্ষমা চেয়ে নেন তিনি। বলেন, মহিলাদের প্রতি তাঁর চিন্তাভাবনা এমন নয়। কারণ তাঁর মা-ও একজন মহিলা।

ঘটনাটি ঠিক কী? গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তানজিম ফেসবুকে লেখেন, তমহিলারা চাকরি করলে স্বামীদের অধিকার লঙ্ঘন হয়, সন্তানরাও তার মায়ের কাছ থেকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়। বিবাহিত মহিলারা চাকরি করলে তাঁর আব্রু নষ্ট হয়ে যায়। পরিবার ধ্বংস হয়। সবমিলিয়ে, মহিলারা চাকরি করলে গোটা সমাজই নষ্ট।দ এই পোস্টটি নিয়েই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। ভারতের মতো হেভিওয়েট দলের বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নেমে বাংলাদেশকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন তানজিম। কিন্তু তাঁর দুরন্ত পারফরম্যান্সকে ছাপিয়ে গিয়েছে এই বিতর্ক। তবে চাপের মুখে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জালাল ইউনুস জানান, নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন তানজিম। এরপরই তরুণ তারকাকে বোর্ডের তরফে সতর্ক করা হয়েছে, ভবিষ্যতে যেন সোশাল মিডিয়ায় এই ধরনের পোস্ট তিনি না করেন। যার উত্তরে তানজিম জানান, মহিলাদের প্রতি তাঁর কোনও বিদ্বেষ নেই। মহিলাদের অসম্মানও করতে চাননি তিনি। কারণ তাঁর মা-ও একজন মহিলা।

উল্লেখ্য, অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ জয়ের নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এই পেসারের। সিনিয়র দলের হয়ে প্রথম ম্যাচেই দুই উইকেট তুলে নেন তিনি। মাত্র ৮ বলে ১৪ রানের ক্যামিও ইনিংসও আসে তাঁর ব্যাট থেকে। এহেন প্রতিভাবান পেসারকে নিয়েই মাঠের বাইরে নিন্দার ঝড় ওঠে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**